১.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[Horizonl]

aadiaat.blogspot.com/2018/12/horizonl_24.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমাণ:পর্ব ১

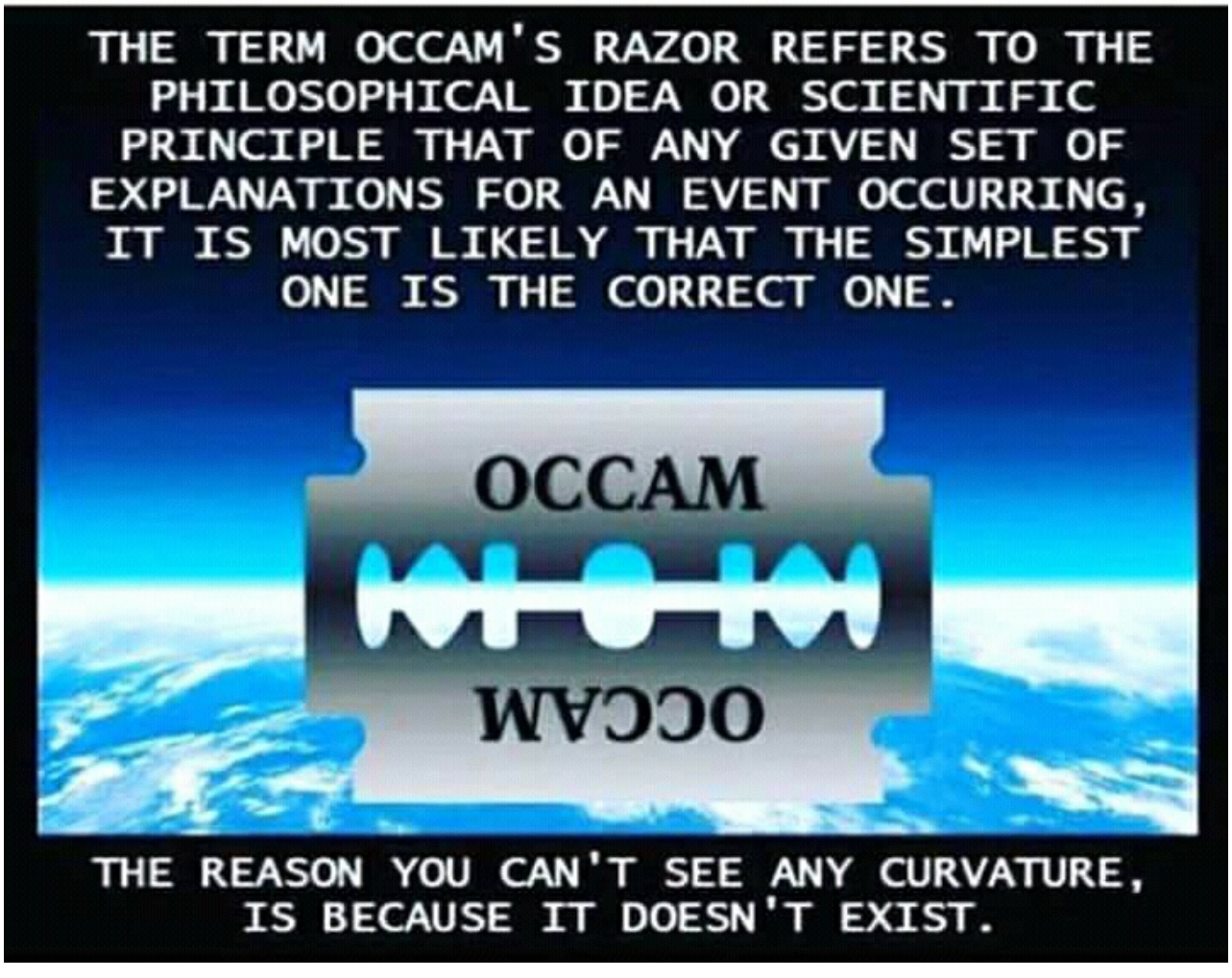

আমরা কেন জিওসেন্ট্রিক জিওস্টেশনারী কস্মোলজির কথা বলি সে প্রশ্ন অনেকের। অনেকেই এর সপক্ষের তথ্য-প্রমান গুলো জানতে চান। আশাকরি অনেকের কৌতূহল কিছু হলেও মিটবে। ইনশাআল্লাহ।।

১.কার্ভের অস্তিত্বই নেই!

যে প্রমানগুলো সমতল পৃথিবীর ধারনাকে সত্যায়িত

করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পৃথিবীর কার্ভাচারের অস্তিত্বহীনতা। এখন পর্যন্ত এক ইঞ্চি কার্ভও কোথাও গিয়ে খুজে পাওয়া যায় নি। এমনকি ভূপৃষ্ঠের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ফুট উপরে গিয়েও এক ইঞ্চিও কার্ভ মেলেনি। হোরাইজন সর্বদা Eye level এ সমতল থাকে আপনি যত উপরেই উঠুন না কেন। সেটা আপনি জমিনের উপর পাচ ফুট উচ্চতায়ও দেখবেন, উচু ভবনের মাথায় গিয়েও সমতল দেখবেন, এমনকি লক্ষ লক্ষ ফুট উঁচুতে গিয়েও দেখবেন।

এই ভুয়া বক্রতা ক্যামেরা ও লেন্সের কারসাজি এবং সিজিআই। ফিশআই লেন্স এবং গো প্রো ক্যামেরা এরকম ফেক কার্ভ সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ছবিই কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ। এসব সিজিআই নিয়ে সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।
এর দ্বারা মাত্র ১০০ ফুট উচ্চতা দিয়েই কার্ভ সৃষ্টি করা যায়। এ কারনেই ড্রোন, বিমান দিয়ে মাত্র ৫০/৬০ হাজার ফুট উচু থেকে ধারন করা ভিডিও বা স্থির ছবিতে অকল্পনীয় কার্ভ দেখা যায়। অথচ অপেশাদার হাই অলটিটিউড বেলুন কিংবা রকেটে থাকা ক্যামেরায় দেড়-তিনলক্ষ ফুট উচুতে গিয়েও জমিনকে সমতল অবস্থাতেই দেখা যায়।
০% কার্ভাচার। পৃথিবী যদি সত্যিই গ্লোব হত তাহলে এটা একদমই অসম্ভব ব্যাপার!

প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুযায়ী প্রতি মাইলে ৮ বর্গইঞ্চি কার্ভ রয়েছে যেটা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, যা জমিনকে বর্তুলাকার করেছে(গোলক)। এটা যদি সত্য হয় তবে ২/৩ লক্ষ ফুট উচ্চতায় গেলে হোরাইজনে লক্ষণীয় মাত্রায় কার্ভ দেখা যাবে, কারন এ উচ্চতায় হোরাইজনে হাজার হাজার মাইল একবারে দেখা যায়।

অথচ বাস্তবতায় জমিনকে এক ইঞ্চিও বেন্ড হবার প্রমান পাওয়া যায় না। আপনি যতই উচ্চতায় যান না কেন সব সময় হোরাইজন আই লেভেলে সমতলেই থাকবে। শুধুমাত্র ফিশ আইলেন্স আর গো প্রো
ক্যমেরার কল্যানে মিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রকাশ করা ফুটেজ বা ইমেজে সমতল হোরাইজনে কার্ভ দেখা যায়।

বিমানে উঠে অনেকে পৃথিবীর কার্ভাচার দেখতে পান বলে দাবি করেন। আমার একভাই যখন দুবাই
যাচ্ছিলেন, তিনি উড্ডয়নের সময়টা ভিডিও করছিলেন। ভিডিওতে আমি দেখছিলাম মাত্র ৩০/৪০ ফিট উচ্চতায়ই জমিন কেমন যেন কার্ভড হয়ে গোল হয়ে যাচ্ছিল। আবার কখনো শেপ ডিস্টোর্ট হচ্ছিল। বুঝতে পারি জানালার গ্লাসেই কার্ভাচার লুক্কায়িত।

ফিশআই গ্লাস এর কারন।অধিকাংশ বাণিজ্যিক বিমানগুলোতে এটা দেওয়ার অন্যতম কারন, কথিত গোল পৃথিবীকে জনসাধারণের মাথায় গেঁথে দেওয়া। ব্যাপারটা উপরের ছবিতে দেখেই বুঝতে পারছেন। আশা করি।

অজস্র পাইলট আছে যারা ভাল করেই জানেন যে পৃথিবী সমতল। এদের খুব অল্প সংখ্যক মুখ খোলেন। বাকিরা রেপুটেশন এর কথা ভেবে চুপচাপ থাকেন। আর চাকরি হারানোর ভয় তো আছেই। সত্য কথা বললে সত্যিই চাকরি থাকে না। সামান্য সংখ্যক যেসব পাইলটকে সরাসরি সমতল জমিনের ধারনাকে সত্যায়ন করতে দেখা যায় তাদেরকে দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=dKvisJ1NBpU
https://m.youtube.com/watch?v=e65wQxKlajg
https://m.youtube.com/watch?v=xJ9CrAbZp28

পাইলটদের এরূপ স্বীকৃতির পেছনে কারন রয়েছে। সামনের পর্বগুলোয় বিস্তারিত নিয়ে আসা হবে। ইনশাআল্লাহ।

একটা বিষয় অবাক করে, জমিনকে সমতল বললে আজকের মুসলিমদের একদল খুব আহত হয়।এরা তারা, যারা এতদিন ধরে কাফিরদের অকাল্ট মেটাফিজিক্স এবং 'এস্ট্রলজি'[2] কে স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র বিদ্যা হিসেবে বিবেচনা করে গ্রাস করত, যারা ওদের থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহন করে পবিত্র কুরআনের সাথে

মিশিয়ে প্রচার করত! বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক যে এরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহের শেকড় সম্পর্কে খোজ না নিয়েই কুরআন হাদিসের দ্বারা সেসবকে জাস্টিফাই করে। কাফিরদের এই কাব্বালিস্টিক[1] কস্মোলজির সাথে রিয়েলিটির কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যা বলছি এটা অবজার্ভেবল, রিপিটেবল এবং টেস্টেবল। অন্যদিকে ওরা কার্ভের ব্যপারে যা বলে সেসব একদমই পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়,repeatability বা testability'র প্রশ্ন বহু দূরের। এসব শুধুই ওদের কল্পনা। 'সায়েন্টিফিক ম্যাথডের' সংজ্ঞানুসারে ওদের তত্ত্বটা একে বারেই আনসায়েন্টিফিক সুডো এস্ট্রোনোমিকাল মডেল এবং প্যারাডক্স দ্বারা পরিপূর্ন।

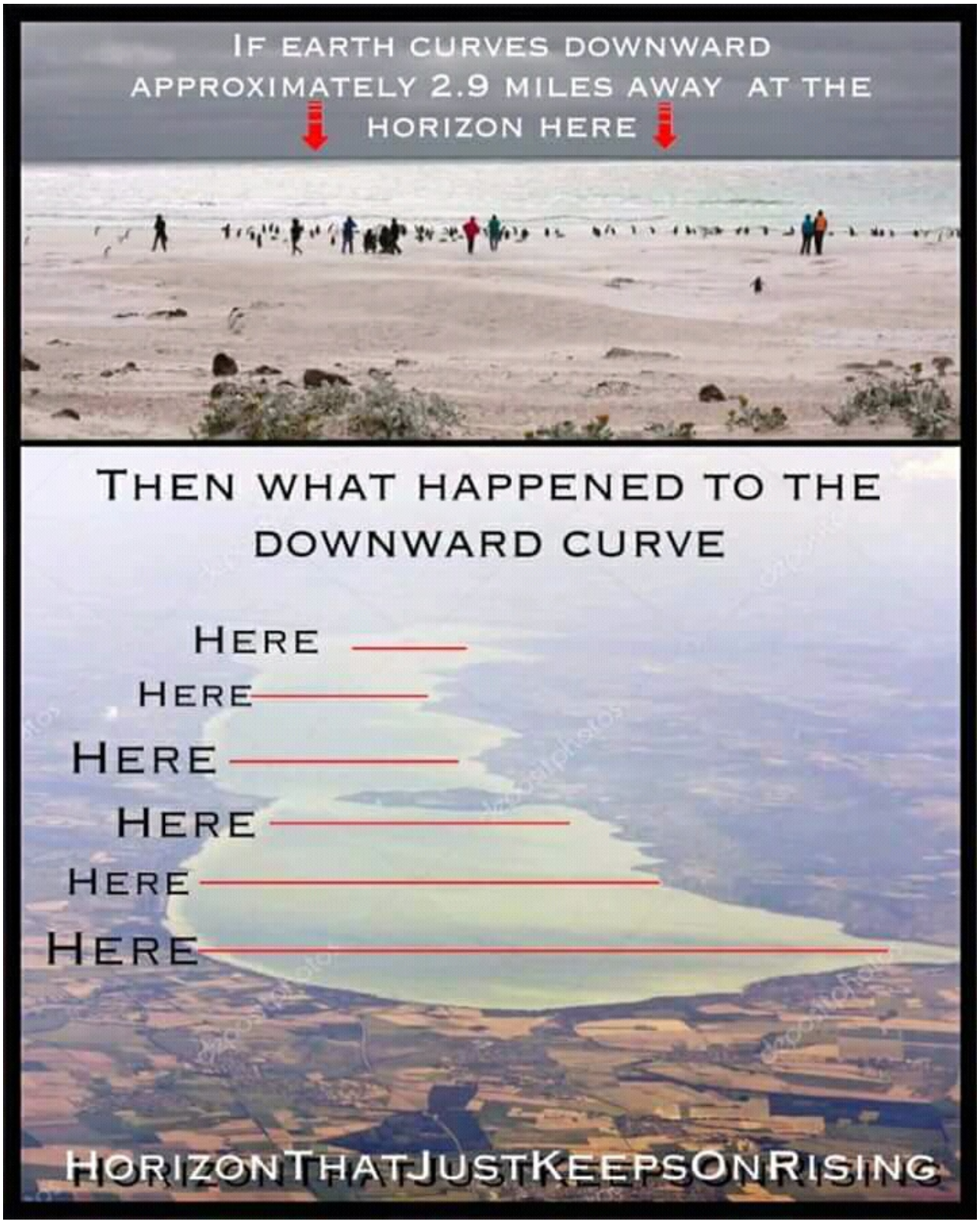

IF EARTH CURVES DOWNWARD APPROXIMATELY 2.9 MILES AWAY AT THE HORIZON HERE
THEN WHAT HAPPENED TO THE DOWNWARD CURVE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HORIZONTHATJUSTKEEPSONRISING

Google earth shows what curvature we should see at only 10KM up.
But we don't see this, even at almost 3 times as high! It's that simple.

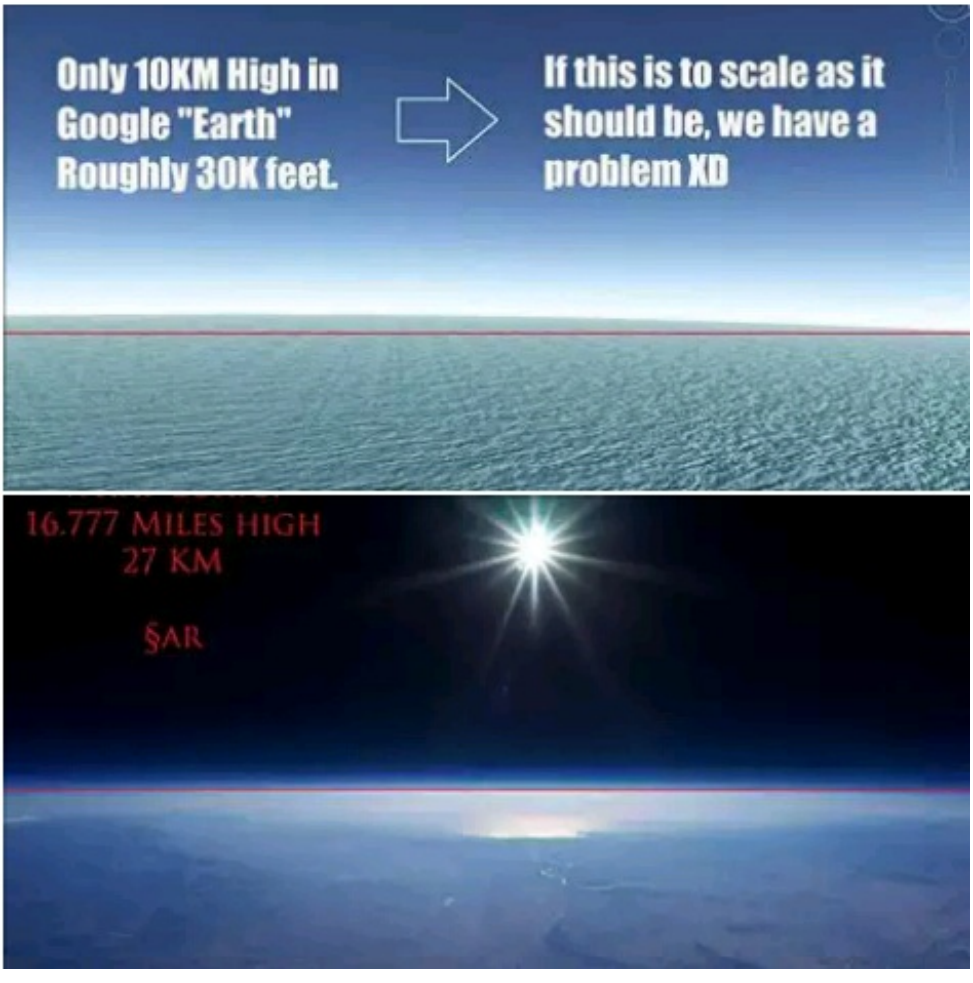

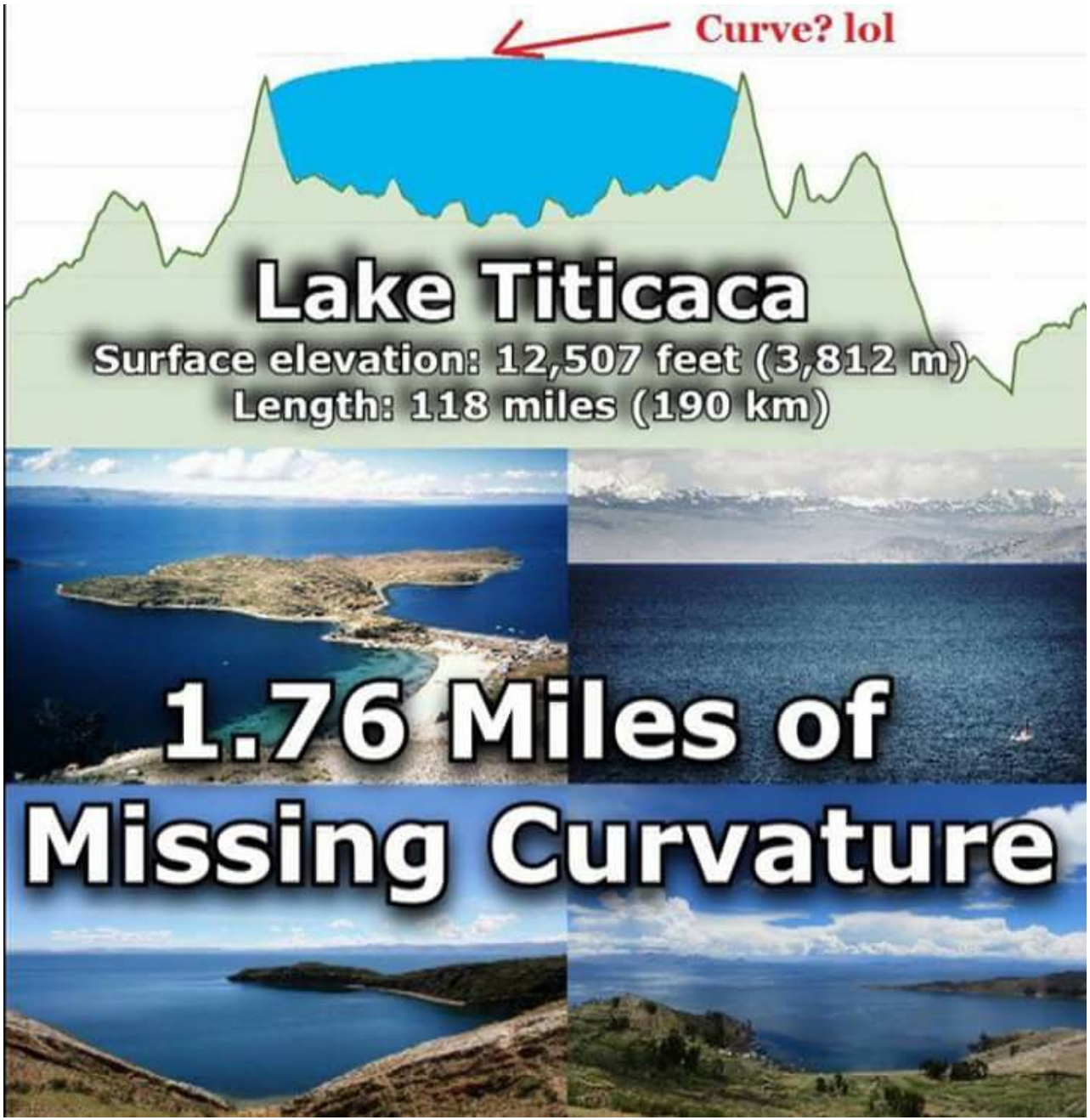
Curve? lol
Lake Titicaca
Surface elevation: 12,507 feet (3,812 m)
Length: 118 miles (190 km)
1.76 Miles of
Missing Curvature

আজ আমরা যখন ওদের সব কিছুর অরিজিন এবং তথ্যপ্রমাণ গুলো তুলে ধরি তখন কিছু লোককে দেখি বিষয়গুলোর চরম বিরোধিতা করতে, এরা এমনকি কুরআন থেকেও প্রমান করতে চেষ্টা করে যে জমিন স্ফেরয়েড বর্তুলাকার! তার মানে ওরা কি এই সুডো কস্মোলজির পাশাপাশি রহমানের পবিত্র ও শাশ্বত নির্ভুল আয়াত গুলোকেও প্রশ্নবাণে ফেলতে চায়?

Learning Curve- Unavailing flat earth:
https://m.youtube.com/watch?v=n1DQSBI42Eg

চলবে ইনশাআল্লাহ

Geocentric cosmology:

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

২.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[Missing curvature]

aadiaat.blogspot.com/2018/12/missing-curvature_25.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমাণঃ পর্ব ২

2.Missing Curvature

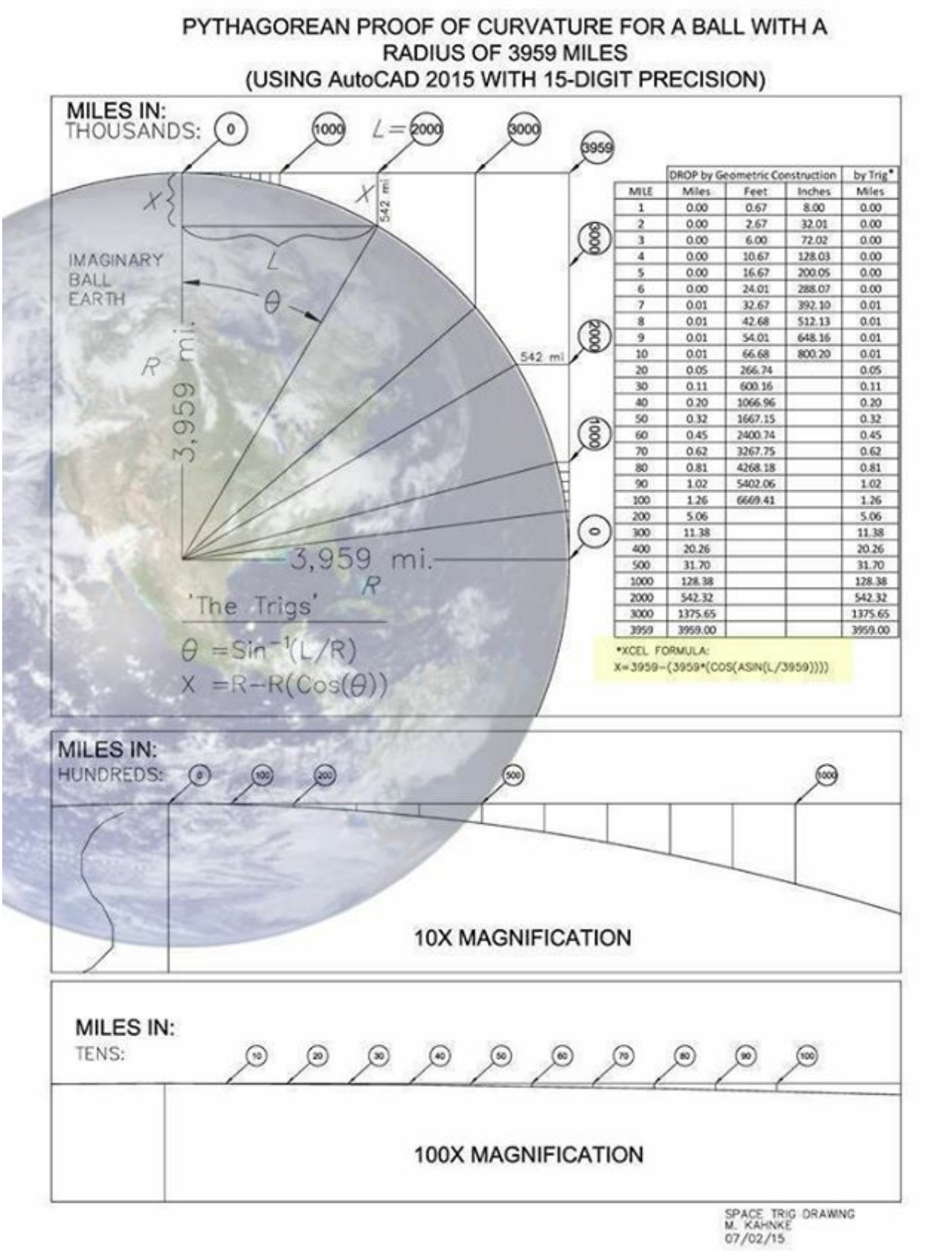

প্রতিষ্ঠিত হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেল

অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতি মাইলে ৮ বর্গইঞ্চি কার্ভ রয়েছে। ছবিতে প্রতিষ্ঠিত স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর মডেল অনুযায়ী মাইল প্রতি কার্ভের হিসাব দেওয়া আছে। বলা হয় এই কার্ভের জন্য অনেক মাইল দূরের কোন কিছু দেখা যায় না। দূরবর্তী পাহাড়, বিল্ডিং এমনকি জাহাজও হোরাইজন থেকে কার্ভের কারনে দেখা যায় না। জাহাজও নাকি কার্ভের কারনে হোরাইজন থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা কি তাই??

একদমই না। ওদের দেখানো হিসাব অনুযায়ী ৩২৬ ফুট উচু কোন বস্তু ৬০ মাইল দূর থেকে আদৌ দেখা যাবে

না। সে বস্তু হিসাব অনুযায়ী হোরাইজনের ২০৭৪ ফুট নিচে অবস্থান করবে! ৩২৬ ফুট উচ্চতার কোন বস্তু হাজার ফুট নিচে চলে গেলে সেটা আর কোনক্রমেই দেখা যাবার কথা নয়, অথচ বাস্তবিকভাবে সেটা দেখা যায়! স্ট্যাচু অব লিবার্টি ৬০ মাইল দূর থেকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

শুধু স্ট্যাচু অব লিবার্টিই নয়। আইল অব ওয়াইট লাইট হাউজ সমুদ্রে ৪২ মাইল দূর থেকে নাবিকরা দেখতে পায়! গ্লোব আর্থ মডেল অনুযায়ী ১৮০ ফুট উচ্চতার এটি ৪২ মাইল দূরে থেকে আদৌ দেখা সম্ভব নয়, সেটা ওই দূরত্ব থেকে হোরাইজনের ৯৯৬ ফুট নিচে বাতিঘরটি চলে যাবে। অতএব সে বাতিঘরের আলো নাবিকদের চোখে প্রায় হাজার ফুট কার্ভ বা বক্রতা ভেদ করে আসা একদমই সম্ভব নয়। রিফ্র্যাকশনের দ্বারাও নাহ।

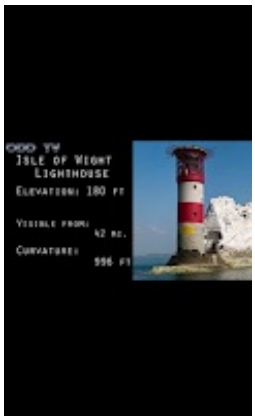

আসলে গ্লোব মডেলে বাতিঘর গুলো তেমন কার্যকরী

নয়। সামান্য দূরত্ব থেকেই বাতিঘরের আলো মিইয়ে যাবার কথা।

আইল অব ম্যানকে রোজাল সৈকত থেকে দেখা যায়,

যাদের উভয়ের মাঝে নূন্যতম ৫৭ মাইল দূরত্ব বিদ্যমান। আইল অব ম্যানের সর্বোচ্চ উচ্চতায় কোন লোক দাঁড়ানো থাকলেও গ্লোব মডেল অনুযায়ী সেটা হোরাইজনের মিনিমাম ১২৯ ফুট নিচে থাকবে। অর্থাৎ কোনক্রমেই দেখা সম্ভব না, গ্লোব আর্থ অনুযায়ী। অথচ বাস্তবে সেটা ঐ দূরত্ব থেকে পুরোপুরিভাবে দেখা যায়, যা একমাত্র পৃথিবী সমতল হলেই সম্ভব।

ডানের koh tao এর ছবিটি koh samui থেকে তোলা। মাঝখানে দূরত্ব ৫৯ কিঃমিঃ। যদি পৃথিবী গোল

হয় তবে koh tao ফটোগ্রাফারের অবস্থান থেকে হোরাইজনের ৭৩০ ফুট নিচে থাকবে কার্ভের কারনে। যার জন্য এ দ্বীপ ক্যামেরায় আসা একেবারে অসম্ভব। অথচ আপনি দিব্যি ছবিতে সেটা দেখছেন! এটা শুধুই সমতল জমিনেই সম্ভব।
Add photo right side

Oahu দ্বীপকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত Kauai

এয়ারপোর্ট থেকে দেখা যায়! অথচ গোল পৃথিবী তত্ত্বানুযায়ী এটা একেবারে অসম্ভব, কারন গ্লোব আর্থ অনুযায়ী সেটা হোরাইজনের ৫৪০০ ফুট নিচে থাকবে কার্ভের জন্য।

এরকম হাজার হাজার উদাহরণ পাবেন। মানুষ এখন যতই এ বিষয়টা মাথায় রেখে অনুসন্ধান করছে,ততইপ্রমান পাচ্ছে। বামের ১০২ মাইল ছবির ব্রীজটির আগা গোড়ায় কোন কার্ভ দেখছেন? :)

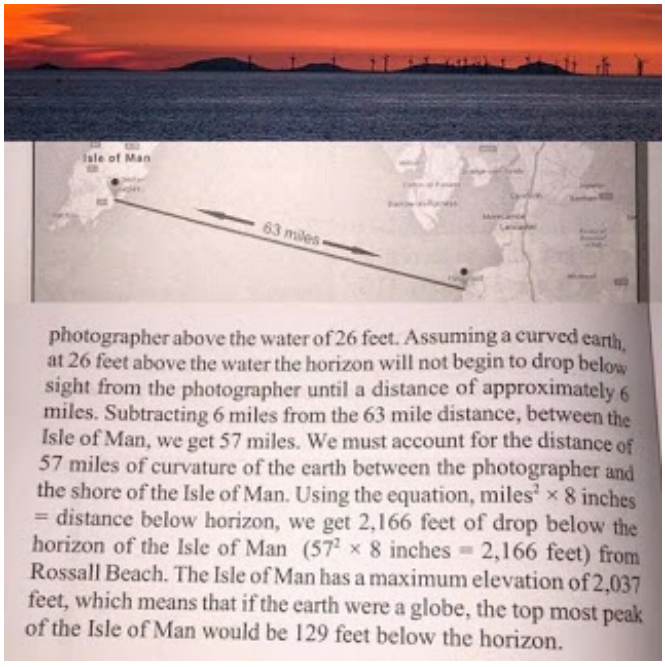

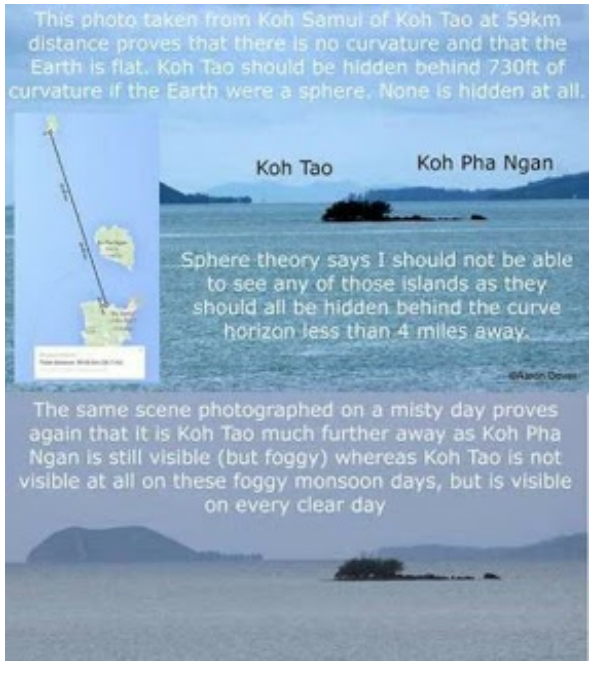

Danyang-Kunshan Grand Bridge
China
102.4 mile long bridge viaduct on the
Beijing-Shanghai high speed railway
Making it the longest bridge in the world
102.4 miles x 102.4 = 10,485.76
10,485.76 x 8/12 = 6,990.50
It would have a 6,990.50 foot spherical drop
from one end to the other to compensate for
the supposed curvature...but it doesn't

Earth's Curve Horizon, Bulge, Drop, and Hidden Calculator

Distance in Miles: 123

Viewer height in Feet: 150

Distance = 123 Miles (649440 Feet),
View Height = 150 Feet (1800 Inches)
Radius = 3959 Miles (20903520 Feet)

Results ignoring refraction
Horizon = 15 Miles (79190.14 Feet)
Bulge = 2522.29 Feet (30267.47 Inches)
Drop = 1.91 Miles (10090.98 Feet)
Hidden= 1.47 Miles (7776.79 Feet)
Horizon Dip = 0.217 Degrees, (0.0038 Radians)

With Standard Refraction 7/6*r, radius = 4618.83 Miles (24387440 Feet)
Refracted Horizon = 16.2 Miles (85535.11 Feet)
Refracted Drop= 1.64 Miles (8648.86 Feet)
Refracted Hidden= 1.23 Miles (6518.65 Feet)
Refracted Dip = 0.201 Degrees, (0.0035 Radians)

Picture by
JTolan Media1
You can search it
on YouTube to
see the video :)

এসকল এভিডেন্স এটাই প্রমান করে যে জমিনে কোন কার্ভ নেই। পৃথিবী একদমই সমতলে বিছানো বিস্তৃত শয্যাস্বরূপ। আদৌ তেমনটি নয় যেমনটা বর্তমান ও আদি অপবিজ্ঞানীরা বলে থাকে। তাদের কার্ভাচার শুধুই কল্পনা। আজকে প্রতিষ্ঠিত এই কাল্পনিক কস্মোলজিটি এসেছে কাফির উইজার্ডদের ম্যাজিক্যাল থিওলজি ও মেটাফিজিক্সকে সমর্থন করার জন্য। এর অরিজিন জুডিও ব্যবিলনয়ান কাব্বালা[১]।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সত্যটাকেই
বলেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?
[৮৮:১৭-২০]

.

কাফিররা এসব লক্ষ্য করে, কিন্তু তারা তো আজ এই সত্যিকারের কস্মোলজিক্যাল নোশনকেই বিকৃত করে ফেলেছে,আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। আর অধিকাংশ ব্রেইনওয়াশড, মোডারেট ও মু'তাজিলারাও পিছিয়ে নেই।।তাদের দৃষ্টিতে শয়তান কাফির যাদুকরদের মেটাফিজিক্সকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছে। আকর্ষণীয় করে দিয়েছে এবং বিশ্বাসযোগ্য করে দিয়েছে। এজন্য মিথ্যা হওয়া স্বত্ত্বেও ওদের কথাকেই গ্রহন করে নিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, তারা এই kabbalistic Occult cosmology কে কুরআন হাদিসের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। অপব্যাখ্যা করে শয়তানী বিদ্যাকে তাওহীদের দ্বীনের সাথে Compatible করে। তারা জোড় দিয়ে বলে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ নাকি বলে দিয়েছেন দুনিয়া বর্তুলাকার! এরা মুর্তাদ রাশাদের ডিম্বতত্ত্ব গ্রহনেও পিছপা হয় না।

আয়াতটি(২০ নং) পড়ে প্রখ্যাত মুফাসসির জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তার তাফসীরে(জালালাঈন) উল্লেখ করেনঃ

অনুবাদ :

১৭. তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ, উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে দেখে উষ্ট্রের প্রতি, কিরূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. আর আকাশের দিকে, কিরূপে তাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়। যদিও তাদের

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আর্দ শব্দটি দ্বারা স্পষ্টভাবে গোটা দুনিয়াকেই সমতল বলেছেন, অথচ আমি এমন কিছু মুসলিমদেরকে দেখি যারা কাফিরদের সাথে গলা মিলিয়ে ওদের দর্শন প্রচার করতে গিয়ে আর্দকে একটি দেশ বা ছোট এলাকা বলেও তাফসীর করতে গিয়েছে! আলিমদের সংখ্যাও একদম কম না, যারা এ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ জমিনকে সমতল বলেছে স্বীকৃতি দিয়েও বলে সেখানে স্বল্প এলাকার কথা বলা হয়েছে! তারাও অপবিজ্ঞানের পক্ষপাতিত্বপূর্ন ব্যাখ্যা দেন। তাদের ব্যাখ্যা যদি শুদ্ধ হয় তবে আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান বলতে কি বুঝিয়েছেন? আসমানের ক্ষুদ্র কোন অঞ্চল?!! গ্রীক দর্শন আরবে পৌছানোর পরেই কস্মোলজিক্যাল ধারনা ও ব্যাখ্যায় ক্রমাগত পরিবর্তন আসা শুরু হয়। আর সেসব পিথাগোরিয়ান,জুডিও ব্যবিলনিয়ান অকাল্ট এ্যাস্ট্রোফিজিক্সের পক্ষপাতদুষ্ট। ইন্না লিল্লাহ! যারা আজ কট্টরভাবে ম্যাজিক্যাল কাল্পনিক ভুয়া এস্ট্রোনমি আঁকড়ে ধরে আছে এদের অধিকাংশই কামড়ে ধরা অপবিজ্ঞান ও অপবিদ্যার অরিজিন[২] সম্পর্কে জানে না। জানতে চায়ও না। শয়তান কি এদেরকে এতটাই মোহিত করে রেখেছে?

REF:

১)

https://m.youtube.com/watch?v=rw17zNZIve0

২)

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

৩.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[Perspective Matrix]

aadiaat.blogspot.com/2018/12/perspective-matrix_26.html

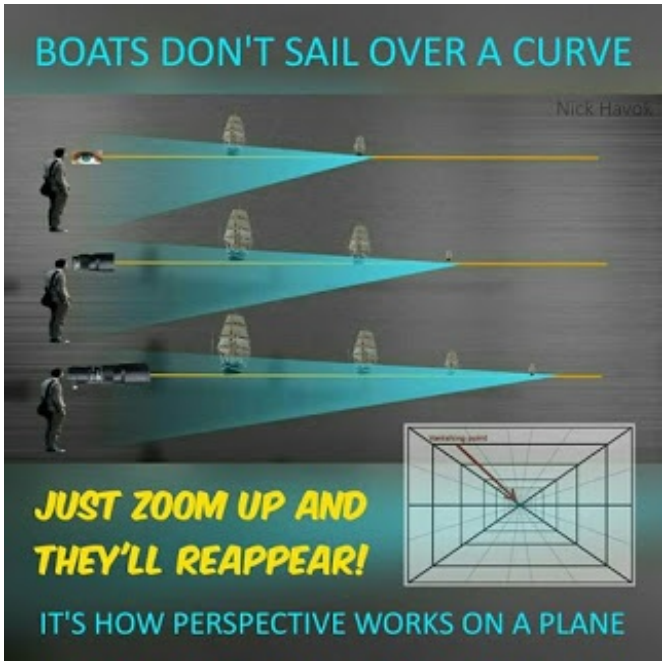

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমাণঃ

প্রাচীন heathen যাদুকরদের মনগড়া এবং শয়তানের সৃষ্ট 'আল্লাহকে অস্বীকার করার উপযোগী' এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মডেলটি আজকের ওয়ার্ল্ডওয়াইড অকাল্ট মেটাফিজিক্যাল রিসার্জেন্সের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আজকের মানুষেরা একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বিজ্ঞান বলে মেনে নিয়েছে। কথিত বিজ্ঞানকে সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যখন সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর কালামের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ন কিছু দেখছে তখন তারা সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে। নাস্তিকতাকে তারা বেশি গ্রহণযোগ্য রূপে দেখছে। এ অবস্থা ঠেকাতে একদল মোডারেট মর্ডানিস্ট মুসলিমরা জোড় চেষ্টা করছে অপবিজ্ঞানকে কুরআন সুন্নাহর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য। এজন্য তারা পক্ষপাতদুষ্ট অপব্যাখ্যা দিয়ে সুডো সায়েন্টিজমের সাথে একাকার করছে। তারা এটা করছে এ ভয়ে যে, কুফফাররা ইসলামকে অযৌক্তিক হাস্যকর দ্বীন না বলে আবার। যাতে অপবিজ্ঞানপন্থী মোডারেট মুসলিমরা মুরতাদ না হয়ে যায়। এপোলোজেটিক মোডারেট মুসলিমদের অন্তরই ব্যাধিগ্রস্ত,যার জন্য এরা ইসলামের প্রতি কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরোয়া করে। কাফির মুশরিকদের মুখেও কুরআন সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি নিতে যায়। এদের নিকটে অপবিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করলেও সত্য গ্রহন করা থেকে দূরে থাকে। কুফফারদের অপবিদ্যাকেই আঁকড়ে রাখে। সেটাকে ইসলামাইজডও করে। আপনারা অনেকেই 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' পাঠ করেছেন। ওটা সে ধরনেরই কিতাব। এর লেখকের ব্যবহার করা যুক্তিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা বুঝতে পড়ুনঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

এদিকে নাস্তিকরা খুব গর্বিত তাদের বিচিত্র থিওরি নিয়ে। অথচ বিভিন্ন সুডো লজিক হচ্ছে তাদের দলিল প্রমান। এরা যখন কুরআন জিওসেন্ট্রিক জিওস্টেশনারী এস্ট্রোনোমিকাল মডেলের বর্ননা পায়,তখন এরা যেন সুযোগ পায় গোটা ইসলামকেই মনগড়া,সেকেলে,কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভ্রান্ত প্রমানের। এজন্য আপ্রান চেষ্টা করে সেটা প্রচারের। কিন্তু এ মূর্খগুলো একবারো ভাবে না এদের বিশ্বাসের গোটা প্লটটাই কাল্পনিক এবং ভুয়া। বরং এটাই সত্য যে পৃথিবী সমতল। প্রকৃতির সমস্ত আচরণ সমতল জমিনবিশিষ্ট এনক্লোজড কস্মোলজিকে সমর্থন করে। এরকমই কিছু তথ্যপ্রমাণ নিয়ে আজকের আর্টিকেল। ওদের এস্ট্রোনোমিকাল অর্ডার রিজেকশন এবং ভুল প্রমানের দরুন এরা আমাদের সাথে বিতর্কে যেতে ভয় পায়। উলটো পলায়ন করতেও দেখেছি।

নাস্তিক মুর্তাদদের যাবতীয় হম্বিতম্বি দুর্বল মু'মিন ও মোডারেট মর্ডানিস্টদের সাথেই। কারন মোডারেটরা ওদের ডক্ট্রিন(মতবাদ) অর্ধেকটা এমনিতেই গিলেছে, বাকিটাও কেন খায় না, এজন্য বিতর্ক করে কুফরের দিকে আহব্বানের প্রচেষ্টা। মোডারেট মুরজিয়াদের এক পা যেহেতু ওদের নৌকায়, সেহেতু তারা ওদের সামনে দুর্বল এপোলোজেটিক স্ট্যান্স নিয়ে কম্প্রোমাইজ করে থাকতে হয়। কারন দেখুন, তারা পৃথিবীর sphericity'র সাথে একমত যা প্রাচীন যাদুকর কাফিরদের থেকে আসা,এরপরে বিগব্যাঙের তত্ত্বকেও গিলে(গ্রহন করে) নিয়েছে, যেটার অরিজিন কাব্বালা। অর্থা ওরা যেটাই দেখাচ্ছে সেটার সাথে ইয়েস স্যার। এমনকি ডেমোক্রেসিও। এখন যখন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলবে তখন নো স্যার বলে ওদের দেওয়া তত্ত্ব দ্বারাই সৃষ্টিকর্তাকে প্রমান করতে যাবার মত বোকামি করতে গিয়ে অপদস্থ হবেই। কাফিরদের ডিজাইন্ড কস্মোলজি/মেটাফিজিক্স আল্লাহকে অস্বীকার করার মত করে বানানো, সেটাকে ইসলামাইজ করে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমানের প্রচেষ্টা সত্যিই হাস্যকর এবং অসম্ভব রকমের মূর্খতা।

নাস্তিকদের সমস্ত চিন্তাধারাই বিকলাঙ্গ এবং বিকৃত। এদের কথিত সায়েন্টিফিক তত্ত্বগুলো গরুকে দেখে ঘোড়া বলবার মত বুদ্ধিপ্রদীপ্ত! আর ওদের অধিকাংশ থিওরিগুলোর অরিজিন সরাসরি শয়তান। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? পড়ুনঃ

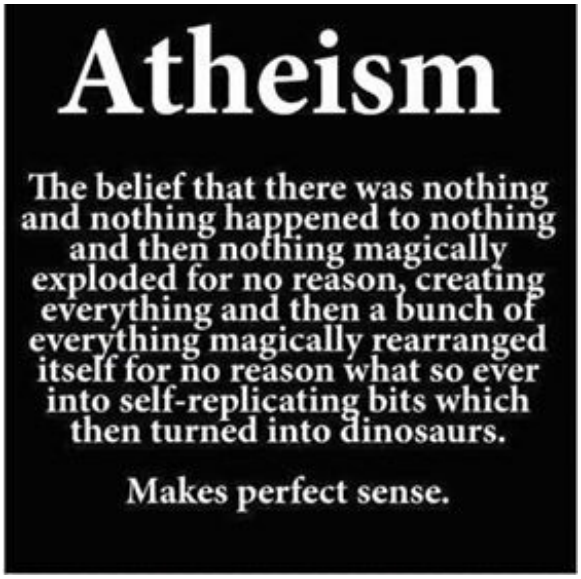

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

নাস্তিক মুর্তাদদের কাছে ধর্মীয় চিন্তাধারা হচ্ছে সুপার্স্টিসাস থট অথচ এদের অকাল্ট অরিজিনেটেড অপবিজ্ঞান খুবই আধুনিক এবং গ্রহণযোগ্য বিদ্যা, তাই না! এজন্যই আজকে ২১ শতকে এসে কোন কোথাও জমিনের বক্রতা পাওয়া যায় না যদিও প্রতি মাইলে ৮ বর্গইঞ্চি কার্ভাচার আছে বলে 'বিশ্বাস করানো হয়' !

২. Perspective Matrix

যেদিন থেকে বলা হচ্ছে যে পৃথিবী গোলাকার, তখন থেকে আজ পর্যন্ত অপবিজ্ঞানীগন বলে আসছেন যে, জাহাজ সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে পৃথিবীর বক্রতার জন্য এক পর্যায়ে হোরাইজনে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা গ্লোব আর্থের একটা বড় প্রমান। পৃথিবী গোলাকৃতি হবার প্রমান চাইলে এটাই সবার আগে উপস্থাপন করা হত। সুডো সায়েন্স গাই বিল নিই পুরাতন এক ব্রেইনওয়াশের জন্য টিভি প্রোগ্রামে সমুদ্রে পৃথিবীর বর্তুলাকারের প্রমান হিসেবে সমুদ্রে জাহাজ কিছু দূর গিয়ে অদৃশ্য হবার ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে দাড় করাচ্ছিলেন। আসলেই কি জাহাজ বা নৌকা কার্ভের কারনে অদৃশ্য হয়ে যায়?

একদমই নাহ। বস্তত, জাহাজ বা নৌকা আমাদের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে এবং পাস্পেক্টিভের হোরাইজনের ভ্যানিশিং লাইন অতিক্রম করে। এজন্য জাহাজ যতই দূরে যায়, এর আকৃতি ক্ষুদ্র হতে হতে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা যায়। সেটা আদৌ কার্ভের জন্য হয় না। আজকে টেলিস্কোপ, জুমলেন্সযুক্ত ক্যামেরার কল্যানে আসল ঘটনাটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেগুলোয় জুম করলে হোরাইজনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জাহাজ,নৌকা আবারো দেখা যায় অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে!! দেখুনঃ
https://m.youtube.com.com/watch?v=ouEiDGyfM50
https://m.youtube.com/watch?v=UM9JeYQ2CW4
https://m.youtube.com/watch?v=RSSFfoAIx04

তার মানে পৃথিবীর কার্ভের আড়ালে চলে যাওয়ায় কথাটি একদমই ভুয়া।জাহাজ পানির সমতলে সম্মুখপানে চলতে থাকে। বিস্তীর্ণ জলরাশিও কার্ভ হতে পারে না। সেটা নিয়ে পরবর্তী পর্বে আলোচনা হবে। টেলিস্কোপে ধারনকৃত এমন ফুটেজও রয়েছে যেখানে জাহাজ কাল্পনিক কার্ভাচারে অদৃশ্য হবার আধা ঘন্টা পরেও জুম করে ফিরিয়ে আনা গেছে। এক পর্যায়ে টেলিস্কোপ বা ক্যামেরা থেকেও জাহাজ হারিয়ে যায়। এর চেয়েও শক্তিশালী টেলিস্কোপ ও জুম লেন্সযুক্ত ক্যামেরা দিয়ে আরো দীর্ঘক্ষন জাহাজ এর সম্মুখে যাত্রার দৃশ্য দেখা সম্ভব। এ বিষয়টি মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও নির্দেশ করে। টেলিস্কোপে যে জন্য অধিকতর দূরত্বের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখা যায় তার ব্যাখ্যা ডানের ছবিতে রয়েছে।

বাহ্যত, জাহাজ বা দূরবর্তী জিনিসের অদৃশ্যমানতার কারন, তা অবজারভারের পাস্পেক্টিভে হোরাইজনের ভ্যানিশিং লাইন অতিক্রম করে। বামের ছবির দিকে তাকালে সহজেই বুঝবেন। গ্লোব মডেলে কট্টর বিশ্বাসী মূর্খরা এ বিষয়টি যেন বোঝেই না। অথচ এটা একদমই সাধারন কমনসেন্স। রেললাইনে সোজা তাকালে এক পর্যায়ে সম্মুখভাগে সরু হয়ে মিলে যেতে দেখা যায়। একইভাবে লম্বা রুমের করিডোরে দাড়ালেও শেষমাথা সরু হয়ে যেতে দেখা যায়। এগুলো সবাই প্রতিদিনই দেখে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ভাবেনা। পৃথিবীর ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ জমির অপর প্রান্তের প্রায় অদৃশ্য বা আবছা দৃশ্যকে মোটেই ফিল্ড অব পাস্পেক্টিভের জন্য হয়েছে বলা হয় না বরং এক্সপ্ল্যানেশনে প্রমানহীন কার্ভকে কল্পনা করা হয়। এ কারনে কিছুটা বিদ্রুপ করে হলেও বর্তুলাকারবাদীরা প্রশ্ন করে সমতল জমিনে দাঁড়িয়ে তো এভারেস্টও যেকোনো স্থান থেকে দেখা সম্ভব! যদি সেটা দেখবার উপযুক্ত টেলিস্কোপ ডেভেলপও করা হয়, এরপরেও সেটা সম্ভব হবেনা পৃথিবী বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান শিশির,কুয়াশা,
বৃষ্টি,তুষার-বরফ,ধোয়া,মেঘ ইত্যাদির কারন ভিজিবিলিটি খুব বেশি দূর পর্যন্ত যাবে না। আবহাওয়া, জলবায়ুর তারতম্য একটা ব্যপার। সিলেটে বর্ষণস্নাত দিনে সীমান্তের দিকে আকাশে ভারতের জৈন্তা পাহাড় আবছা দেখা যায়।

Did you know that the world's largest salt flat named Salar de Uyuni located at Potosi, SW Bolivia is 10,582 square kilometers or 4,086 square miles wide?
This perspective is impossible if earth is a globe 40,075 kilometers or 24,901 miles in circumference. This perspective is only possible on a flat surface

gettyimages
Flat as far as the eye can see.

HOW COME I CAN'T SEE ACROSS THE OCEAN IF THE EARTH IS FLAT?
DUE TO PERSPECTIVE ON A PLANE THERE IS A VANISHING POINT

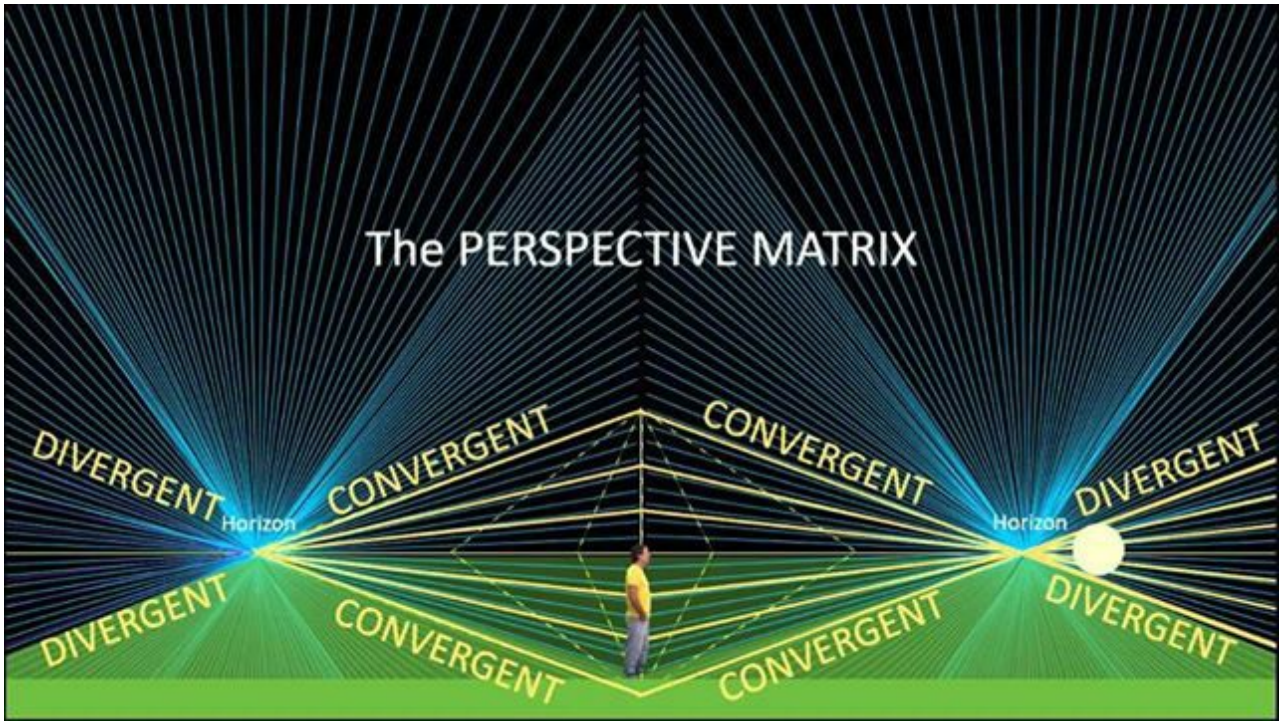

পাস্পেক্টিভের বিষয়টি কিছু অঞ্চলে সূর্যাস্তের ইল্যুশন সৃষ্টি করে। এজন্য কিছু অঞ্চলে সূর্যের আকার অস্ত গমনের আগে ছোট হয়ে যায়। কিন্তু সূর্য আল্টিমেটলি অস্তাচলে ফিজিক্যালি অস্ত যায়। এই পাস্পেক্টিভ ম্যাট্রিক্স এর জন্য কিছু এলাকায়(পূর্বাঞ্চল থেকে জমিনের মধ্য অঞ্চলের দিকে) সূর্যকে ডুবতে থাকা অবস্থায় জুমইন করে কাছে টানলে হোরাইজনের অনেক উপরে দেখা যায়। অর্থা হোরাইজন ও সূর্যের মধ্যে অনেক গ্যাপ দেখা যায়, অথচ তখন খালি চোখে ডুবতে দেখা যায়। একইভাবে নিচুস্থানের তুলনায় উচু স্থানে ফিল্ড অব পাস্পেক্টিভের বিস্তৃতি অনেক বেড়ে যায়। মাটিতে দাঁড়িয়ে মাইল দশেক হোরাইজন দেখলে উচু স্থানে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বেড়ে যায় উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে।

একারনে, নিম্নভূমিতে সূর্যকে আগে ডুবতে দেখবেন অথচ উচু বিল্ডিং বা পর্বতে দাড়ালে আবারো সূর্যকে দেখা যায়, এরপরে ডুবতেও দেখা যায়। বুরুজ খলিফা টাওয়ারে এজন্য ২য় বার সূর্যাস্ত দেখা যায়। মূর্খ ব্রেইনওয়াশডরা এই সহজ বিষয় গুলি বোঝে না। এরা গ্লোব মডেলের সাথে কম্প্যাটিবল বিচিত্র মনগড়া ননসেন্সিক্যাল ব্যাখ্যা দেয়।

দেখুনঃ

https://m.youtube.com/watch?v=7oBmNe13AVE

https://m.youtube.com/watch?v=G19hmYbk87g

https://m.youtube.com/watch?v=r7ftNrTCBBw

লম্বা রুম, রাস্তা,রেললাইন যেভাবে সম্মুখে একবিন্দুতে মিলে যেতে দেখা যায় তেমনি আসমানি ছাদ ও জমিনের ক্ষেত্রেও ঘটে।

এ কারনে দূরবর্তী কোন কিছুকে হারিয়ে যেতেদেখাযায়। এটা আদৌ কার্ভের কারনে হয় না। যদি কার্ভের জন্য অদৃশ্য হতো,

তাহলে জুম লেন্সড ক্যামেরায় জুম করলেই অদৃশ্য পাহাড়,দ্বীপ,নৌকা,জাহাজ আবারো দৃশ্যমান হত না। ৭৩ মাইল উপরে গেলেও কার্ভহীন অবস্থা দেখা যেত না। শত মাইল দূরের বস্তু খালি চোখেই হোরাইজনে দেখা যেত না। হোরাইজনে যেসব জিনিস হারিয়ে যেতে দেখি সেসব শুধুই ভ্যানিশিং লাইন অতিক্রম করে একবিন্দুতে গিয়ে একপর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরূপ দৃশ্য রেললাইনে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

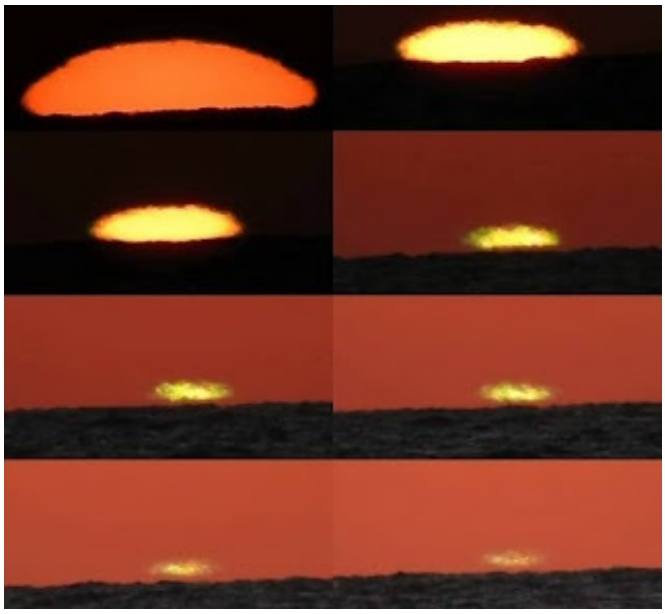

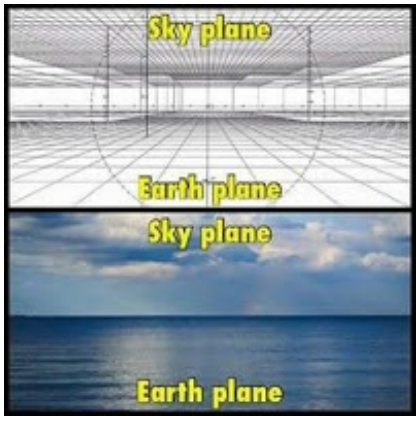

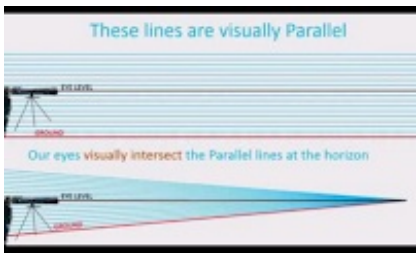

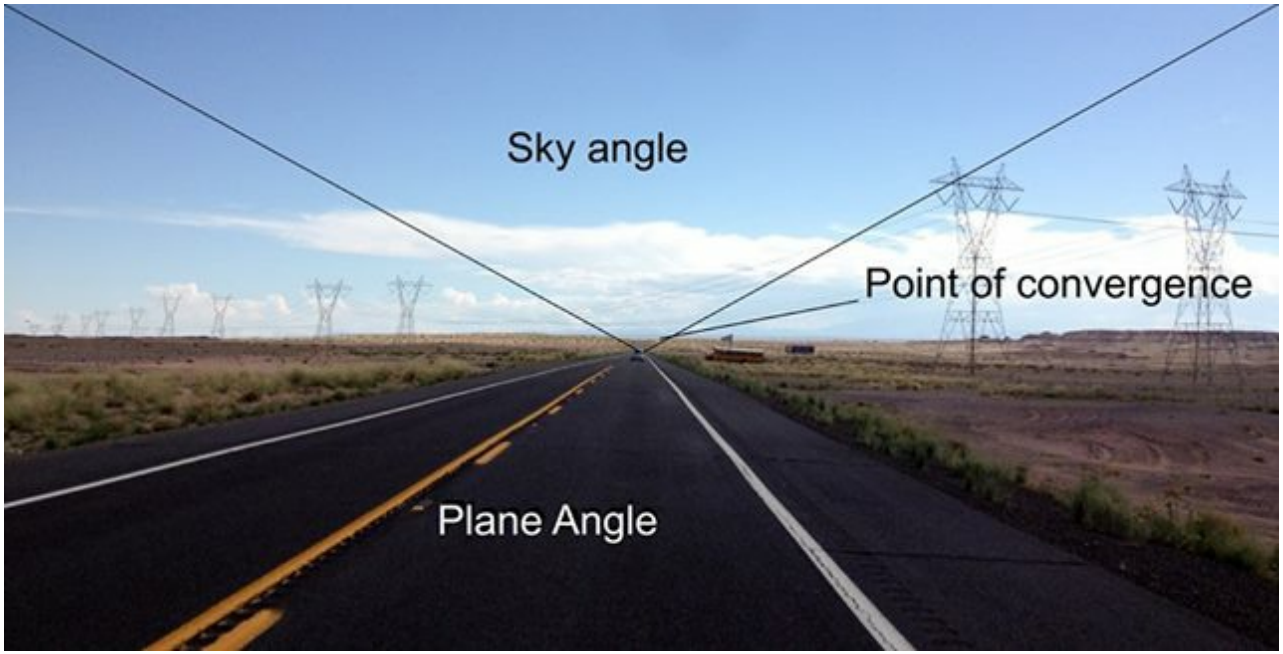

যাদের মস্তিষ্ক থেকেও নেই তারা এরপরেও বিশ্বাস করতে থাকবে যে জমিনে বক্রতা বা কার্ভ বিদ্যমান যেটা পৃথিবীকে বর্তুলাকার বলে রূপ দিয়েছে। এরূপ বিশ্বাসের কারন ব্রেইনওয়াশিং এবং কগনিটিভ ডিজোনেন্স।

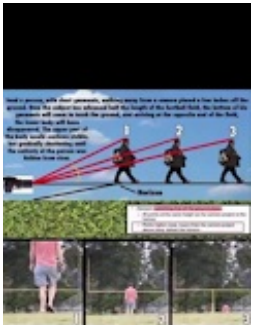

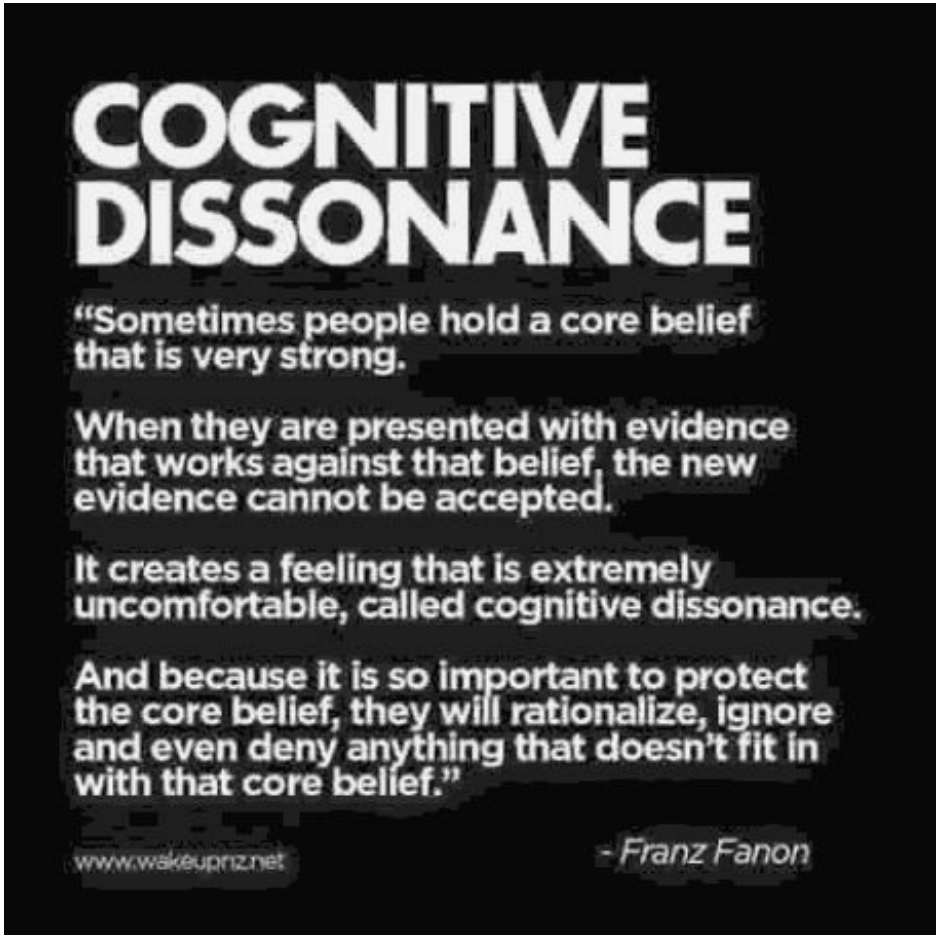

গত পর্বের লিংকঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

৪.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি।।[সৌরকথন]

aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_2.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমাণঃ

৩.সূর্য একদমই ভিন্ন কিছু, তা থেকে যা আপনি জানেনঃ
প্রাচীন মুশরিক যাদুকরদের বিশ্বাস এবং তাদের এ যুগের অনুসারী তথা শয়তানের অনুসারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হেলিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যবস্থা অনুযায়ী সূর্য পৃথিবী থেকে ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত। বিচিত্র ফিউশনের কারনে সেটার উপর নিচ দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রজ্জ্বলিত ফ্লেয়ার গুলো মহাকাশ সংস্থাগুলো ধারন করে আমাদেরকে চমকার ভিডিও দেখিয়ে ভড়কে দেয়।
যেমন দেখুনঃ
https://www.youtube.com/watch?v=GrnGi-q6iWc
https://www.youtube.com/watch?v=TWjtYSRlOUI

কিন্তু প্রশ্ন হলো এগুলো কতটা বাস্তব!
সত্য হচ্ছে সূর্য হচ্ছে ফ্লেয়ারবিহীন কমলাবর্নের নির্মল উত্তপ্ত সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট যার গঠন প্রকৃতি একদমই অজানা। মহাকাশ গো এষনা সংস্থা যে ছবি বা ভিডিও আপনাদের দেখায় সেসব কম্পিউটার জেনারেটেড ফেক ইমেজ ও এ্যানিমেশন। ডানেই ছবিতে দেখছেন একপাশে মহাকাশ গবেষনাসংস্থা নাসা প্রদত্ত সূর্যের ছবি অপর পাশে এ্যামেচার ক্যামেরায় ধারন করা ছবি। পরস্পর কতটা ভিন্ন, তাই না?! সত্য একটু অদ্ভুতই বটে। ওরা যে সূর্যকে দেখায় সেটা কাল্পনিক ছবি মাত্র। বাস্তবতার সাথে এর কোন মিল নেই। সূর্যের এই চেহারা এবং গঠন বিবরণকে ডিজাইন করা হয়েছে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। লম্বা দূরত্বকে যৌক্তিক করবার জন্য। ওরা তো আপনাকে এও বলে সূর্য বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্রসমূহের একটি। অথচ সত্য হচ্ছে তারকারাজি সম্পূর্ন ভিন্ন সৃষ্টি যার সাথে সূর্যের গঠন ও আকারে কোন দিকেই সাদৃশ্যতা নেই। চাঁদ ও সূর্য সম্পূর্ন ভিন্ন সৃষ্টি। গ্রহের অস্তিত্বের ধারনাটি কস্মিক প্লুরালিজমকে সত্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা যার ঐতিহাসিক অরিজিন অতি প্রাচীন। গ্রহ বলে যা বোঝায় সেরকম কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। চাঁদ সূর্য ব্যতিত অন্যসব কিছুই তারকা। তারকা বলতে হেলিওসেন্ট্রিক মডেল যা বলে তা সম্পূর্ন মিথ্যা, এই পৃথিবী এবং নিচের আরো ছয়টি জমিন একমাত্র লিভ্যাবল টেরাফার্মা। এসব নিয়ে সামনের পর্বগুলোয় আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। গ্রহের ধারনাসংক্রান্ত হিস্টোরিক্যাল অরিজিন জানতে পড়ুনঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

Real sun:
https://www.youtube.com/watch?v=78RgwMWtwpA
https://www.youtube.com/watch?v=LwPxB8aLnkA

৪.**Solar hotspot** এবং **local Sun:**

আপনার মাথায় হয়ত এ ধারনা গেঁথে আছে যে সূর্য কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে, এবং পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষগুন বড়! কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণ এর একদম বিপরীত কিছু বলে। অর্থা সূর্য জমিনের খুব নিকটে অবস্থান করছে। হয়ত কিছু হাজার মাইল দূরে এবং আকারে অনেক ছোট!
অপেশাদার ক্যামেরা High altitude balloon বেধে উড্ডয়নের মাধ্যমে এক লক্ষ ফুটের বেশি উচ্চতায় গিয়ে বেশ কিছু অসাধারণ ফুটেজ ধারন করে আসমান জমিন ও সূর্যের। জমিনের হোরাইজন আই লেভেলে সমতলই থাকে যেখানে হাজার হাজার ফুট কার্ভ দেখার কথা। আর সূর্যের ঠিক নিচেই মেঘের উপর স্বল্প পরিধির সার্কুলার হটস্পট! যেন টর্চের মত বড় কোন ব্লেজিং ল্যাম্প জমিনে আলো নিক্ষেপ করেছে।

এ দৃশ্য হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ন মিথ্যা প্রমাণ করে। সূর্য কখনোই ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূর থেকে এরকম হটস্পট তৈরি করতে পারে না। বরং ওই দূরত্ব থেকে সূর্যের আলো পৃথিবীতে সমান্তরালভাবে ঠিকরে পড়বার কথা। আর যদি এত দূর থেকে এরকম উজ্জ্বল হিটস্পট তৈরি করেও, তবে তার ব্যাপ্তি হবে পৃথিবীর আলোকপ্রাপ্ত সমগ্র অঞ্চলের উপরে। অর্থা কোনভাবেই এরকম অল্প অঞ্চলজুড়ে হিটস্পট দেখাবে না। এখানে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে পুনঃসত্যায়নের প্রচেষ্টায় কোন যুক্তিই আর খাটে না।
অপেশাদার ক্যামেরায় তোলা এরকম ভিডিও বা ছবি আরো রয়েছে যা হেলিওসেন্ট্রিক মডেলে সূর্যের ধারনাকে সম্পূর্ন পাল্টে দেয়।
Video: https://www.youtube.com/watch?v=drma-r4lIK4

সোলার হটস্পটের এরূপ দৃশ্য আমাদেরকে আরো কিছু তথ্য দেয়। সূর্য শুধু নিকটেই না, এটাই জমিনকে কেন্দ্র করে নিজের কক্ষপথে আবর্তিত হয় এবং এর নিক্ষেপিত আলো বোঝার সুবিধার্থে কিছুটা টর্চের সাথে তুলনা করা যায়। টর্চের আলো মাটির যত কাছে ফেলবেন, সেটাও একটা হিটস্পট তৈরি করে, আর তার চারপাশে অল্প এলাকা আলোকিত থাকে। যত মাটি থেকে দূরত্ব কমে ততই আলোর কেন্দ্রের প্রাখর্য বাড়ে সেই সাথে আলোকিত অঞ্চলের পরিধি কমতে থাকে।

৫.Crepuscular Ray:

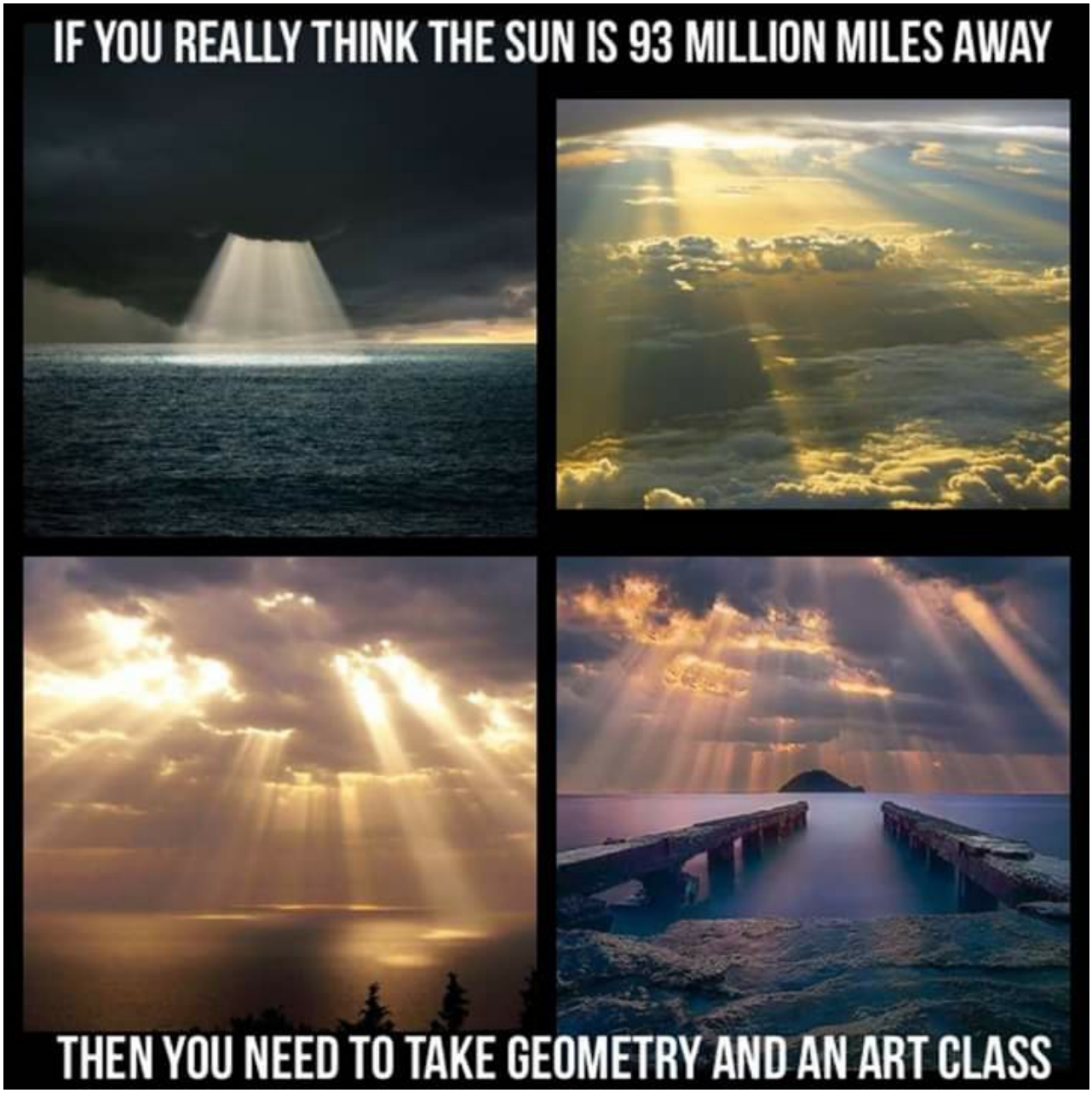

মেঘের উপর সূর্যের হটস্পট মেঘের নিচে ক্রিপাস্কুলার রে তৈরি করে। এই আলোকরেখার দুদিক থেকে ট্রায়াঙ্গল তৈরি করে যার ছেদক শীর্ষবিন্দুটিই সূর্যের অবস্থানের প্রক্সিমিটি নির্দেশ করে। সূর্যের অবস্থান ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে হলে এরূপ দৃশ্য একদমই অসম্ভব। এ ট্রায়াঙ্গলের বিস্তৃতির দৈর্ঘ নিয়ে সূর্যের সম্ভাব্য অবস্থানগত দূরত্বের ধারনা পাওয়া যায় খুব সহজ জ্যামিতিক ও গাণিতিক যুক্তি দ্বারা।হয়ত সূর্য ৩০০০ মাইল দূরেই অবস্থান করছে, ওয়াল্লাহু আ'লাম।

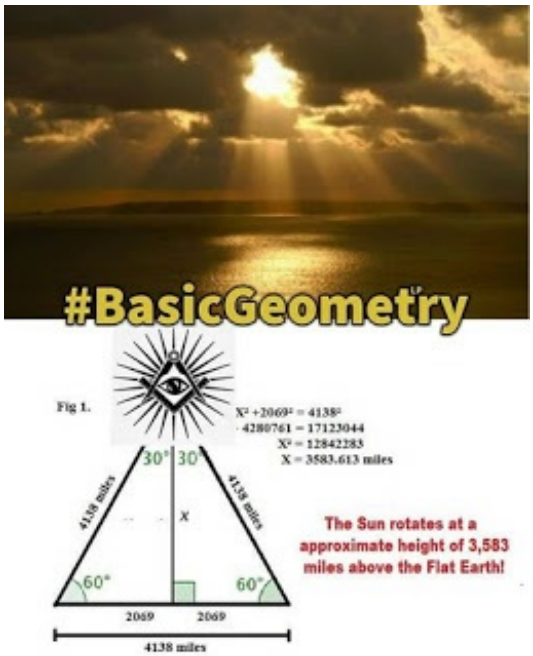

This is how the light would reach us from
93,000,000 million miles away
Well, that's awkward.
#CrepuscularRays

How does the sun produce this
in one single place in the world,
fb.com/aterraeplana
aterraeplana.com
if the sun illuminates
the Earth like this?

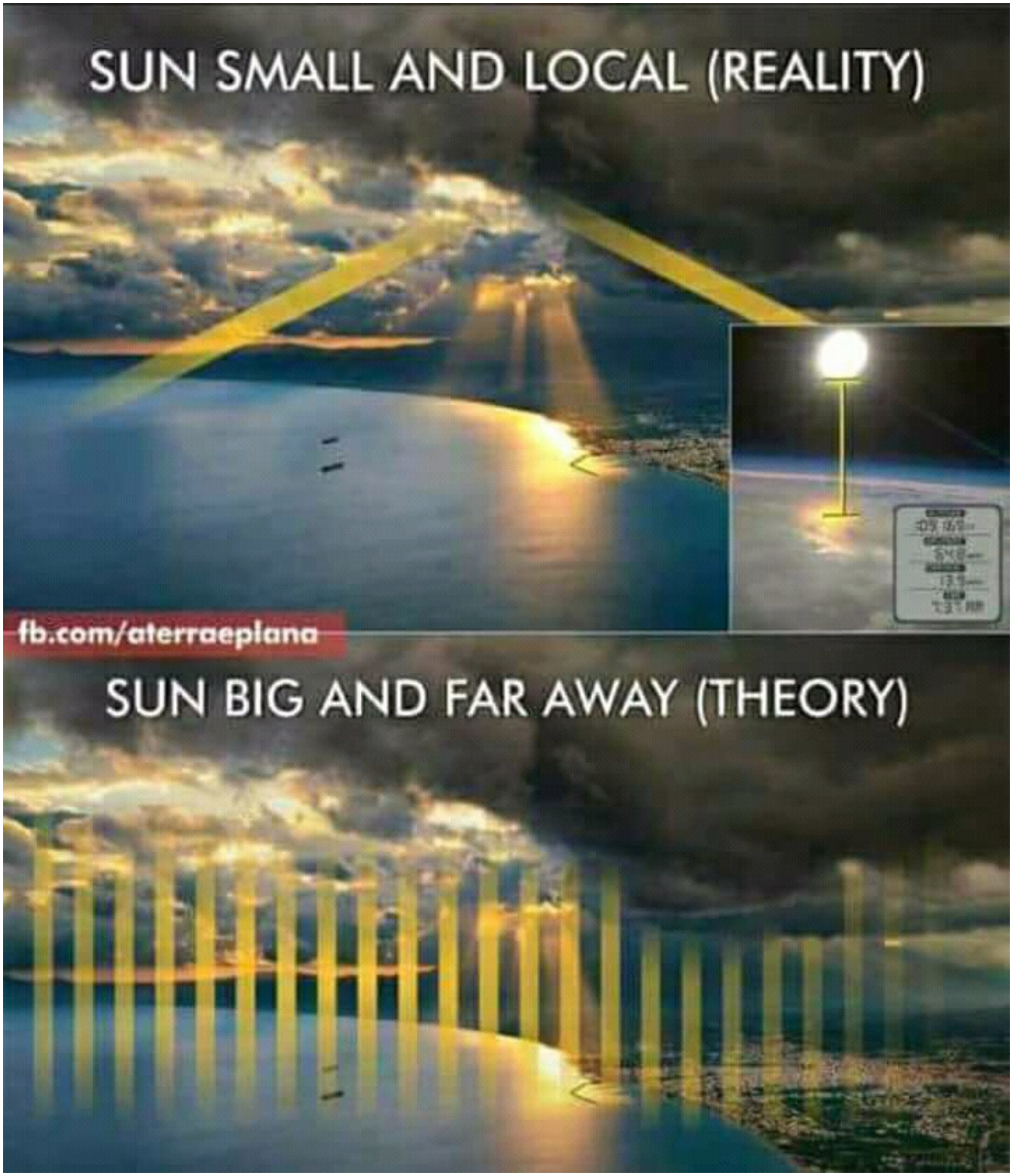

.Reflection on firmament

আপনি কি কখনো Solar halo এর কথা শুনেছেন? হেলিওসেন্ট্রিক মডেল অনুযায়ী এর কোন সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা নেই। তারা কোন কিছু একটা বলে ব্যাখ্যা দিয়ে পার পাবার চেষ্টা করে। হেলিওসেন্ট্রিক মডেল অনুযায়ী আসলেই এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু জিওসেন্ট্রিক প্রিকোপার্নিকান কস্মোলজির মানদন্ডে ভাবলে এর ব্যাখ্যা খুব কঠিন না। গম্বুজাকৃতি আসমানি ছাদে সূর্যের রশ্মির প্রতিফলন। পাশের ছবিটা খেয়াল করুন।

আশা করি বুঝতে পারছেন।ক্ষুদ্র পরিসরেই এটা করা সম্ভব। এ দৃশ্য কাচের ন্যায় মজবুত ডোম সিলিং এর অস্তিত্বের কথা বলে। হাদিসেও আসমানকে কাচের তৈরি গম্বুজাকৃতি ছাদ বলে পাওয়া যায়। এ ব্যপারে

পড়ুনঃ https://aadiaat.blogspot.com/2019/04/blog-post_35.html

ডোম রিফ্লেক্সনের একটি ভিডিও ফুটেজঃ

৭.সমুদ্রের পানিতে সূর্যালোকের সমতল প্রতিফলনঃ

পৃথিবী সমতল কিনা সেটাও সূর্যের একটি আচরণে অখন্ডনীয়ভাবে প্রামাণিত হয়ে যায়।

পড়ন্ত বিকেলের অস্তগামী সূর্যের যে আলো সমুদ্রে ঠিকরে পড়ে তাতে কোন কার্ভ বা বক্রতা নেই। হোরাইজন থেকে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী এ আলোকরেখা পানির উপর সমান্তরালেই থাকে। এ দৃশ্যটা তাদের গালে চপেটাঘাত করে যারা বলে, পানি কথিত বর্তুলাকার পৃথিবীর বক্রতা বা কার্ভ মেইন্টেইন করে বক্র হয়। পৃথিবী সমতলে বিছানো না হলে কোনক্রমেই এরূপ হত না। সূর্যালোক কোনভাবেই মাইলের পর মাইল জুড়ে সমান্তরালে পানির উপর থাকত না।

বরং পাশের ছবির মত অবস্থা অবলোকন করতেন। আলোর প্রতিফলনে কার্ভ লক্ষ করতেন।

ঢেউয়ের প্রভাবে পানিতে যে বক্রতা আসে,সেটাও দৃশ্যমান, অথচ গোল পৃথিবীর কার্ভ আদৌ দেখা যায় না। এতে বোঝা যায় জমিনে কার্ভ নেই ,তেমনি পানিও কার্ভড নয়।

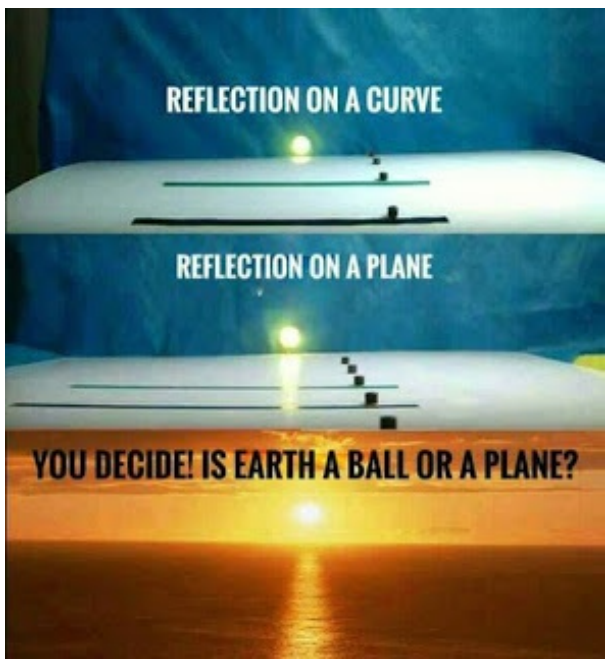

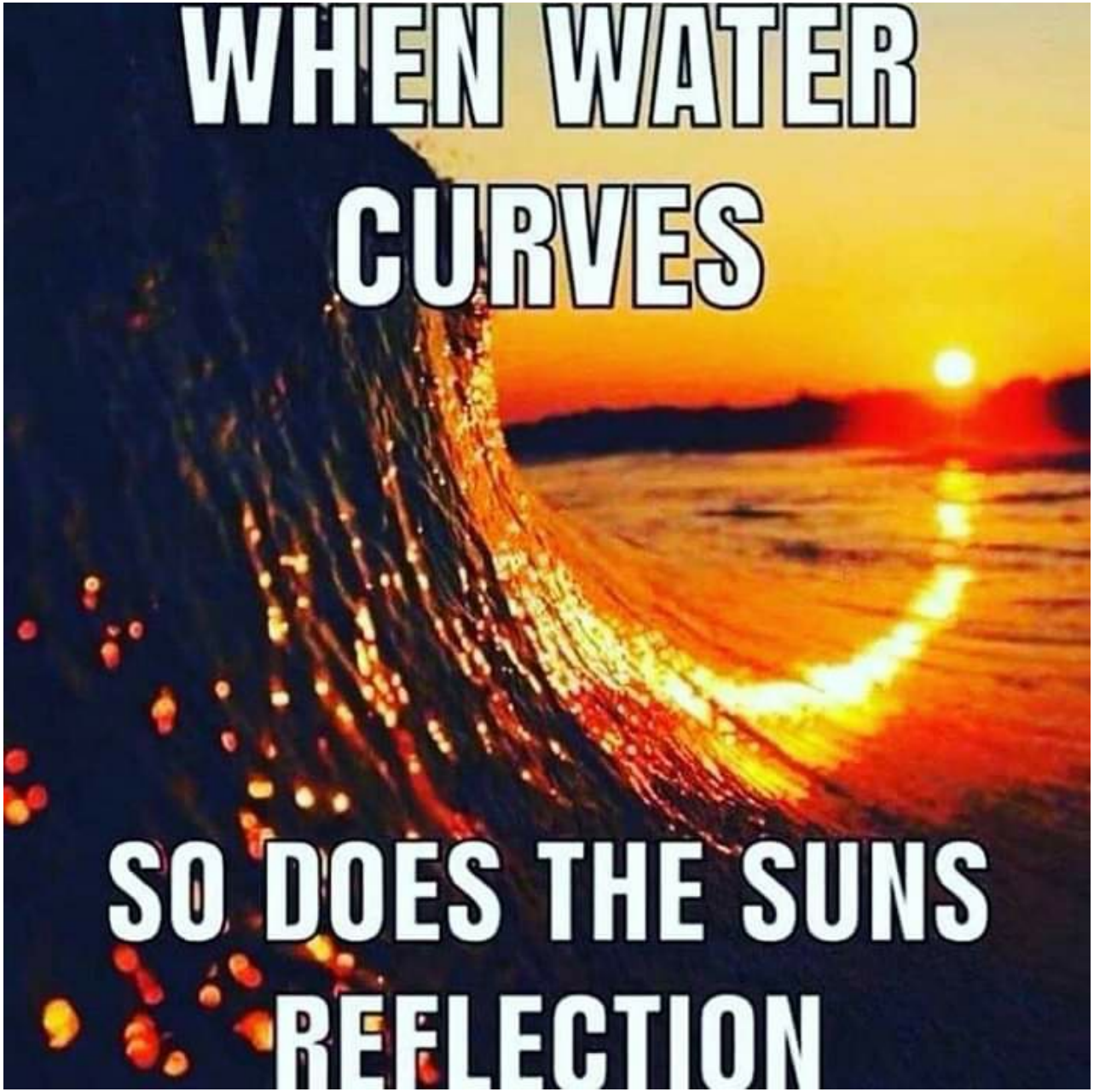
WHEN WATER
CURVES
SO DOES THE SUNS
REFLECTION

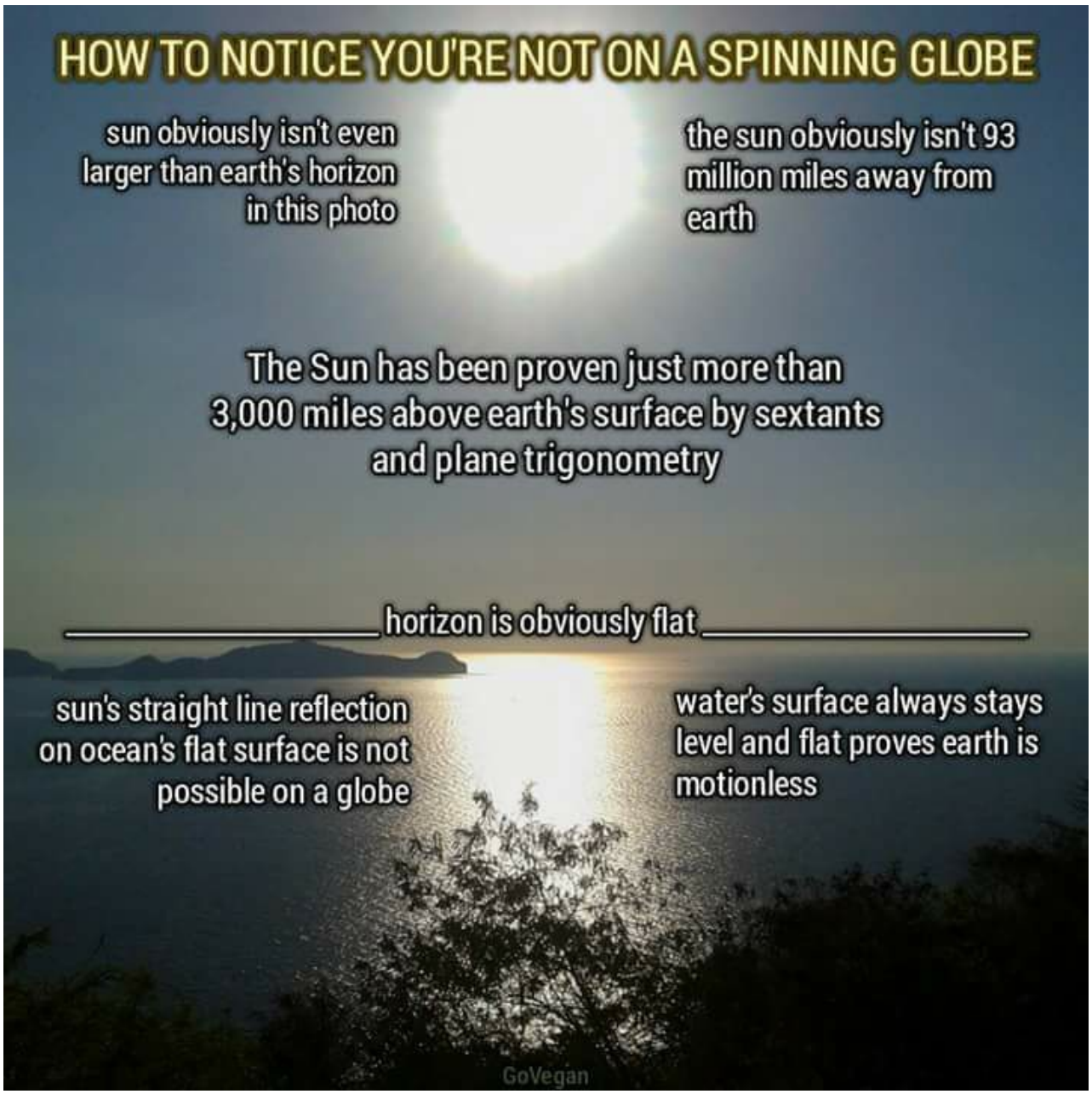

এ বিষয়গুলো একদমই কমনসেন্স। এগুলো বুঝতে আপনাকে ম্যাথম্যাটিকসে কিংবা এ্যাস্ট্রোফিজিক্সের উপর স্নাতক সম্মান নিতে হবে না।

আমরা জানি না সূর্য প্রথম আসমানের উপরের দিকে নাকি ভেতরে। নিচের কিছু দুর্লভ ছবি ও ভিডিওর লিংক দিলাম যা আপনার চিন্তার খোরাক হিসেবে কাজ করবে।

AM

CLOSE SUN ON THE FLAT EARTH PLANE, SUN IN THE CLOUDS AND CLOUDS BEHIND THE SUN!

THE SUN IS NOT 93 MILLION MILES AWAY! TRUST YOUR EYES! NOT IN LYING PSEUDOSCIENTISTS!

Clouds behind the sun?

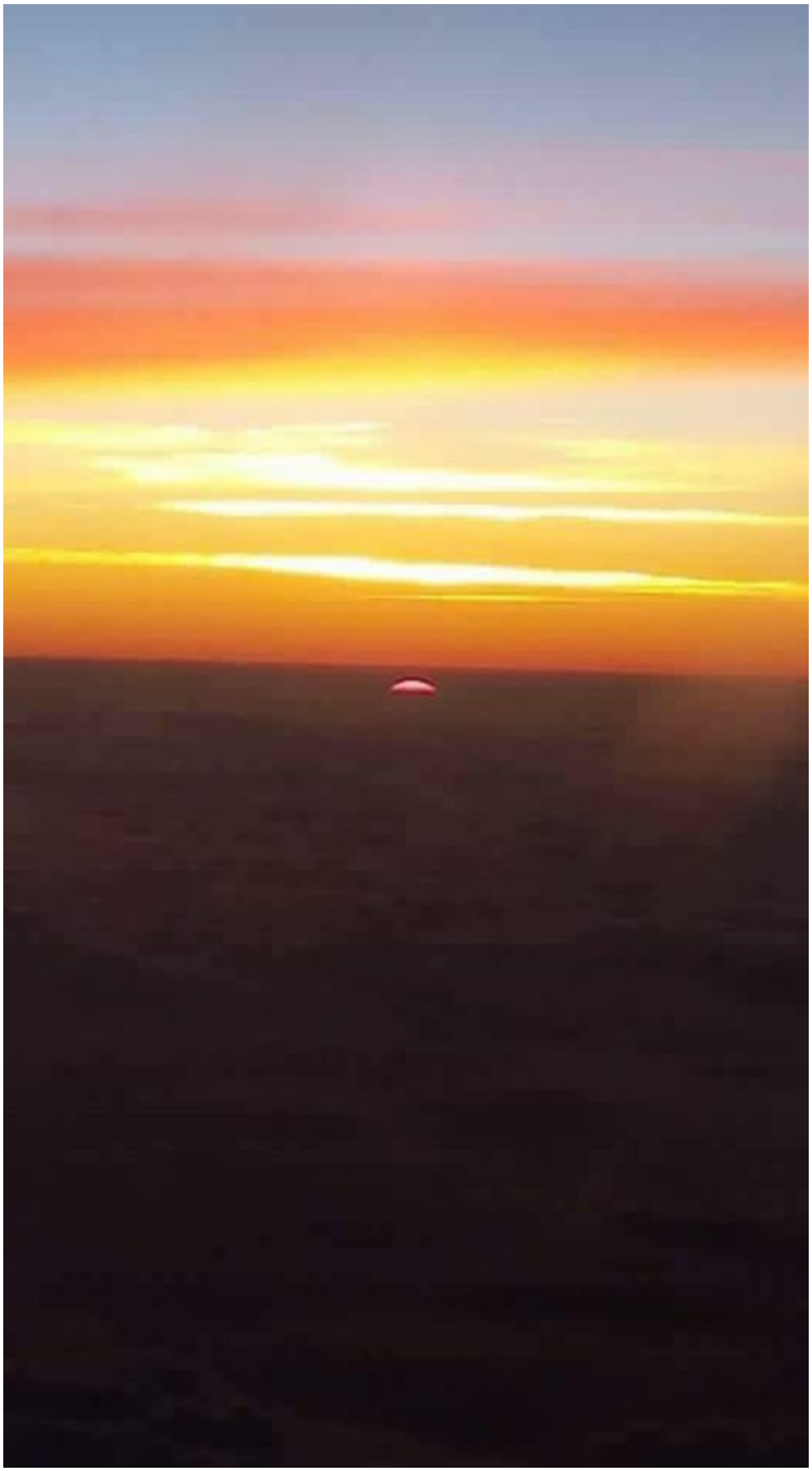

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=XQKS0kvTWzQ

চলবে ইনশাআল্লাহ...

আগের পর্বগুলোর লিংক:
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

৫.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি।।[flat water]

aadiaat.blogspot.com/2017/11/flat-water_12.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমানঃ

৮.ওয়াটার লেভেল:

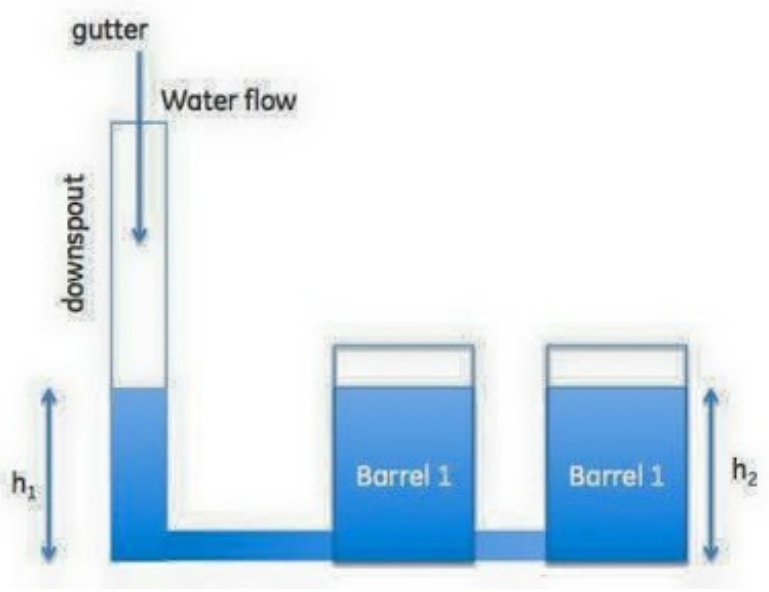

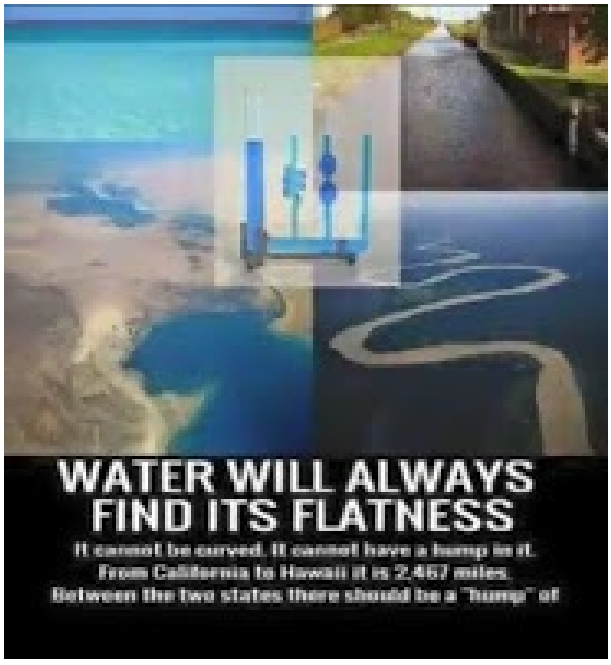

পৃথিবী সমতল কিনা এ ব্যাপারে সবচেয়ে কনভিন্সিং এভিডেন্স গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার হাতের এক গ্লাস পানি। পানির সবসময় তার স্পিরিট লেভেলে ফ্ল্যাটনেস বজায় রাখে। যেন ন্যাচারাল জাইরোস্কোপ! অর্ধগ্লাস পানিকে যত ডিগ্রী এঙ্গেলেই তির্যকভাবে ধরুন না কেন, সে তার সমতলতা বজায় রাখে।
ভূপৃষ্ঠের সাথে যুক্ত না থাকলেও যেন অদৃশ্যভাবে পৃথিবীর সাথে যুক্ত! এবার আরো বড় স্কেলে ভাবুন, যেমন বাথটাব বা এরকম বড় পাত্র । সেক্ষেত্রেও পানির সমতলতা বজায়ের দৃশ্যই পাবেন। একই রেজাল্ট পাবেন বিমানে!পানির সমতলতা বজায়ের প্রবনতা সর্বত্রই বিদ্যমান। যেহেতু অবজারভেবল পৃথিবীর ৭০%ই পানি, সুতরাং দুনিয়ার আকার কি দাড়ায়? ৭০ পার্সেন্টই একদম কোন রকমের উঁচুনিচু ছাড়া ফ্ল্যাট! জিরো% কার্ভাচার।

এবার আসুন ওয়াটার লেভেলে।

এখানে গ্রাভিটির (যদি থাকেও) থেকে সম্পর্কহীন পানির নিজস্ব ধর্ম। কল্পনা করুন পাশাপাশি দুটি বালতি রাখা এবং দুটির নিম্নভাগে ছিদ্র করে একটি পাইপ দ্বারা সংযুক্ত করা। একটিতে পানিভর্তি করলে কিছুক্ষনের মধ্যেই দুটি বাকেটের পানির পরিমান একই উচ্চতার হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত সাধারন ঘটনা। সাধারন যেকোন মানুষের কাছে এবিষয়টি সহজ বোধ্য,

অধিকাংশই এর ব্যাপারে জানে। কিন্তু কেউই বড় পরিসরে এ নিয়ে ভাবেনা। এখন ভেবে দেখুন পানির এই লেভেল মেইন্টেনিং পাশাপাশি দুই সুইমিংপুলেও ঘটবে। খাল ও নদীতে সর্বোপরি সাগর এবং মহাসাগরেও একই ঘটনা ঘটে। পানি কোথাও কার্ভ বা বাক মেইন্টেইন করতে পারেনা। আর সাগর মহাসাগরের পানির লেভেল নিয়ে ভাবলে কি দাঁড়ায়? উত্তর হবে- পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মাইল অঞ্চলে পানি সমতলভাবে একই উচ্চতায় রয়েছে। অর্থা পৃথিবী সমতল!!

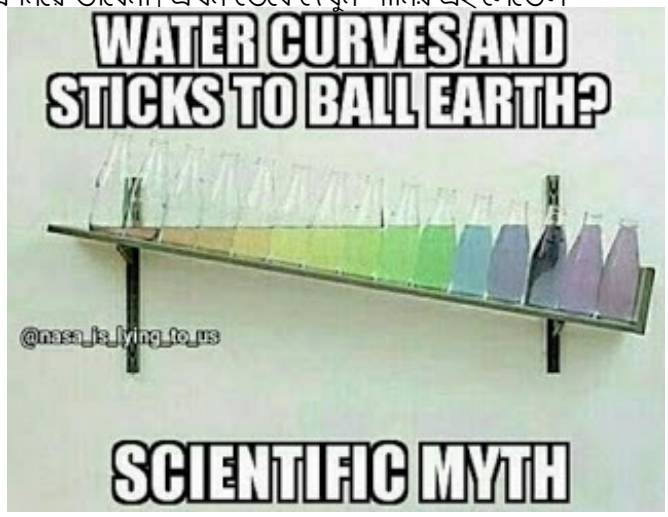

এখানে গ্রাভিটির কোন ফাংশন নেই। অর্থা গ্রাভীটি(যদিও এর অস্তিত্ব কাল্পনিক) পানিকে বেন্ড করাতে পারেনা। এর কোন প্রমানও নাই। ওয়াটার লেভেল মেইন্টেনিং এর কারন দেখুনঃ
https://physics.stackexchange.com/questions/154730/does-water-maintain-equal-level-in-connected-vessels

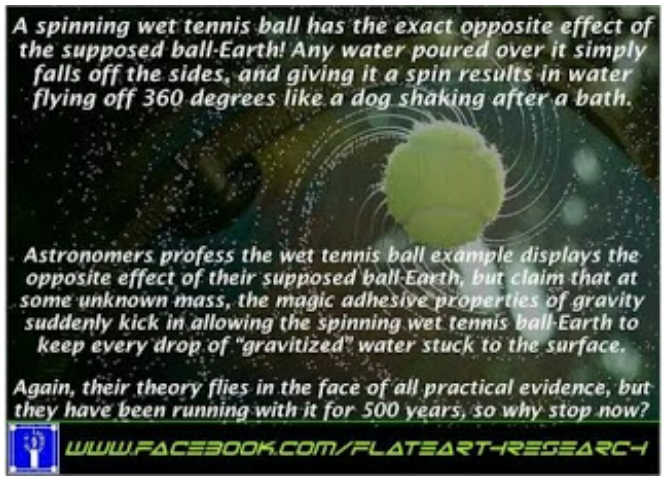

দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=m-p21QyTVn4

https://m.youtube.com/watch?v=jJKTEX2ltRA

অতএব পৃথিবী সমতল না হয়ে অন্য কোন আকারের হতেই পারেনা।

বিল্ডিং এবং অন্যান্য স্থাপনা গড়তে ওয়াটার লেভেলের সাহায্য নেওয়া হয়।
গ্লোব আর্থ মডেলের একটি ফ্যাটাল প্রবলেম হচ্ছে এতে ওয়াটার লেভেল কাজ করে না।

চিত্রে ছবির উপরে ডানদিকে যতটুকুন দেখানো হয়েছে সেটার বেশি অসম্ভব। বস্তুত, যেটা দেখানো হয়েছে রিয়েলিটিতে সেটাও অসম্ভব। 'ওয়াটার লেভেলে'র বিষয়টি পুরো স্ফেরিক্যাল পৃথিবী জুড়ে থাকতে পারে না। ওয়াটার লেভেলকে সত্য হতে হলে সারা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠকে সমতলে বিছানো হতে হবে। অথবা অন্তত concave হতে হবে। বিষয়টি হাতে কলমে ও পরীক্ষণযোগ্য। এইজন্যই গ্লোব মডেলে ওয়াটার লেভেল অসম্ভব।
ভূপৃষ্ঠের কার্ভ পানির সার্ফেসকে বেন্ড করে না। এমতাবস্থায় খাল,নদী,উপসাগর দ্বারা সারা পৃথিবীর সমগ্র মহাসাগর একে অপরের সাথে যুক্ত। ওয়াটারলেভেলের নীতি অনুযায়ী পৃথিবীর এক প্রান্তের সাগরের পানির সাথে অপর প্রান্তের পানির উচ্চতা সমান রাখবে,কিন্তু গোলাকার পৃথিবীতে কি করে পানি সমান উচ্চতায় সর্বত্র বিরাজমান হবে?!!

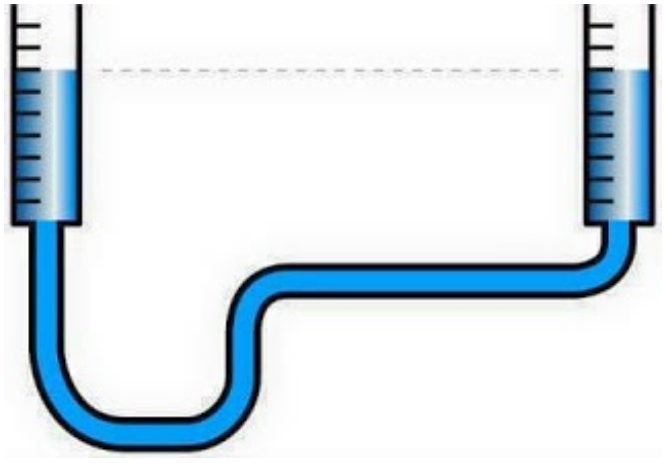

ওয়াটার লেভেল শুধুই ফ্ল্যাটআর্থ মডেলের জন্য প্রযোজ্য।

এটা সার্ফেস টেনশনের থেকে প্রভাবমুক্ত। কনকেভ খাদ ব্যতিত সার্ফেসটেনসন কাজ করে না।

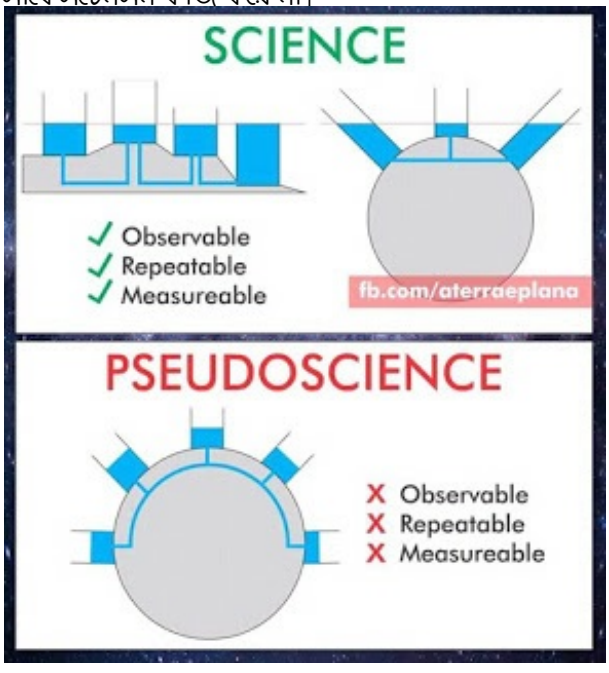

ছোট গ্লাস থেকে শুরু করে অব খাদ বা পুকুরেও সার্ফেসটেনসন পানিকে মধ্যভাগে স্থিত করে রাখতে পারে যদি তা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়।কিন্তু স্ফেরিক্যাল আর্থে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রের পানির সার্ফেসে কার্ভ তৈরি সার্ফেসটেনশনের পক্ষে অসম্ভব। সার্ফেসটেনশনের দুর্বলতা হচ্ছে, বাহির থেকে কোন বস্তু পতিত হলে সার্ফেসটেনশন ভেঙে যায়। এগুলো ক্ষুদ্রপরিসরে পরীক্ষণযোগ্য।

ওয়াটার লেভেলের সাথে গ্রাভিটির কোন সম্পর্ক নেই। পানির স্বীয় লেভেলের সমতা বজায় রাখার ব্যাপারটি অন্য যেকোন ফোর্স এর থেকে একেবারে প্রভাবমুক্ত। এ ব্যাপারটি ছোট্ট বিকারে বা জারে যেভাবে দেখবেন ঠিক সেভাবেই খাল,নালা ও পুকুরে দেখবেন এবং সাগরে মহাসাগরেও তাই। এখানে ৮" কার্ভের কোন পরোয়া নেই।

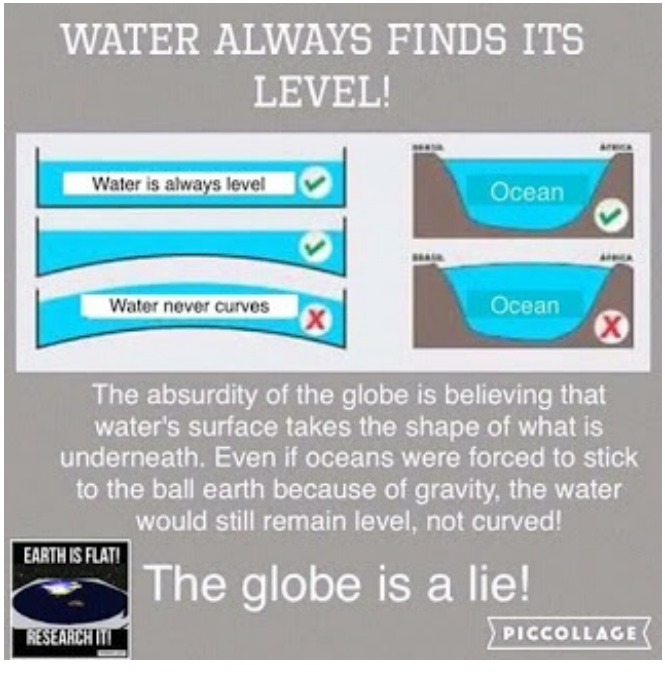

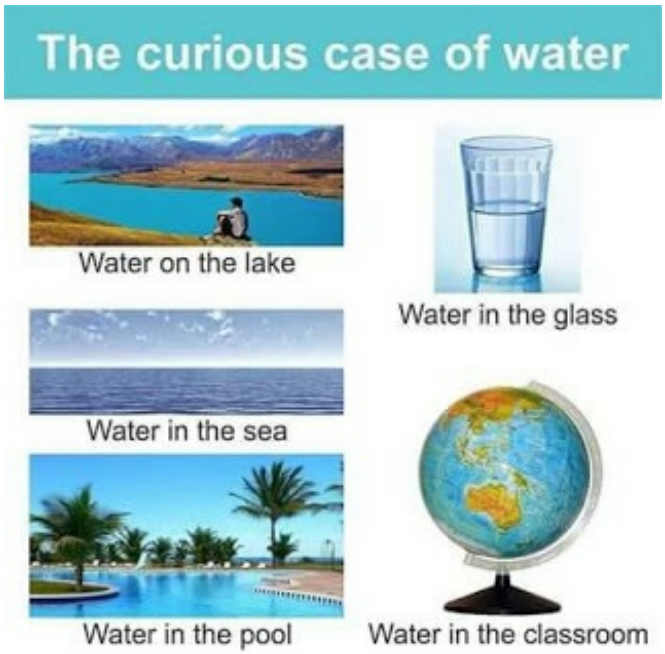
The curious case of water
Water on the lake
Water in the glass
Water in the sea
Water in the pool
Water in the classroom

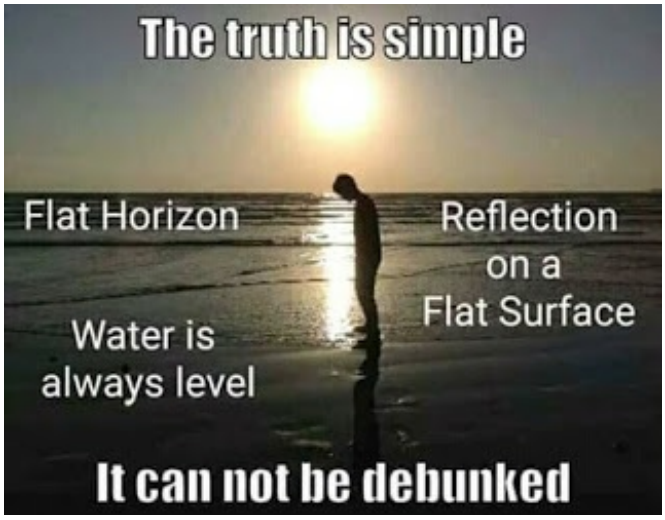
The truth is simple
Flat Horizon
Reflection on a Flat Surface
Water is always level
It can not be debunked

SEA LEVEL
Flat Earth Theorem
WATER DOES NOT LIE, PEOPLE DO

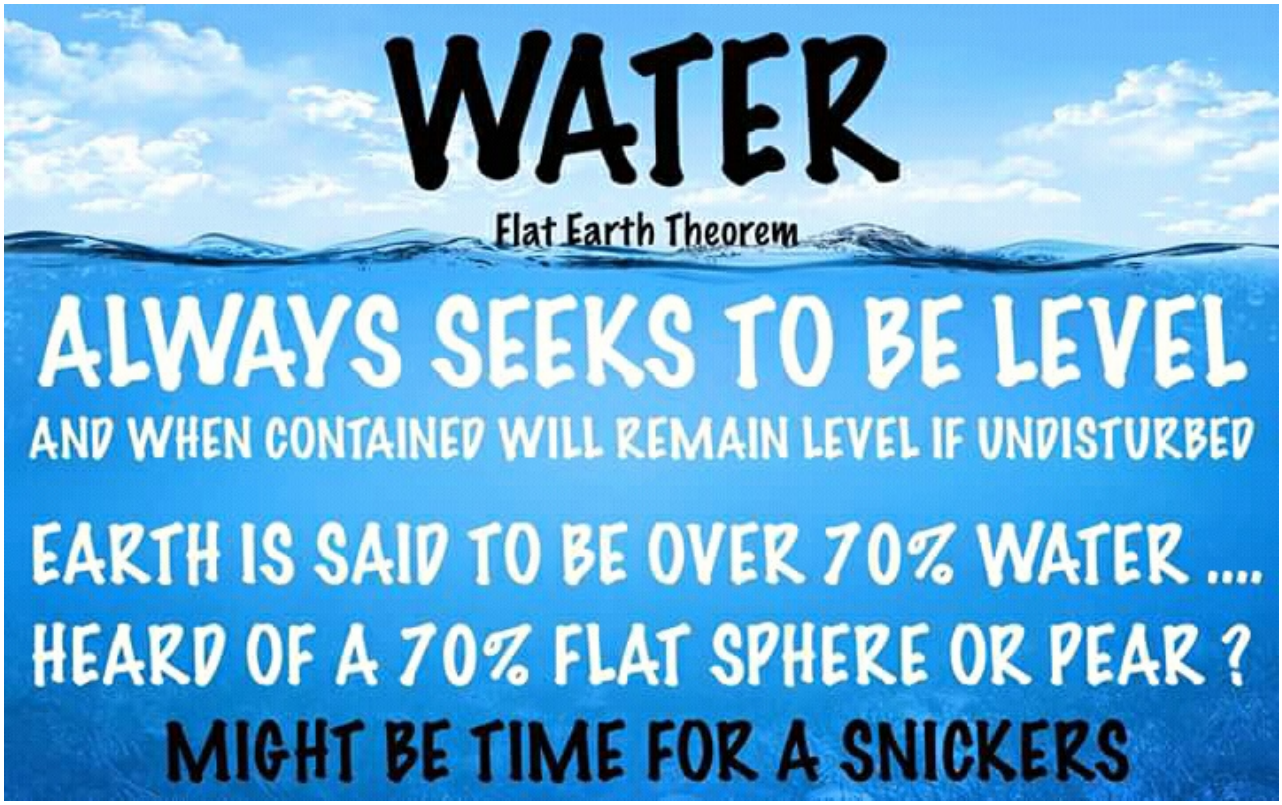

শৈশবে এক গ্রামে দুটি বিশাল পুকুরকে পাশাপাশি দেখেছিলাম যার মাঝে নিচের দিকে পাইপ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছিল। পাইপ খোলা থাকলে পানি উভয় পুকুরে পানি একই লেভেলে থাকে।

বিষয়টিকে আরো বেশি ম্যাগনিফাই করা প্রয়োজন। মনে করুন, দুটি সাগর পাশাপাশি রয়েছে। দুইয়ের মাঝে আছে একটি গভীর সরু খাল। এটা উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করেছে। পরস্পর সংযুক্ত জলাধার যেহেতু পানির সার্ফেসের উচ্চতার সমতা বজায় রাখে, তাই উভয় সমুদ্রের পানির উচ্চতাও অভিন্ন হবে। এটা Axiom Truth! প্রশ্ন হচ্ছে হাজার হাজার মাইলের সমুদ্রের তলদেশ এর ৮ বর্গইঞ্চির কার্ভাচারকে মান্য করে পানি কিভাবে তাদের উভয়ের লেভেলের সমতা রক্ষা করবে?

অর্থা গ্লোব মডেলে ওয়াটার লেভেলের ব্যাপারটি সত্য হবার কথা নয়। কমনসেন্স থাকলে পরীক্ষা ছাড়াই বুঝতে পারবেন কোনটা সাইন্স আর কোনটা সুডো সাইন্স।

গ্লোবালিস্টদের(আক্ষরিক) কাছে এ ব্যপারটির বিপক্ষে কোন প্রমান নেই।

এখানে এসে সবাই চুপসে যায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা এখন প্রশ্ন করবে, পৃথিবী যেহেতু ফ্ল্যাট সেহেতু এটা হয় কিভাবে, ওটা এভাবে হয় না কেন(?)! জিওসেন্ট্রিসিটির পেছনে তেমন ইনভেস্ট করা হয় না গবেষনার জন্য। অথচ কুফফাররা বিলিয়ন ডলার খরচ করে মিথ্যার পেছনে, বিশেষ উদ্দেশ্যে। এজন্য জিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমিতে তথ্যগত ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের কাছে সব কিছুর উত্তর বা ব্যাখ্যা না থাকার মানে এই নয় যে পৃথিবী স্ফেরিক্যাল। পৃথিবীর সমতলতার পক্ষে ২০০ এর বেশি পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমান আছে। যার যেকোন একটিই স্ফেরিক্যাল আর্থের বারোটা বাজায়। যেমন

এটাই দেখছেন- #WaterLevel।

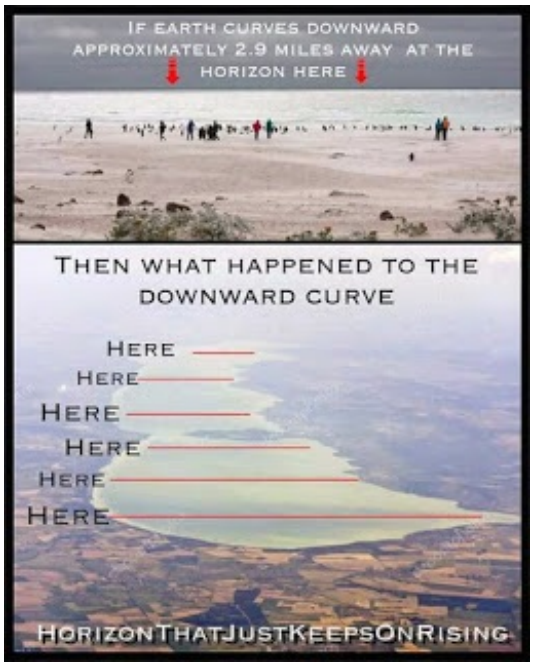

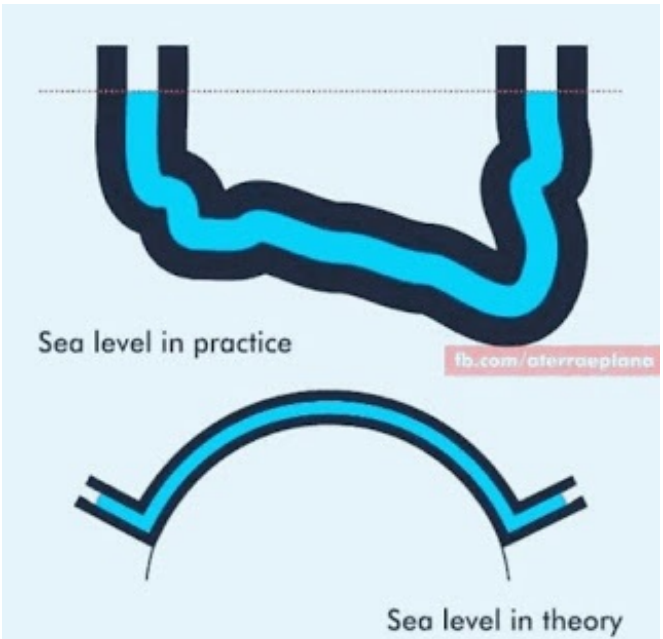
Sea level in practice
fb.com/aterraeplana
Sea level in theory

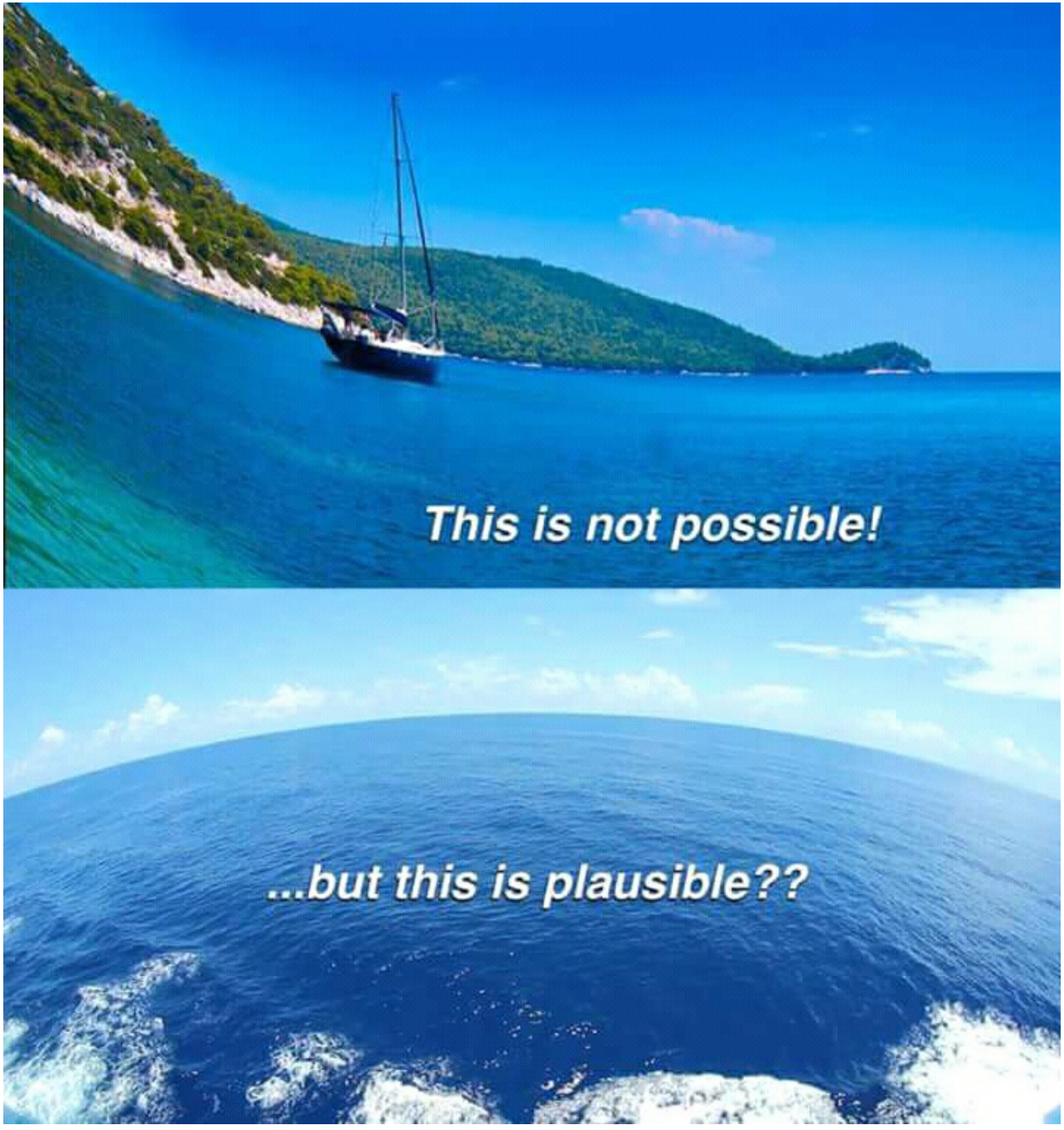
This is not possible!
...but this is plausible??

গত পর্বগুলোর লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

৬.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[চন্দ্রকথা]

aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_36.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণঃ

আপনি আজ বিশ্বাস করেন চাঁদ পৃথিবীর মতই শক্তজমিন বিশিষ্ট স্থান যেখানে হাটাচলা অথবা অবতরণ সম্ভব। সূর্যচন্দ্র একই রেখায় এলে আমরা eclipse প্রত্যক্ষ করি। এটা পৃথিবীরই একটা উপগ্রহ, তাই না? এটাই প্রতিষ্ঠিত হেলিওসেন্ট্রিক মডেল আমাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই বিপরীত কিছু!

৯.Self illuminating translucent Moon:

আপনি দিনের বেলায় আসমান পানে চেয়ে অনেকবার দেখেছেন বাকা অর্ধেক চাঁদটিকে। কখনো ভেবে দেখেছেন, চাদের বাকি অর্ধেক অংশের পেছনের নীলাভ আসমান কি করে দেখছেন! প্রচলিত বিজ্ঞান অনুযায়ী তো কোন ক্রমেই বাকি অর্ধেকের ভেতর দিয়ে আসমানকে দেখা সম্ভব নয়।
বরং চাদের বাকি অন্ধকার অর্ধাংশ কালো বা অন্ধকার অবস্থায় দেখা যাবে।যেহেতু (অপ)বিজ্ঞান আমাদের বলছে চাঁদ একটি সলিড বিচরনযোগ্য ভূমিবিশেষ(Terra Firma)।
আর Lunar phase এর কারন হচ্ছে সূর্যের আলো চাঁদের উপরে পড়লে অর্ধাংশ আলোকিত হয় বাকি অংশে আলো না পড়ার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু চরম সত্য হচ্ছে আমরা সে অন্ধকার ভাগ দিনের বেলা দেখি না, বরঞ্চ অন্ধকার অংশের মধ্য দিয়ে পিছনের নীলাভ আকাশ দেখি! যেমনটা ছবিতে দেখছেন।

তাহলে বাস্তবে কি চাঁদ সচ্ছ বা Translucent?
খুব সম্ভবত। এর স্রষ্টাই সর্বোত্তম জানেন। তবে দূর থেকে অবজারভেশন তাই বলে। এমনকি তার বাকি অংশের পেছনের তারকাকেও মাঝেমধ্যে দেখা গেছে[১]। চাদের সময়ানুক্রমিক আকৃতির পরিবর্তন মাসের পরিবর্তনকে স্পষ্ট করে,আর সূর্যের আবর্তন দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এরা যেন সময় হিসাব রাখার যন্ত্র।

আপনি হয়ত দেখেছেন, অর্ধেক চাঁদ এর যে অংশ অন্ধকার থাকার কথা, সে অংশে আবছা আলো। এ দৃশ্য চাঁদের স্বচ্ছতা এবং আলো তৈরির স্বাধীন ক্ষমতাকে প্রমান করে। ডানের ছবিতে এরূপ চাদকে দেখছেন। দেখে মনে হয় চাঁদের জন্য নির্ধারিত মঞ্জিল অনুযায়ী আলো বাড়ে বা কমে।
হেলিওসেন্ট্রিক মডেলে এর কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা নেই,কিন্তু প্রতিষ্ঠিত অকাল্ট এস্ট্রোনমিতে বিশ্বাসী, অতি উ□সাহী কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। শুনলে হাসবেন। তাদের কেউ বলে, এরূপ আলো হচ্ছে সূর্যের থেকে পৃথিবীতে পড়া

আলোর প্রতিফলন!
অর্থা, পৃথিবীতে আসা আলো প্রতিফলিত হয়ে চাদের অন্ধকার ভাগকেও আলোকিত করে!! প্রতিষ্ঠিত এস্ট্রোনোমিকাল মডেল অনুযায়ী পৃথিবী কি সূর্যের এত কাছে আছে, যে এত প্রখর আলো পায় যেটা কিনা 238 হাজার মাইল দূরে চাদের উপর প্রতিফলিত হয়!!??
এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাই দিচ্ছেন হেলিওসেন্ট্রিস্টরা! দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=6ZMQXjrvJPQ

এই phenomenon একটা বিষয়কে স্পষ্ট করে। সেটা এই যে,
*চাদের নিজস্ব আলোর মঞ্জিল রয়েছে। আর এর স্বীয় কিরণ আছে যা সূর্য থেকে স্বাধীন।
*একই সাথে এটা প্রমান করে যে বিজ্ঞানীদের কথা গুলো বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক Troll ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা হেলিওসেন্ট্রিক আকাশবিজ্ঞানের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
*এ ব্যাপারটি প্রমান করে যে, চাদের ব্যপারে বলা মহান সৃষ্টিকর্তার কথা গুলোই চাক্ষুষ সত্য এবং মহাবাস্তব।

দয়াময় মহান প্রতিপালক বলেন,

.

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

.

চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়।(৩৬:৩৯)

.

"তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম"। (২:১৮৯)

.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

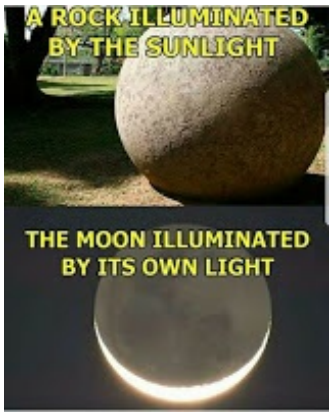

.

তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।"(১০:৫)

.

এবার চলুন পড়ে নিই ১০:৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীর ইবনে কাসির থেকেঃ
{"আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তার ক্ষমতার পূর্নতা এবং তার সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমানস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন।সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্যে দীপ্তি বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরনকে তোমাদের জন্য নূর বানিয়েছেন।সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয় না। দিবসে সূর্যের রাজত্ব আর রাত্রে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। দুটোই আসমানি আলোকবর্তিকা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সূর্যের মঞ্জিল নির্ধারন করেননি, অথচ চন্দ্রের মঞ্জিল নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখে চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়।শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্নতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের

আকার ধারন করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ন একমাস পর প্রথম অবস্থায় এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" আমি চন্দ্রের জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ণিত করে রেখেছি(এবং ওটা তা অতিক্রম করছে), এমনকি ওটা (অতিক্রম শেষে ক্ষীন হয়ে) এইরূপ হয়ে যায়, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা। সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে; এবং উভয়ে এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্রের নিজ নিজ হিসাব রয়েছে।" এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। আল্লাহ এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুন্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তার ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমান এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেনঃ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

.

আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দূর্ভোগ অর্থা জাহান্নাম"। (৩৮:২৭)"}

____[তাফসীর ইবনে কাসীর ১০:৫ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য]

একইভাবে রক্তাভ Bloodmoon হেলিওসেন্ট্রিক মডেল অনুযায়ী অযৌক্তিক।

YOU MIGHT HAVE NO COMMON SENSE

IF YOU ACTUALLY BELIEVE RED LIGHTS

SHINE THROUGH SOLID BALLS

OR BEND AROUND THEM

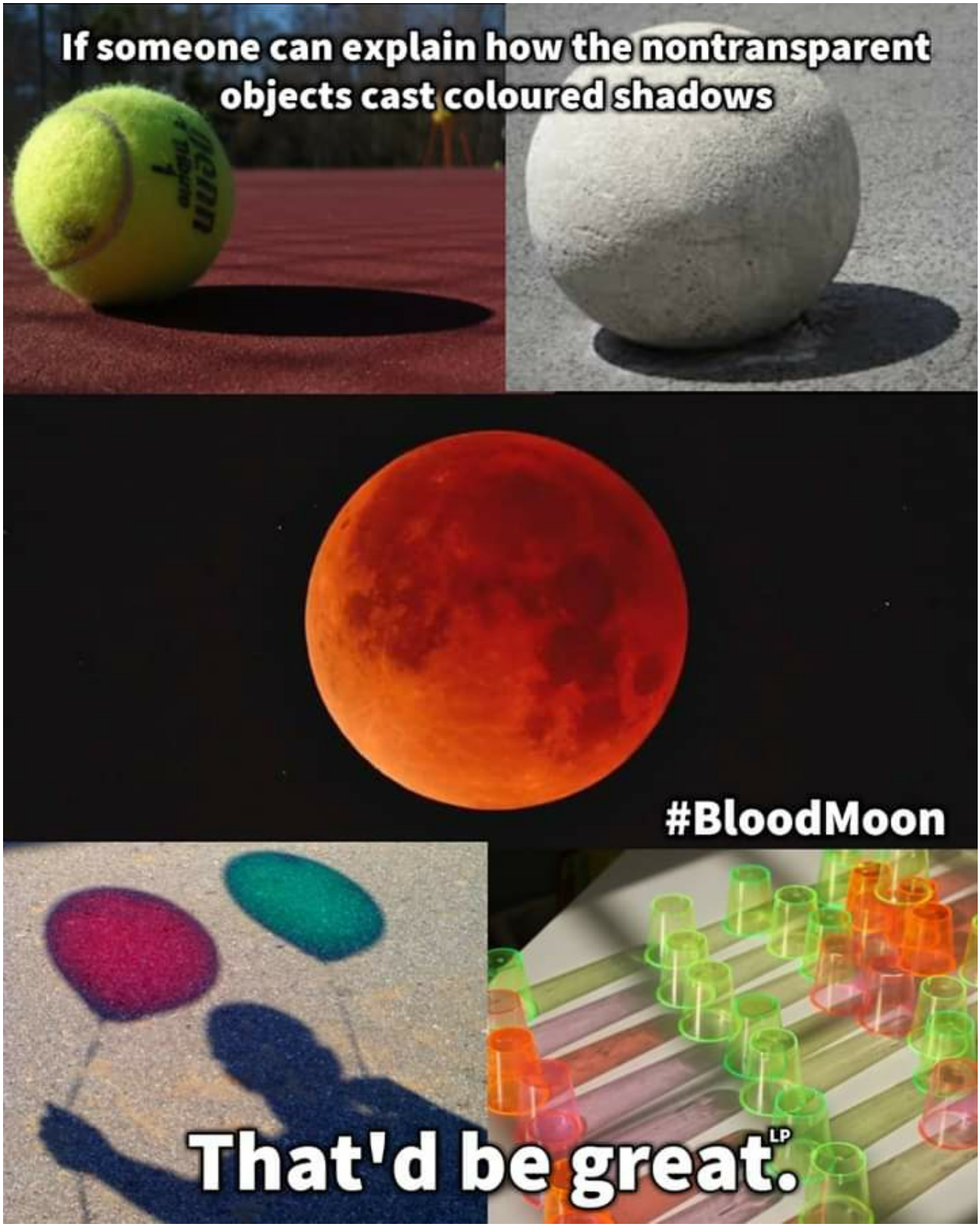

এটাও প্রমান করে যে চাঁদ সূর্য থেকে স্বাধীন সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট, যার নিজস্ব আলোকপ্রভা রয়েছে।

১০.চন্দ্র-সূর্যগ্রহন[eclipse] এবং মহাকাশগবেষণা সংস্থার ভন্ডামিঃ

যারা প্রচলিত বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই এ প্রশ্ন তোলেন, সমতল বিস্তৃত(৮৮:২০) পৃথিবীতে কিভাবে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটে! কিন্তু তাদের অন্ধ বিশ্বাস, পিথাগোরিয়ান-কোপ:ার্নিকান স্ফেরিক্যাল হেলিওসেন্ট্রিক মডেল তাদেরকে সুন্দরভাবে নির্ভুল ব্যাখ্যা দেয়। প্রথমেই বলে নিতে চাই।

কিরূপে চাঁদ সূর্যের গ্রহন সংঘটিত হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জানি না। যেহেতু কুরআন সুন্নাহে এবিষয়টির মেকানিক্স সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না,আমরা ততটুকু মান্য করেই সন্তুষ্ট যতটুকুন শিক্ষা সুন্নাহ থেকে পাই।

অধিকন্তু, আমরা পলিথেইস্ট মুশরিকদের বলা কিছুর ব্যপারও অন্ধভাবে গ্রহন করতে পারি না যেহেতু তারা ব্ল্যাক সান বা রাহুর কথা বলে। আমরা ধারনা করেও কিছু বলতে পছন্দ করি না, কেননা ধারনা মানেই মিথ্যা। আমাদের দ্বীন,

আমাদেরকে 'ধারনা' বিষয়টি থেকে বেচে থাকার জন্য উ□সাহিত করে।

এবার আসুন এক ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্রগ্রহণের ঘটনায়, যেটা হেলিওসেন্ট্রিক মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ২১ আগস্ট ২০১৭। উত্তর আমেরিকায় এ পূর্ণচন্দ্রগ্রহনের ঘটনা ঘটে,যা জগ□বাসীকে হতবাক করে দেয়। সেটা সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত করে মেইস্ট্রিম প্রতিষ্ঠিত আকাশবিজ্ঞানকে। আসুন এবার বিস্তারিত ঘটনায় যাই, কেন হেলিওসেন্ট্রিজম মিথ্যাপ্রমানিত হবে!

আগে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের কিছু বেসিক বিষয় উল্লেখ করা দরকার। আমরা জানি, পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় একবার পাঁক খায়। আর চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ২৭.৩ দিনে একবার ঘুরে আসে। আর পৃথিবী কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে আবর্তিত হয়। তাই না?

Eclipse টি পশ্চিম ওরিগন থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় পূর্ব ক্যারোলিনায়।যদি উল্লিখিত বিজ্ঞানের তথ্যগুলো সত্য হয়, তবে অবশ্যই পৃথিবীর অধিক গতির জন্য চন্দ্রের দরুন আসা ছায়ার তুলনায় উত্তর আমেরিকার ভূমি ২৭ গুন বেশি দ্রুত ঘুরবে। সুতরাং,এমতাবস্থ:ায় কিভাবে চাদের ছায়া পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়? বরং প্রতিষ্ঠিত আকাশব্যবস্থার মডেল অনুযায়ী সেটা উলটো দিকেই যাবে অর্থা□ পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে। অতএব, বুঝতে পারছেন যে এই মডেলে সেদিনকার পূর্ণসূর্যগ্রহনটি একদম অসম্ভব।

বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে ও সাধারন মানুষকে বোকা বানাতে কোন ত্রুটি করেনি মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্টরা। এমনকি নাসাও। কি করেছে ওরা?

এই সোলার এক্লিপ্সটিকে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলে বাস্তবায়িত করতে দুটি পথ খোলা আছে।

১.চাদের পৃথিবী আবর্তনের গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। ২৭ দিনে একবার ঘুরবার বদলে একদিনে প্রায় দুইবার ঘুরবার মত গতি হতে হবে অর্থা□ দুনিয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে ঘুরাতে হবে !!!!! 😆😆😆

অথবা
২. শুধু পৃথিবীকে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরাতে হবে। অর্থা□ এখন যেদিকে ঘুরছে তার বিপরীত দিকে ঘোরাতে হবে!!!!!!!!

এই কাজটিকেও ওরা করে দেখাতে ছাড়েনি। 😆। ওরা ভাল করেই জানে অধিকাংশ পাব্লিক এত কিছু খেয়াল করে না। পাব্লিকরা তাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস রাখে। তাই নিশ্চিন্তে এ কাজটি করতে মোটেও কষ্ট হয়নি। আপনারা সবাই জানেন মেইনস্ট্রিম আকাশবিজ্ঞানের প্রমান হচ্ছে কম্পিউটারে গ্রাফিক্স আর এনিমেশন এর কার্টুন। ওরা বিগব্যাঙ,গ্রহ নক্ষত্র,ছায়াপথ ইত্যাদি যাই দেখায় সবই কার্টুন।তাই কার্টুনের ধারায় সামান্য পরিবর্তন আনতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। দেখিয়েছে চাদের গতি পৃথিবীর দ্বিগুণ। অন্যত্র, পৃথিবী উল্টোদিকে ঘুরছে। 😆😆 বিশ্বাস হয়না?

দেখুনঃ চাদের গতি ডাবল হয়ে গেছে। ২৭ দিনের বদলে এখন ১ দিনে দুইবার চাঁদ ঘুরছে[২]!!

দেখুন,৩:৫৮,৫:১৬ মিনিট থেকে। পৃথিবী এখন উলটো দিকে ঘুরছে। আয় হায় হায়!! সূর্য কি তবে পশ্চিমদিক দিয়ে উদয় হওয়া শুরু হয়ে গেল নাকি[৩]? 😱😱

এ ব্যপারে আরো জানুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=5z5-9RAZbKE

https://m.youtube.com/watch?v=wbHN0RYDksc

ভিডিওগুলি না দেখলে ভালভাবে বুঝতে পারবেন না বিষয়টি। একটা বিষয় খেয়াল করেছেন, এই সুডো সাইন্টিস্টরা একটা কাজ সবসময় করে। যখন তারা কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়, তখন এমনকোন উত্তর বানায় যা লজিক্যাললি বিষয়টির খাপছাড়া ভাবটিকে খাপেখাপে মিলিয়ে দেয়। এরকম একটি ব্যপার হলো, কেন চাঁদ সূর্যকে একই আকারের দেখা যায়? তারা বলে সূর্য এবং চাদের আকারের এবং পৃথিবী থেকে দূরত্বের অনুপাত এরূপ, যার ফলে পৃথিবী থেকে একই আকারের দেখা যায়। What a co-incident! একইভাবে সবজায়গায় কোইন্সিডেন্ট আর রেলেটিভিটি দিয়ে ভরা। যার সত্যতার প্রতিফলন এ এক্লিপ্সের বিষয়টিতে পরিলক্ষিত হতে দেখেছেন। ওরা লজিক্যাললি ঠিকঠাক বুঝাতে পৃথিবীকে উলটো দিকে ঘুরিয়েছে। আবার চাদের গতিও ২৭গুন বাড়িয়েছে! সবই এনিমেশন। এই এনিমেশন গুলোর সত্যতা যতখানি, ততটাই সত্য বর্তমানের আকাশবিজ্ঞানের মডেল। গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি-চাদ-সূর্য-পৃথিবী যাই দেখায় সবই এনিমেশন-কার্টুন । আপনি কার্টুন দেখেন আর সেসবকে সত্য ভাবেন,অন্ধ বিশ্বাস করেন। আপনার জ্ঞান ও শিক্ষার মান এতটাই উন্নত। আর যখন কুরআন সুন্নাহর কোন বিষয়কে বিজ্ঞানের থেকে একটু আলাদা দেখা যায়, তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে আপোষে মিলিয়ে দেওয়া যায়। অর্থা বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে ইসলামিক চিন্তা। আমি যদি দলিল প্রমান সহ বলি উইচক্র্যাফট আর প্যাগান ডক্ট্রিন হচ্ছে বিজ্ঞানের শিকড়, তখন আপনার ব্যপারটি এরূপ হয় যে "কুফর কেন্দ্রিক ইসলামিক চিন্তা"। অথচ কুরআন-হাদিস একচ্ছত্র অমোঘ সত্য। এ দুটিকে কেন্দ্র করেই আপনার চিন্তাধারা গড়বার কথা। কোন বিষয়টি আপনাকে মেইনস্ট্রিম সাইন্স দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর সত্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে জাস্টিফাই করবার ধৃষ্টতা দেখাতে বাধ্য করে?

১১.চাঁদের শীতল আলোঃ
চাঁদের আলো সূর্যের থেকে আলাদা। সূর্যের আলোকপ্রভা উষ্ণ, অপরদিকে চাঁদের আলো শীতল। তাপমাত্রা পরিমাপকে চাঁদের আলো পড়ার স্থান এবং আলোকহীন স্থানের তাপমাত্রায় তফা পাওয়া গিয়েছে। চাঁদের আলোয় আলোকিত স্থানের তাপমাত্রা চাদের আলোহীন স্থানের চেয়ে অনেক বেশি শীতল। তাপমাত্রা পরিমাপক চাদের আলোয় ধরলে সাথে সাথে তাপমাত্রা কমে যায়, আবার অন্ধকার অংশে নিলে সাথে সাথে তাপমাত্রা বেড়ে যায়[৪]

১২.একযোগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাঁদের দৃশ্যমানতাঃ

গ্লোবিউলার হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনোমিকাল মডেল অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বত্র একযোগে চাঁদ দেখা যাবেনা। পৃথিবীর অর্ধেক অঞ্চলে সর্বদা চাঁদ আড়ালে থাকে। পৃথিবীর কার্ভের জন্য ঐ অঞ্চল দিয়ে দেখা সম্ভব না। অথচ বাস্তবতা উলটো।যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এক দিনে একযোগে চাঁদ দেখার চেষ্টা করে তখন এমন সব অঞ্চল থেকেও চাদের দেখা মেলে,যেখান থেকে হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমি অনুযায়ী দেখা অসম্ভব। এমন একদিন ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল। শুধু এই লিস্টের দেশ গুলিই না, বাংলাদেশ থেকেও ঐদিন চাঁদ দেখা গিয়েছিল। এ তথ্য সংক্রান্ত পাশের ছবিটি ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের পরিপন্থী হওয়ায় দীর্ঘদিন ব্লক করে রাখে।

চাঁদের এ দৃশ্যমানতার বিষয়টা প্রমান করে পৃথিবীতে কোন কার্ভাচারের অস্তিত্ব নেই। সেই সাথে এও প্রমাণ করে যে, সারাবিশ্বে এক দিনে রোযা ও ঈদ উদযাপনই অধিকতর সঠিক, যদি চাঁদের খবর দূরদূরান্তে পৌছানোর মাধ্যম থাকে। চাঁদ সমতল জমিনের যেকোন প্রান্তে উঠলে সেটা জমিনের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য। সেটা কিছু অঞ্চল থেকে দেখা যায় আবার কিছু অঞ্চল থেকে দূরত্ব,আবহাওয়াজনিত কারনে দেখা যায় না, এরমানে এ নয় যে চাঁদ ওঠেই নি। এমতাবস্থায়

যে অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখা যাবে সে অঞ্চলের আশেপাশের অঞ্চল গুলোতে খবর পৌছে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয়টা ছোট পরিসরে ভাবলে সহজ হয়, ধরুন আপনার আশেপাশে প্রতিবেশীদের বাড়িগুলো এক একটি দেশ বা অঞ্চল এবং দেওয়াল গুলো সীমানা। আপনি যদি বাড়ির একপ্রান্তে থাকেন এবং চাঁদ উঠতে দেখেন,এবং রোযাও রাখতে শুরু করলেন, এখন অপর প্রান্তের বাসিন্দারা বিল্ডিং বা গাছের জন্য চাঁদ দেখতে না পারায় রোজা না শুরু করে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করা যেমনটা অযৌক্তিক এবং ভুল তেমনি বৃহত্তর পরিসরে এক দেশে চাঁদ দেখলে অন্য দেশ খবর শুনেও নিজেরা দেখার অপেক্ষা করে একদিন পর রোযা শুরু করাও তেমন অযৌক্তিক।

১৩.চাঁদে অবতরণের গল্প এবং অসম্ভবতাঃ

হেলিওসেন্ট্রিক অকাল্ট সুডোএস্ট্রোনমি মানুষের মাথায় গেঁথে দেওয়ার জন্য 18 মিনিটের চমকার নাটকের আয়োজন করা হয় ১৯৬৯ সালে। এর ডিরেক্টর ছিল আকাশ গবেষনা সংস্থা নাসা এবং হয়ত হলিউডও সম্পৃক্ত ছিল।
তবে ওদের স্যুটিংটা ছিল ত্রুটিপূর্ণ যার জন্য আজ অনেক ভুল ধরা পড়ে। ত্রুটিগুলো ছিল একদম অমার্জনীয়। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র নাটিকাকে অধিকাংশ লোকই সত্য বলে বিশ্বাস করে।
নাটকের দৃশ্যে বাজ এলড্রিন, আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্সরা ছিল।
অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে এ নাটক শেষে অভিনেতাদের সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় তারা মুখ ভার করে বসে থাকে। এমনকি তারকা দেখার প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে জড়ায়[৫]।

মুন ল্যান্ডিং এর ভিডিও তে আমেরিকান পতাকাকে বাতাসে দুলতে দেখা গেছে যদিও অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুযায়ী সেখানে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। আবার মহাকাশযান, নভোচারীদের ছায়ার অবস্থানগত দিকের সাথে পতাকার ছায়ার(shadow) বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ে।

মহাকাশ যান থেকে নামার লেজেন্ডারী ছবিটির ফটোগ্রাফারের নাম আজও পাওয়া যায় নি। অবশ্য এক লোক দাবী করছে, উনি নাকি মুনল্যান্ডিং এর নাটকের ভিডিও করেছিলেন[৬]।
চাঁদ থেকে দেখা ছোট গোলাকার পৃথিবীর ছবিটাও[নিচে] দারুন! যখন ফটোশপে নিয়ে কন্ট্রাস্টের লেভেল বাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন পৃথিবীর চারধারে চমকার বক্স দেখা যায়। অসাধারন!!তাই না???

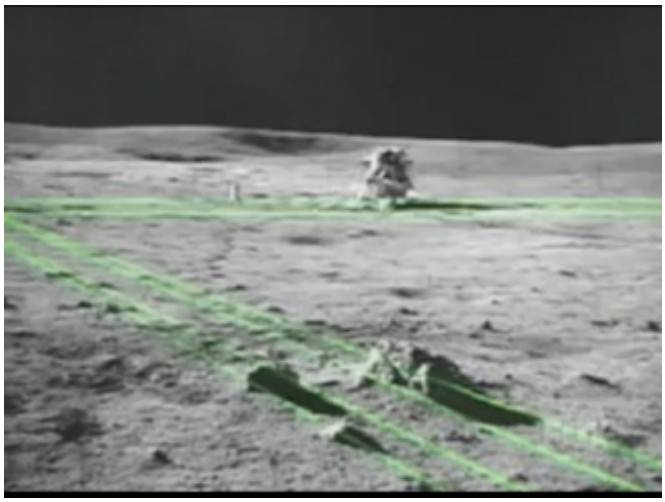

FIRST MAN ON THE MOON
NEIL ARMSTRONG'S CAMERA MAN

THE VERY FIRST MOON LANDING OF APOLLO 11
SO WHO TOOK THIS PICTURE?

TV

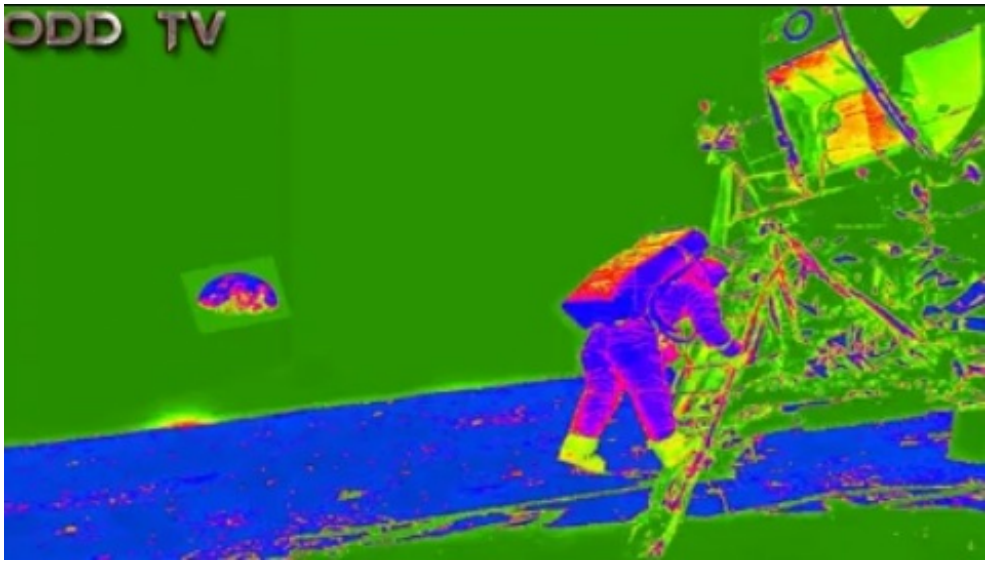
ODD TV

AS17-134-20471
Gradual removal of hues comprising black revealed that the black around the earth did not match the black in the host photo, exposing a lighter rectangle!
Computer shows that earth is pasted into photo!

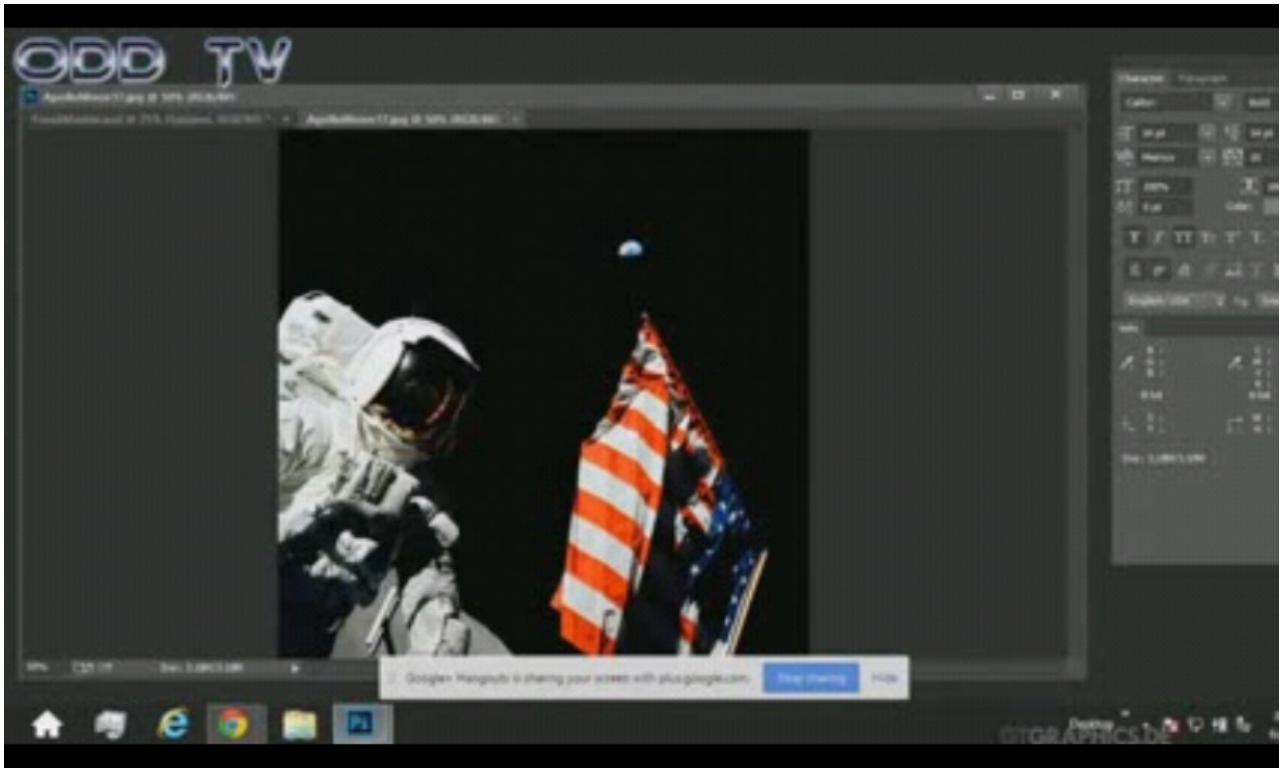

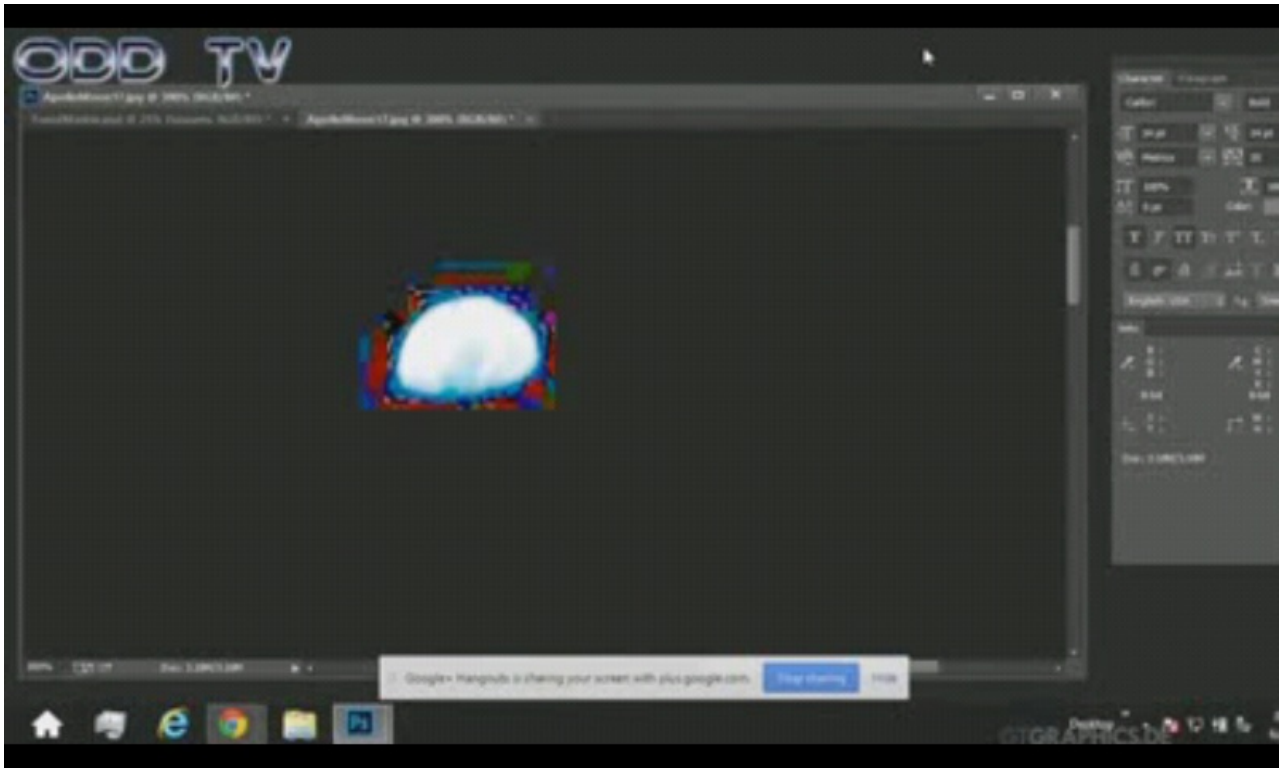

পৃথিবীর চারদিকে স্কয়ার বক্স হবার কারন খুব সহজ, এসব নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা চম□কার স্যুটিং। অনেকটা নিচের ছবির মতঃ

আপনি কিভাবে এত সহজে বিশ্বাস করেন,যে টিনফয়েলে প্যাচানো ভাঙ্গাচোরা আবর্জনার মত জিনিসটা চাঁদে গিয়েছে!?
আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? কিভাবে এই ছোট আবর্জনার মন্ডটা চাদে চলাচলের জন্য ডানের ছবিতে দেওয়া গাড়ি বহন করল?! এরকমভাবে হাজারো ত্রুটি পাবেন, মুনল্যান্ডিং এর ফুটেজে।

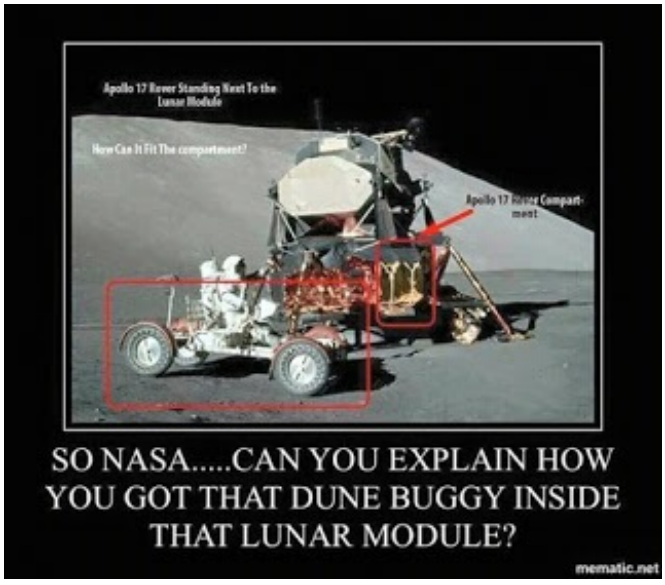

নভোচারীদের ফিরে এসে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় প্রফুল্ল মেজাজের স্থানে উলটো চোর কিংবা ওইরকম অপরাধীর মত অস্বস্তিকর মেজাজে বসে থাকতে দেখা যায়। যেন কিছু একটা অপরাধ করে ফিরেছে এখন সেটা লুকিয়ে রাখছে বা এমন কিছু।

এদিকে ডন পেটিট জানান, "আমরা চাঁ:ঁদে এজন্যই যাই না, কারন চাঁদে যাবার জন্য প্রযুক্তি আমরা নষ্ট করে ফেলেছি, আর সেটা আবারো তৈরি করা খুবই কঠিন প্রক্রিয়া"। ভাবুন, আজকে মঙ্গল গ্রহে(তারকায়!!) রোভার রোবট পাঠানো হচ্ছে অথচ চাঁদে যাবার প্রযুক্তি নেই আর সেটা পুনরায় তৈরি করাও নাকি খুব জটিল প্রক্রিয়া!! অদ্ভুত!!শুধু পেটিট একাই নন, এ্যাপোলো ১১ এর ফ্লাইট ডিরেক্টরের মুখেও একই কথা। তারা নাকি চাদে অবতরণের অরিজিনাল ভিডিও ফুটেজ হারিয়ে ফেলেছেন।শুধু তাই না, চাদে যাওয়া সংক্রান্ত কোন ডাটাই নেই, সব মুছে ফেলা হয়েছে!!
এগুলো নাসা সংশ্লিষ্টদের বাস্তব স্বীকারোক্তি,কোন কন্সপাইরেসি থিওরি নয়। তাহলে ওরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাজেট

কোথায় খরচ করে?!। আজ যত দিন যাচ্ছে, ততই প্রযুক্তি উন্নততর হচ্ছে। আর ডন পেটিট সাহেব বললেন, উল্টো!

অবিশ্বাস্য এই সাক্ষা□কার গুলো দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=wl1H1WxWTuc
https://m.youtube.com/watch?v=7q1l-jf3KqA
https://m.youtube.com/watch?v=AtTMxKE4Gv4

চাঁদে অবতরণকারী নভোচারীদের কাছে এক খ্রিষ্টান বাইবেলসহ এসে বলেছিল, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে যেন বাইবেলে হাত রেখে শপথ করে চাঁদে অবতরণ করবার সত্যতা সম্পর্কে বলে। প্রতিক্রিয়ায় নভোচারীদের একজন উত্তেজিত হয়ে পড়েন ভিডিও বন্ধ করতে বলে। আরেকজন নভোচারী রাগান্বিত হয়ে ওই সরাসরি ঘুষি দিলেন। আরেকজন তো কিছু না বলে ভোঁ দৌড় দিয়ে পলায়ন। এ চম□কার দৃশ্য না দেখলে সত্যিই মিস করবেন। দেখুন এবং হাসুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=jc7gsdonMHw
https://m.youtube.com/watch?v=ui43jIUgCCs

ওরা তো ১৯৬৯ সালে পৃথিবী ছেড়ে চাদে পাড়ি দিয়েছিল, তাই না? কিন্তু আজকের যুগে এসে ওরাই বলছে,তারা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বাহিরে যায় নি[৭]। লো আর্থ অর্বিটই অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। বাধা হচ্ছে ভ্যান এ্যালেন বেল্ট। এই বেল্ট ক্রস করতে পারলেই মহাশূন্যে বিচরণ সম্ভব! তারা অরিয়ন নামের একটা মহাকাশ যান নির্মান করছে, যা কিনা এই বেল্ট ভেদ করে নিরাপদে মহাশূন্যে নিয়ে যাবে! লো আর্থ অর্বিটের ব্যাপ্তিসীমা পৃথিবীর উপর ৯০-১২০০ মাইল পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত নাকি এর বাহিরে যাওয়া হয়নি, বলছে। আর চাঁদ এর অবস্থান বৈজ্ঞানিক তথ্যানুযায়ী ২৩৮ হাজার মাইল দূরে। তাহলে চাঁদে মানুষ প্রেরণের ঘটনা গুলো কি??!!! জ্বি, সবই মিথ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ নাটক।

হলিউডের চোখ ধাঁধানো নির্মাণের এই সোনালী সময়টাতে এসেও মহাকাশসংস্থা গুলো ছোটবড় অনেক ত্রুটিই রাখে ওদের পাবলিশড ভিডিও ও ছবিগুলোয়। অবাক লাগে, এত সব তথ্য প্রমাণ দেখেও একদল মানুষ গর্দভের মত মহাকাশ সংস্থাগুলোর ভুয়া কারসাজিতে বিশ্বাস করে। এরা বিশ্বাস করে চাঁদে মানুষ গিয়েছিল, মহাকাশে ভ্রমণ করা যায়। অজস্র গল্প কল্পকাহিনীও তৈরি করেছে জাফর ইকবাল সাহেবরা। হলিউড ইন্টারস্টেলার, গ্রাভিটি, মার্শিয়ান তৈরি করে ব্রেইনওয়াশড মূর্খগুলোকে শিহরিত করে। যেখানে ওরা অফিশিয়ালি বলেই দিচ্ছে যে, ওরা এখন পর্যন্ত LEO(Low Earth Orbit) অতিক্রম করেনি, এরপরেও "সায়েন্টিফিক অন্ধ বিশ্বাস"!

আপনার কি মনে হয়, চাঁদ কি মোটেও অবতরণযোগ্য কোন কিছু? বরং যাবতীয় অবজারভেশন প্রমান করে এটা ট্রান্সলুসেন্ট এবং সেল্ফ লুমিনেসেন্ট সেলেস্টিয়াল অব্জেক্ট। মূলত এম্বেডেড অকাল্ট মেটাফিজিক্সকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এসকল নাটক সাজানো হয়েছে, এবং আজও হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ সেসব বিশ্বাস করছে।

আপনাদের আরেকটু গভীর মনোযোগ চাই। আমেরিকা ও চায়না স্পেস গবেষনা সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময় মহাশূন্য থেকে পৃথিবী ও চাদের ছবি ধারন করে প্রকাশ করেছে। একটু মনোযোগ দিলেই ভাঁওতাবাজি ধরতে পারবেন। ডানের ছবিতে চাঁদের "পৃথিবী উদয়ের" ছবি দেখানো হচ্ছে। একটা ১৯৬৮ তে ধারণকৃত, পাশের টা ২০০৫ সালের। কোন সমস্যা ধরতে পারছেন? ৬৮ তে তোলা ছবিতে দেখছেন পৃথিবী অনেক দূরে, এজন্য অনেক ছোট! কিন্তু ২০১৫ তে দূরত্ব এত কমে গেল কিভাবে!! এত কাছে!?

আবারো, খেয়াল করুন ডানের ছবিতে দেখছেন একপাশে চীনের মহাকাশ গবেষনা সংস্থার ধারণকৃত ইমেজ,আরেকটি আমেরিকার নাসার। দুটার মধ্যে এত তফা কিভাবে!!? চীন দেখাচ্ছে চাদের অনেক অনেক দূরে আছে পৃথিবী। আর আমেরিকা দেখাচ্ছে চাঁদ অনেক অনেক কাছে। গায়ে লাগালাগি অবস্থা!! কোনটা সত্য??

এবার আরো পরস্পর বিরোধী এবং চরম সাংঘর্ষিক ডকুমেন্ট দেখবার জন্য প্রস্তত হোন! ডানের ছবিতে দেখছেন নাসার প্রকাশ করা চাঁদ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি, অর্থা ২৩৮ হাজার মাইল দূরের পৃথিবী। অনেক ছোট তাই না?!! আচ্ছা এবার নিচের ১ লক্ষ মাইল দূরের থেকে ধারন করা চাঁদ ও পৃথিবীকে দেখুন!!! চরম প্যারাডক্সিক্যাল ইমেজ!!!! চাদে দাঁড়িয়ে দুনিয়াকে অনেক ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে, আবার চাঁদ এর অনেক অনেক পিছনে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, চাঁদের পিছনের পৃথিবীর ছবি আরও ছোট না হয়ে উলটো বিরাট বড় সাইজের!! অথচ বাস্তবিকপক্ষে, চাদেরও পিছনে আরো বহু দূর থেকে গিয়ে ছবি তুললে পৃথিবীকে আবছা এক বিন্দুর ন্যায় অথবা আরো ছোট হওয়ার কথা। তাই না!! অথচ ওরা এসব কি দেখাচ্ছে, বলুন!?

একটা কথা মিথ্যা বললে হাজারটা মিথ্যা বলতে হয়, এবং ওই মিথ্যার মধ্যে পরস্পর সাংঘর্ষিকতা তৈরি হয় এর চমকার প্রমান আজকের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো।এরা শুরু থেকেই মিথ্যাচার করেছে, কিন্তু এরা এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে নি, অর্থা মিথ্যার সিকোয়েন্স ঠিক রাখতে পারেনি বা পূর্ববর্তী তথ্যের সাথে সমন্বয় সাধনে ব্যার্থ হয়েছে।আবার, এও হতে পারে ওরা মাঝেমধ্যে এরকম ফেক ছবি প্রকাশ করে, ওদের অন্ধবিশ্বাসীদের বোকা বানিয়ে মজা গ্রহন করে। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

এই চীন যে দুনিয়ার ছবি আজ দেখাচ্ছে,এরাই জেসুইটের প্রতি বিদ্রোহ করে ১৭০০ সাল পর্যন্ত সমতল পৃথিবীর জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি টিকিয়ে রেখেছিল। শেষ অব্দি আর টিকে থাকতে পারেনি। জোড় পূর্ব হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগান এ্যাস্ট্রো-প্যাথিয়নকে গ্রহন করতে বাধ্য হয়। আজ জেসুইটের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় একই জিনিস প্রচার করছে।

তো, আজকের এই ছবি, যা ওরা প্রকাশ করছে এসব কি জিনিস? উত্তর দিচ্ছেন নাসার কর্মকর্তা Robert simon,"It is photoshopped,but it has to be".
জ্বি তিনি সত্য বলেছেন[৮]। এসব কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ বা সিজিআই কার্টুন/এ্যানিমেশন। আপনি কিছু কার্টুন ছবি দেখে, ওরা যা যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। আজ এর প্রকৃত রূপ আংশিক জানলেন।।সামনে আমরা সিজিআই নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান মহাকাশ সংস্থাগুলো হচ্ছে এই পিথাগোরিয়ান কোপার্নিকান এস্ট্রনমির ডিফেন্ডার। এই অকাল্ট অরিজিনের ব্যপারে ৩৩ ডিগ্রি মাষ্টার ম্যাসন এ্যালবার্ট পাঈক সাহেব বলেছিলেন আশাকরি আপনাদের মনে আছে[৯]। পিথাগোরাসের আনিত এই মহাকাশ তত্ত্বটি কাব্বালস্টিক প্রিন্সিপ্যালগুলোর চাদরে মোড়ানা। এই অকাল্ট কস্মোলজিকে প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষকে বিশ্বাস করানোর লক্ষ্যে সব মহাকাশ সংস্থা গুলো নিয়োজিত। এই এষ্ট্রনমিকে টিকিয়ে রাখতে তারা আজ পর্যন্ত যাবতীয় প্রকাশনা ও প্রচারণা চালাচ্ছে। মহাকাশ সংস্থা গুলোর গুরু নাসার প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকের ঘটনা গুলো জানা আছে[১০]? এলিস্টার ক্রোওলির অমলন্ত্র রিচুয়াল, এর পরে স্যাটানিস্ট ক্রোওলির সহযোগী এবং দাজ্জালের স্বঘোষিত অনুসারী জ্যাক পার্সনের রকেট আবিষ্কার।

সেই থেকে জ্যাক প্রপালশান ল্যাব,এরপরে নাসা। এ জন্যই নাসার কথিত নভোচারীদের অধিকাংশই ফ্রিম্যাসন[১১]। আর এদেশীয় কিছু মূর্খ ব্রেইনওয়াশড লোক ওদের ভাঁওতাবাজি সত্য রূপে বিশ্বাস করে। বিপক্ষে বললে তর্ক করে উলটো গালাগাল দিতেও পিছপা হয় না। এদের মধ্যে অনেক প্রাক্টিসিং মুসলিমও আছে!
হায় আফসোস, আজ উম্মাহর এই দশা! এরা কাব্বালিস্টিক অকাল্ট কস্মোলজিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সেই সাথে অকাল্ট এস্ট্রোনমি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার কাজে নিয়োজিত ফ্রিম্যাসনদের কর্মকান্ডে এবং ফ্রিম্যাসন নভোচারীদের কর্মকান্ডে। এখানেই শেষ নয়, আজ ওদের বলা তত্ত্বগুলোকে কুরআন সুন্নাহর সাথেও সমন্বয় ও সংযোগ করছে।সেসবকে আল্লাহর কালাম দ্বারা যাচাই না করে উলটো বলছে, ওই ম্যাসনরা যা বলছে ওটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন। মা'আযাল্লাহ!

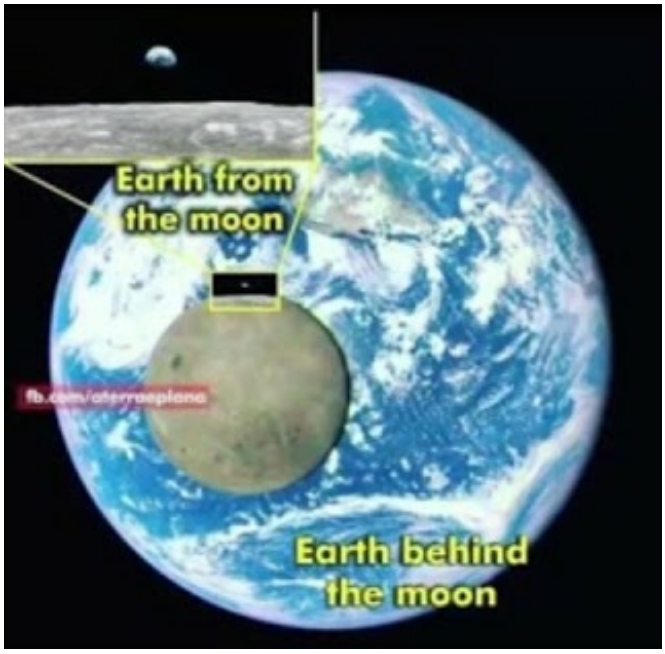

এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টারিঃ
https://m.youtube.com/watch?v=ZR296RWS0yM

https://m.youtube.com/watch?v=AsCqsJDpHHU

https://m.youtube.com/watch?v=C836r_z4T98

https://m.youtube.com/watch?v=VsvQDCXWICo

https://m.youtube.com/watch?v=QM7ebcR3-xE

চাঁদে যাবার সত্যতা নিয়ে আবার বিতর্ক(যমুনা টিভি):

https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post_78.html

প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণ গুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডকে অসত্য প্রমান করে। সর্বপরি, এটা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও সাংঘর্ষিক। যেখানে বাস্তবতা অকাল্ট অরিজিনেইটেড অপবিজ্ঞানকে ডিফাই করে, সেখানে চোখ বন্ধ করে সেই অপবিদ্যাকে কামড়ে ধরে ইসলামাইজড করার প্রচেষ্টা মূর্খতা আর ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।।

রেফঃ

১]
https://m.youtube.com/watch?v=L4-8-V273Zc
২]
https://m.youtube.com/watch?v=JBE16gbuFCk
৩]
https://m.youtube.com/watch?v=lgPzqjm5Wog
৪]

https://m.youtube.com/watch?v=9muc2mT9pBU

https://m.youtube.com/watch?v=snsECN1ZJS0

https://m.youtube.com/watch?v=HRbEWSUFcC4
৫]
https://m.youtube.com/watch?v=xyjppxh2-C0
https://m.youtube.com/watch?v=vwPYl7a9Yuk
https://m.youtube.com/watch?v=-RcKLAo62Ro

৬]
https://m.youtube.com/watch?v=TBDZPPSzWUY
৭]
https://m.youtube.com/watch?v=4O5dPsu66Kw
https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM
৮]
https://m.youtube.com/watch?v=SA89iDq7PzE
৯]
https://aadiaat.blogspot.com/2018/06/blog-post_28.html
১০]
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_30.html
১১]
https://m.youtube.com/watch?v=i2kOuNRrC3I

https://m.youtube.com/watch?v=RnCsFB3Wtw0

https://m.youtube.com/watch?v=-KYathPdeik

https://m.youtube.com/watch?v=iM4T8HiKcpU

৭.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[জিওস্টেশনারী পৃথিবী]

aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_98.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমানঃ

১৪.স্থির পৃথিবীঃ

প্রাচীন যুগে মানুষ বিশ্বাস করত, পৃথিবী স্থবির। কিন্তু Occult metaphysics প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাচীন ম্যাসনিক সোসাইটির গুরু যাদুকর পিথাগোরাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবী নিজ কক্ষপথে কল্পনাতীত গতিতে ঘুরছে। এখানেই শেষ নয়, সেটা সূর্যের চারদিকেও প্রচন্ড গতিতে পাকঁ খাচ্ছে। আর এই গোটা সোলার সিস্টেম প্রচন্ড গতিতে অনন্ত অসীম মহাশূন্যের অজানার দিকে ধাবমান। অথচ বাস্তব জগতে আমরা জমিনে কোন গতিই উপলব্ধি করিনা। সব কিছুই স্থবির। পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে আবর্তনের জন্য এর বায়ুমণ্ডল সবসময় অস্থির অবস্থায় একমুখীভাবে যেকোন একদিকে বইতে থাকতো। এরকম পরিবেশে স্বাভাবিক জীবনযাপন তো অসম্ভবই, এর উপর বিমান উড্ডয়নের কথা ভাবাই যায় না।

এই ঘূর্ণনশীল গোল বলের যে কোন এক দিকে বিমান দ্রুত ছুটবে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগবে, অর্থা সব দিকে একই গতি ও সময় মেনে চলা অসম্ভব। অথচ, বাস্তবতায় একেবারে উলটো। বিমান জমিনের সকল দিকে একই দূরত্ব একই রকম সময় ব্যয় করে। এটা জমিনের স্থবিরতাকে প্রমান করে।

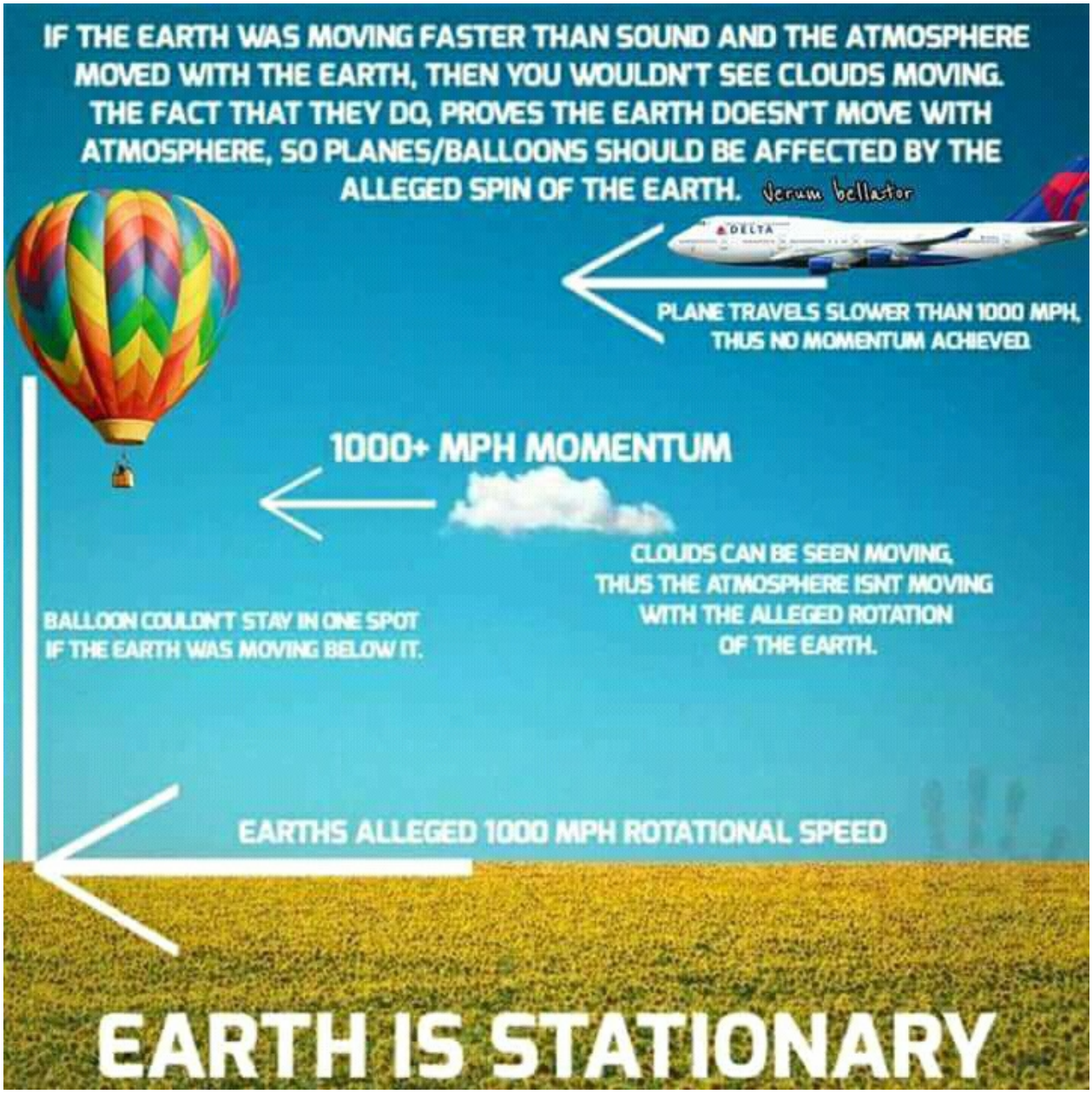

আপনি কখনো চলমান পুরোনো যুগের ট্রেন চলার সময় ধোয়া নির্গত হওয়া লক্ষ্য করেছেন? ধোয়া পেছনের দিকে যায়। ট্রেনটাকে পৃথিবী রূপে কল্পনা করলে পৃথিবীর ক্ষেত্রেও ধোয়ার সঞ্চালনের ব্যপারটি একই হত। কিন্তু যখন বিরাট ধোঁয়ার কুন্ডলীকে বিমান থেকে দেখা হচ্ছে, তখন ধোঁয়াকে স্থিরভাবে উপর দিকে উঠতে দেখা যায়,যেমনটা ডানের ছবিতে দেখছেন।

অর্থা পৃথিবীর কাল্পনিক মোশনের প্রভাব কিছুতেই নেই। বলা হয়, ১০০০ মাইল গতিতে ঘুরবার দরুন এর ইকোয়েটরের দিকটা কিছুটা স্ফিত করেছে, যার জন্য পৃথিবী একদম পুরোপুরি স্ফেরয়েডও নয়। এত গতি যে জমিনকেই পালটে দিয়েছে অথচ এর উপর বসবাসকারীরা তো টেরই পায়না এমনকি কোন যন্ত্র ও পরীক্ষনেই পৃথিবীর গতির প্রমান মেলেনি!
পৃথিবীর গতিশীলতার ব্যপারটি যে প্রমানযোগ্য নয়

সেটা আইনস্টাইন সাহেবরাও বুঝতো।

পৃথিবী স্থির নাকি গতিশীল এ ব্যপারটি খুব সহজেই বোঝা যায়। হেলিওসেন্ট্রিক মডেল সব কিছুর গতি এনে দিয়েছে। সকল নক্ষত্র তাদের যার যার সোলার সিস্টেম নিয়ে অনন্ত স্পেসের দিক বিদিক ছুটে চলছে।

এমতাবস্থায়, এটা সত্য হলে হাজার বছর আগের তারকা কোন অবস্থাতেই আর দেখা যেত না। পঞ্চাশ ষাট বছর পর পরে বা তারও আগে নতুন নতুন নক্ষত্রের উদয় হতো আকাশে। আর পুরোনো তারকা গুলো দিন দিন আবছা হতে হতে, হারিয়েই যেত। এভাবে বার বার তারকাদের পালাবদল চলত। কখনোই একই তারকা হাজার বছর একইভাবে আসমানে দেখা সম্ভব নাহ। এই অসম্ভব ব্যপারটিই বাস্তব জগতে সত্য। এর কারন হেলিওসেন্ট্রিক সমস্ত তত্ত্বটাই মনগড়া মিথ্যা। এবং বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্কহীন। পৃথিবী স্থির বলেই চার পাঁচ হাজার বছর আগের তারকারাজির বিন্যাস অপরিবর্তিত আছে। এর উপর দাঁড়িয়েই এস্ট্রলজি তৈরি হয়েছে। এর উপরেই তারকা দেখে নাবিকদের জন্য দিক নির্নয়ের বিদ্যা তৈরি হয়েছে। যদি সব কিছু দিক বিদিক ছুটত, তবে কখনোই তারকার উপর নির্ভর করে দিক নির্নয়ের চিন্তা ভুলেও করত না, কারন দু চার দশ বছর পরেই কত গুলো তারকা হারিয়ে যাবে, নতুন কিছু আসবে...।

পৃথিবী স্থির বলেই, লং এক্সপোজারে ছবি তোলা সম্ভব।

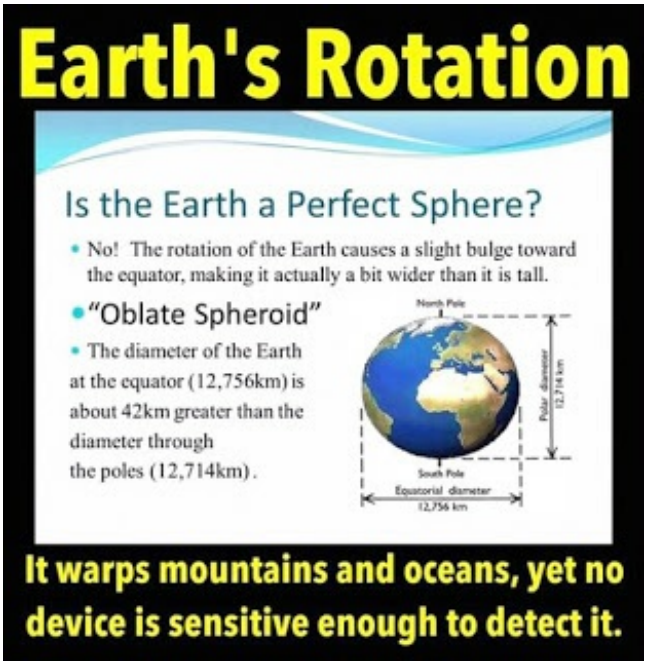

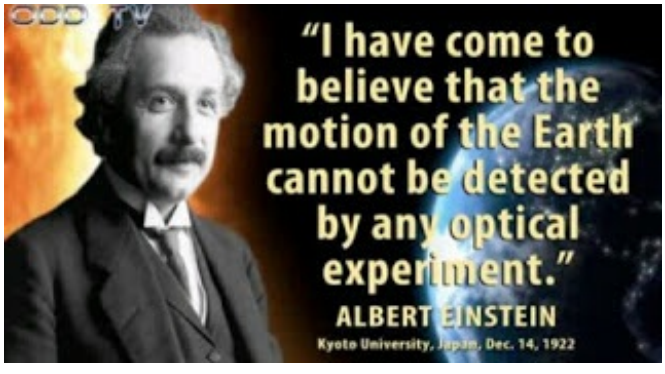

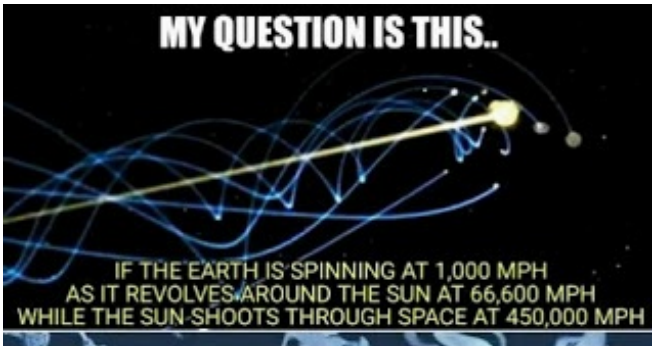

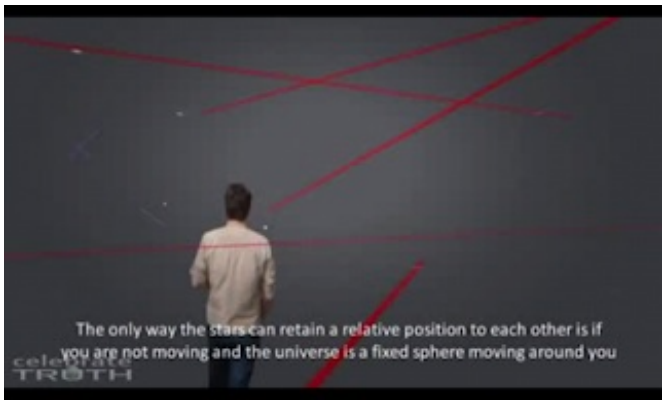

১৫.ইথার ফিল্ড এবং পৃথিবীর স্থবিরতাঃ

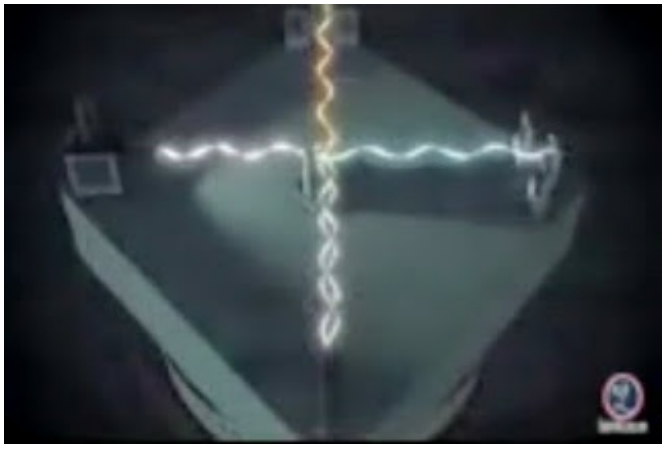

শব্দ যেমনি বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে, তেমনি ধারনা করা হতো আলো চলাচলেরও একটা মাধ্যম রয়েছে যা শূন্য স্থানের(zero point field) সর্বত্র বিরাজমান। এরিস্টটলিয়ান ফিজিক্সের পঞ্চম উপাদান ইথার এর শাসন এভাবে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ন্যাচারাল ফিলোসফি তথা ফিজিক্স মেনে চলতো। কিন্তু কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক মডেল এবং পিথাগোরিয়ান স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেল একটু সমস্যা তৈরি করে।

পৃথিবীর গতিশীলতা প্রমানের জন্য ১৮৮৭ সালে একটি পরীক্ষণের আয়োজন করা হয়। নামঃ মাইকেলসন মর্লি এক্সপেরিমেন্ট। এতে একাধিক লাইট বিম বিভিন্ন দিকে প্রজেক্ট করা হয়। পূর্বেই ধারনা করা ছিল, যদি পৃথিবী চলমান ও গতিশীল হয়, তবে ইথার ফিল্ডের প্রবাহ যেদিকে, সেদিকে আলোর প্রবাহমানতার গতি অন্যদিকের চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু পরীক্ষণে হতাশাজনক ফলাফল আসে। সর্বদিকে আলো সমান গতিতে সচল। অর্থা প্রমান হয় যে পৃথিবী একদম স্থির। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীগন মহাচিন্তায় পড়ে যান। তাদেরকে যেকোন একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে, হয় তারা চিরকালের জন্য ইথারের অস্তিত্বকে বিজ্ঞানের খাতা থেকে বাদ দেবে, অথবা পৃথিবীকে স্থির এবং হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে ভুল ঘোষনা করতে হবে।

ইথারকে বিদায় করে পৃথিবী না ঘুরলেও উহার কাল্পনিক ঘূর্নন বজায় রাখার জন্য আইনস্টাইন সাহেব থিওরি অব রেলেটিভিটি নিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু 'ক্লক প্যারাডক্স' রেলেটিভিটিকে সাংঘর্ষিক ও ভুল তত্ত্বরূপে প্রমান করে। এরপরেও সেটাকেই বিজয়ী করে সামনে এগিয়ে চলা হয়। এরপরে ১৯৮৬ সালে ইউএস এয়ারফোর্স আবারো একই পরীক্ষণ চালায়। ফলাফলে তারা জানায়, ইথারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু এই খবর আইনস্টাইনের ভুয়া থিওরি যেভাবে প্রমোট করা হয়েছিল, তেমনটার ধারে কাছেও হয়নি। অর্থা বিজ্ঞান এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌছলো যেখানে সমস্ত বিষয়গুলো এমন দৃশ্যকল্পের ন্যায় হতে চললোঃ ধরুন, একদল বিজ্ঞানী একটা ব্যঙের পা কেটে তাকে আদেশ করছে লাফাতে, যেহেতু সে লাফাচ্ছে না সেহেতু বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে ব্যঙটি কানে শোনে না।

যখন ফিলোসফিক্যাল মিস্টিসিজমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাকে যেকোন উপায়ে উপাটন করতে মরিয়া কথিত সাইন্টিস্টগন। পৃথিবীর স্ফেরিসিটি, হেলিওসেন্ট্রিক মুভমেন্ট, আউটার স্পেস সবই অসত্য দর্শনকেন্দ্রিক মিস্টিসিজম। এগুলো গজিয়ে উঠেছিল যাদুবিদ্যাকে কেন্দ্র করে যাদুকরদের হাতে। এখন রিয়েলিটিতে তাদের এই অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এর বিপরীতে কিছু দাঁড়ালে অথবা সেটার জন্য হুমকি যেকোন কিছুই যেকোনভাবে রিজেক্ট এবং লুকিয়ে ফেলতে হবে। ইথারকে লুকানোর উদ্দেশ্য দুনিয়ার কাল্পনিক ঘূর্নন বজায় রাখা।

আল্লাহ তো কুরআনে খুব স্পষ্ট করেই আসমান ও জমিনকে স্থির বলেছেন। আল্লাহ বলেনঃ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্টে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান (হাজ্জঃ৬৫)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।(ফাতির ৪১)

এসব জানবার পরেও নব্য মু'তাযিলাদের কাছে অকাল্ট মিস্টিসিজমই অধিকতর প্রিয়। তারা তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করে।

এটা মনে করবেন না যে, সুডোসাইন্স ফিফথ ইলিমেন্টকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। ওরা সর্সারির মূল মিডিয়ামকে কি করে ছেড়ে দেয়! ওরা আবারো ফিরছে ইন্দ্রজালের দিকে....!

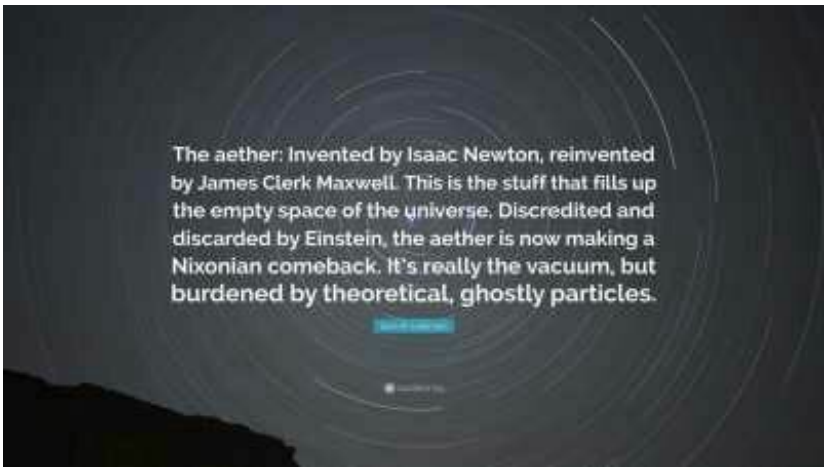

দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=gwNK9QRDhWU

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

৮.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[নক্ষত্রমালা]

aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_49.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণঃ

আমাদেরকে বহু বছর ধরে শেখানো হয়েছে, অন্তহীন এই মহাবিশ্বব্রহ্মান্ডে অগনিত নক্ষত্র রয়েছে। সূর্য তন্মধ্যে একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো গোলাকার পাথুরে দলাগুলো ঘুরছে। এদেরকে বলে গ্রহ। আর এই গ্রহের একটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী ছাড়াও শুক্র,শনি,মঙ্গল,বুধ,বৃহস্পতি গ্রহরা আশেপাশে ঘুরছে। মঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর চাঁদ হচ্ছে দুনিয়ার চারদিকে ঘুরতে থাকা উপগ্রহ। এরকম আরো হাজার হাজার কোটি কোটি মিলিয়ন বিলয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্র আছে সূর্যের মত। সেগুলোকে কেন্দ্র করেও অগনিত গ্রহ ঘুরছে। এখান থেকেই বুদ্ধিমান প্রানীদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা তথা এলিয়েন ফ্যান্টাসি শুরু। হাজারো গল্প-কাহিনী-ফিল্ম এসব নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্লুরালিজমের এই বিশ্বাসের জনক এ্যনাক্সিম্যান্ডার। তিনি নিয়েছিলেন পূর্বদিকস্থ যাদুকরদের থেকে।

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নিকটস্থ যাদের দেখা যায়, এরা হচ্ছে সোলার সিস্টেমের গ্রহমালা, এবং নিকটস্থ তারকারাজি। আমরা আজ বিশ্বাস করতে বাধ্য, কারন মহাকাশ সংস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং মিডিয়া সব কিছুই একসুতোয় গাঁথা। তারা সবাই অভিন্ন বিশ্বাসের প্রচারক। কিন্তু বাস্তব জগত কি এরকমই??

১৭.তারকারা তা নয়, যা ওরা দেখায়ঃ

আজকের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলো কথিত গ্রহের ব্যাপারে ধারনা এরূপ দেয় যে, সেগুলো গ্যাস, পাথরের তৈরি অবতরনযোগ্য শক্ত দলা বিশেষ। আর তারকার ব্যাপারে শেখায় এবং দেখায়, সেসব প্রকাণ্ড আগুন/গ্যাসের তেজস্ক্রিয় দলা। এর ভেতরে প্রচণ্ড বিস্ফোরন, ফিউশন চলছে। দাউ দাউ করে ফ্লেয়ার গুলো বহমান। সেটাই সবকিছুর আলোকদাতা। স্কুলে পড়ানো হয় এটাই সমস্ত শক্তির উ□স! মহাকাশ সংস্থা তারকাদের ব্যাপারে যেসব ভিডিও প্রকাশ করে তা এরূপঃ
https://m.youtube.com/watch?v=4VX6Nh6YLYk
https://m.youtube.com/watch?v=XyuXBYWZegY
https://m.youtube.com/watch?v=2FwLdmFjeRQ
https://m.youtube.com/watch?v=Q1f5Szsqn1w
https://m.youtube.com/watch?v=L1OSwevDclY

বিস্তারিত পড়ুনঃ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Star

মহাকাশ গবেষণা সংস্থাদের দেওয়া তারকার নমুনাঃ

কিন্তু বাস্তবিকভাবে কি তারকাদের চেহারা এরকমই? আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে মিটমিটে তারকারাজিকে দেখি। যেন সেগুলোর আলোকপ্রভা কাপঁছে। সেগুলোকে যখন অপেশাদার টেলিস্কোপ/ক্যামেরায় জুম করা হয়, তখন সেসবের আসল রূপ ধরা পড়ে। মহাকাশ সংস্থাগুলো আমাদের যা দেখায়, তার বিপরীত কিছুই আমরা দেখি। আপনি খালি চোখে যেরূপ কম্পমান আলো দেখেন, ঐ অবস্থাই অপরিবর্তিত থাকে। তারকারা কম্পনশীল তরঙ্গায়িত মৃদু আলো। এগুলো আদৌ সেরকম প্রকাণ্ড তেজস্ক্রিয় অগ্নিশিখাময় কিছুই নয়, যেমনটা মহাকাশ গবেষনা সংস্থা দেখায়।

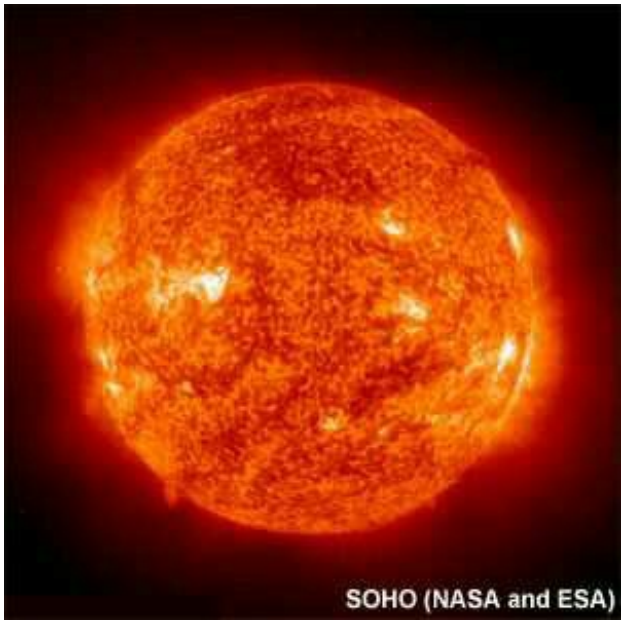

বাস্তবতা ওদের প্রকাশিত ছবি বা ভিডিওর ধারে কাছেও নেই। সূর্য বস্তুত তারকাদের ন্যায় কোন কিছু নয়। বরং একদমই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। চাঁদ ও সূর্য কোন উপগ্রহ বা নক্ষত্র নয় বরং উভয়ই তাদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ভিন্ন সৃষ্টি। সূর্য বা চাদের মত আর কিছুই আসমানে নেই। অথচ বর্তমান বিজ্ঞান উল্টোটা শেখায়।

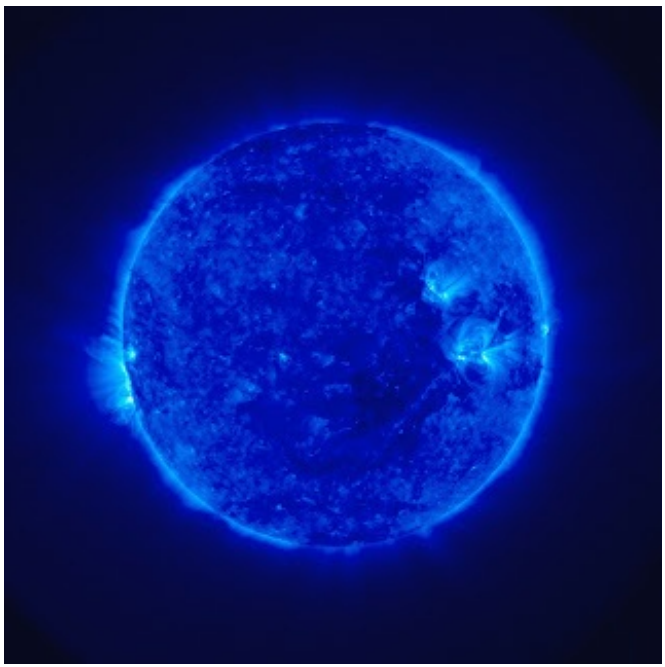

দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=lmBh-WZzjIg
https://m.youtube.com/watch?v=hdNFo5eWf9g

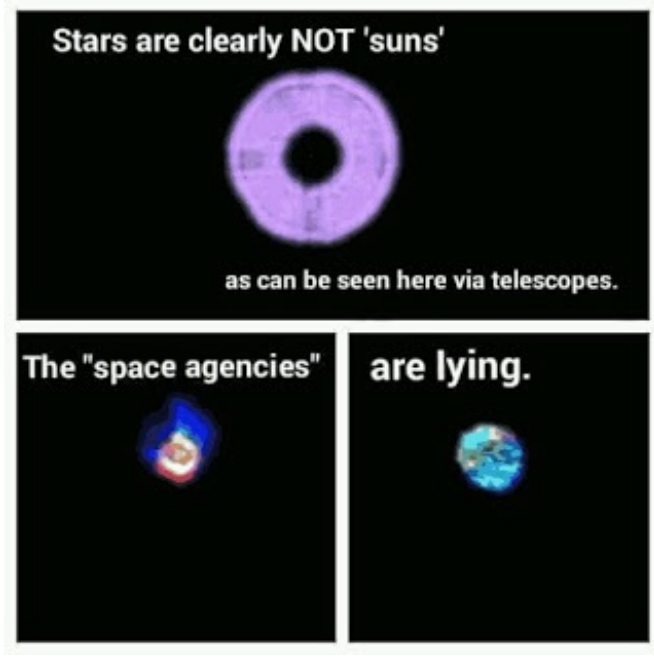
Stars are clearly NOT 'suns'
as can be seen here via telescopes.
The "space agencies"
are lying.

THIS IS THE SUN
THESE ARE THE STARS
DO YOU SEE THE DIFFERENCE?
Stars are clearly not suns and if you can zoom in on them they're not that far away either.

Real stars , In focus above your head , nikon coolpix p900 ! NO Suns (as scientism said) electo magnetic ! no gravity , no theory of relativety , mathmatics a complete scam ! the heavens declare men to be liars ! earth is flat !

১৮.গ্রহের অস্তিত্বই নেইঃ

শুধু কি তারকারাজি? কথিত গ্রহগুলো কি বাস্তবে মহাকাশসংস্থার দেখানো ভিডিও বা ছবির মতই??
একদমই না। তারকারাজি এবং কথিত গ্রহের কোন পার্থক্য নেই। গ্রহ বলে যা শেখানো হয়, তার অস্তিত্বই নেই। পৃথিবীর বাহিরে দৃশ্যমান কোন শক্ত অবতরনযোগ্য জমিন বিশেষ কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।
বুধ,শুক্র,মঙ্গল, শনি এরা সকলেই আসলে তারকা। পার্থক্য হচ্ছে এরা হচ্ছে চলমান তারকা বা ওয়ান্ডারিং স্টার।
বইপুস্তকে,মিডিয়ায় যেমনটা বলা হয় এসব আদৌ ঐরূপ কিছু নয়। এমেচার টেলিস্কোপ, জুম লেন্সড ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায় এরাও অন্য সব নক্ষত্রদের মত সাধারন চলমান নক্ষত্র। সবই নিকট আসমানের কম্পনশীল তরঙ্গায়িত মৃদু আলো। আমরা শুক্রগ্রহকে শুকতারা নামেও চিনি। এটা আসলেই তারকা। আপনার কি মনে হয়, এই আলোক তরঙ্গে আপনি স্পেসশীপ নিয়ে অবতরণ করতে পারেবেন?!
এদের কতক স্ফেরিক্যালও নয়। দেখতে কিছুটা সার্কুলার ফ্ল্যাট।
দেখুনঃ

শুক্র কোন গ্রহ নয়ঃ
https://m.youtube.com/watch?v=wVzttz5dyJ8
https://m.youtube.com/watch?v=whHDPj8Hhkg
https://m.youtube.com/watch?v=U6mDf9qN2Yg
https://m.youtube.com/watch?v=abLKzCaenvE
https://m.youtube.com/watch?v=2-yvCsDBrBk

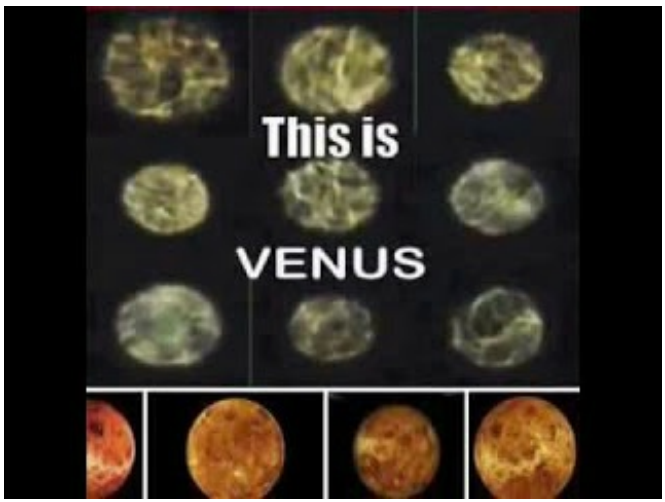

মঙ্গল কোন গ্রহ নয়ঃ
https://m.youtube.com/watch?v=X-Ly6BZtEE0
https://m.youtube.com/watch?v=MTUuCROe3Og
https://m.youtube.com/watch?v=EkYmY366UOE
https://m.youtube.com/watch?v=enYgPC86_zw

https://m.youtube.com/watch?v=JTsua0oHPZw

তাহলে তাদের হাবল টেলিস্কোপ এসব কি দেখায়?
সত্য হচ্ছে, ওসব সবই সিজিআই বা কম্পিউটার জেনারেটেড কাল্পনিক ইমেজ। সবই কম্পিউটার এর গ্রাফিক্স/ এনিমেশনে তৈরি। ওরা রঙ দিয়ে, কোন বস্তুর ক্লোজআপ ছবি নিয়েও প্ল্যানেট বানিয়ে প্রচার করে।
দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=NrNN71pKU-k
https://m.youtube.com/watch?v=2TCGG0eVdM4

https://m.youtube.com/watch?v=7suEIJyGJck

আমাদের এই পৃথিবী আদৌ কোন গ্রহ নয়। গ্রহ বলে বাস্তবিকভাবে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরং আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে প্রথম জমিন। এর নিচে আরো ছয়টি জমিন স্তরে স্তরে রয়েছে। তেমনিভাবে আমাদের মাথার উপর সাতটি আসমান। প্রথম আসমানে আমরা নক্ষত্র সূর্য চন্দ্রকে দেখি। এই প্রথম আসমানেই সমস্ত নক্ষত্র। একথা আল্লাহই বলেছেন। উপরের আরো ছয়টি আসমান আমাদের অদেখা। নক্ষত্রগুলোর আলোর উ□স সম্পর্কে পশ্চিমা জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি নিয়ে যারা(অপেশাদার) বিকৃত-শুদ্ধ তত্ত্ব উপাত্ত নিয়ে গবেষনা করে,তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে এগুলো সনোলুমিনেসেন্স। অর্থা□ সাউন্ড ওয়েভ থেকে আলো বিকিরণ প্রক্রিয়া। ওদের এ তত্ত্ব ভুলও হতে পারে।
ওয়া আল্লাহু আ'লাম।
দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=AJJ_z6pwUrE

১৯.স্টার ট্রেইলসঃ

তারকারাজি প্রচলিত বিজ্ঞানের ভ্রান্ত তত্ত্বানুযায়ী কাল্পনিক মহাশূন্যের এদিক ওদিক অনন্তের দিকে ছুটছে না। বরং এরা এই পৃথিবী তথা প্রথম জমিনের কে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরছে। ক্যামেরার লং এক্সপোজারের ছবিতে তারকাদের ট্রেইলকে চমকারভাবে দেখা যায়। হেলিওসেন্ট্রিস্টদের ব্যাখ্যা হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ননের ফলে এইরূপ ট্রেইল দেখা যায়! তাদের কথা যদি সত্যি হয়,অর্থাৎ পৃথিবী যদি সত্যিই ঘুরে তাহলে পোলারিস স্টার বা নর্থ স্টারকে(একদম মাঝের বিন্দুতে অবস্থানকারী তারকা) সারাজীবন স্থিরভাবে ওখানেই দেখা যায়? পৃথিবীর সামান্য মুভমেন্টেই তো এই তারকাকে ওই স্থানে আর পাওয়া যেত না। এটা প্রমান করে পৃথিবী স্থির, এবং সমস্ত চলমান তারকা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ জিওসেন্ট্রিসিটি। তারকাদের এই চক্রাকারে পৃথিবী কেন্দ্রিক ঘূর্নন আকাশের গম্বুজ আকৃতিকেও প্রকাশ করে।

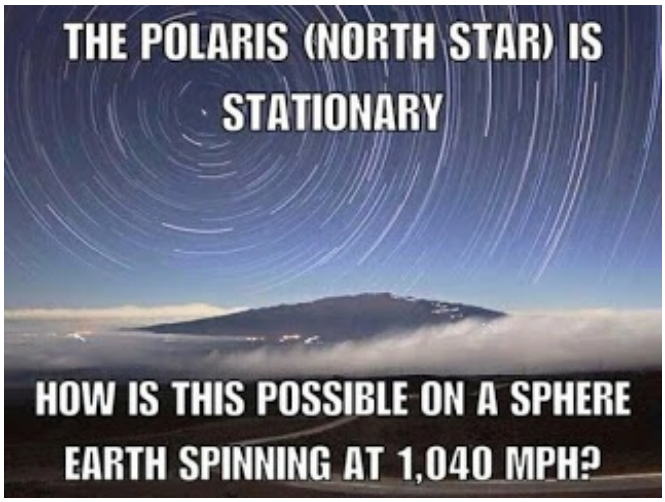

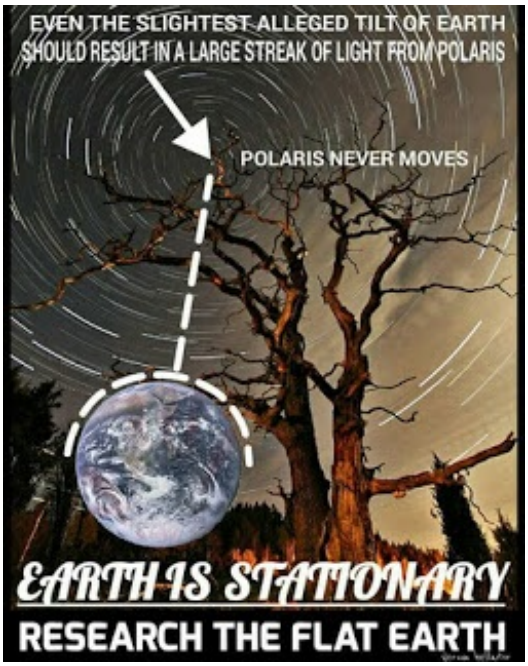

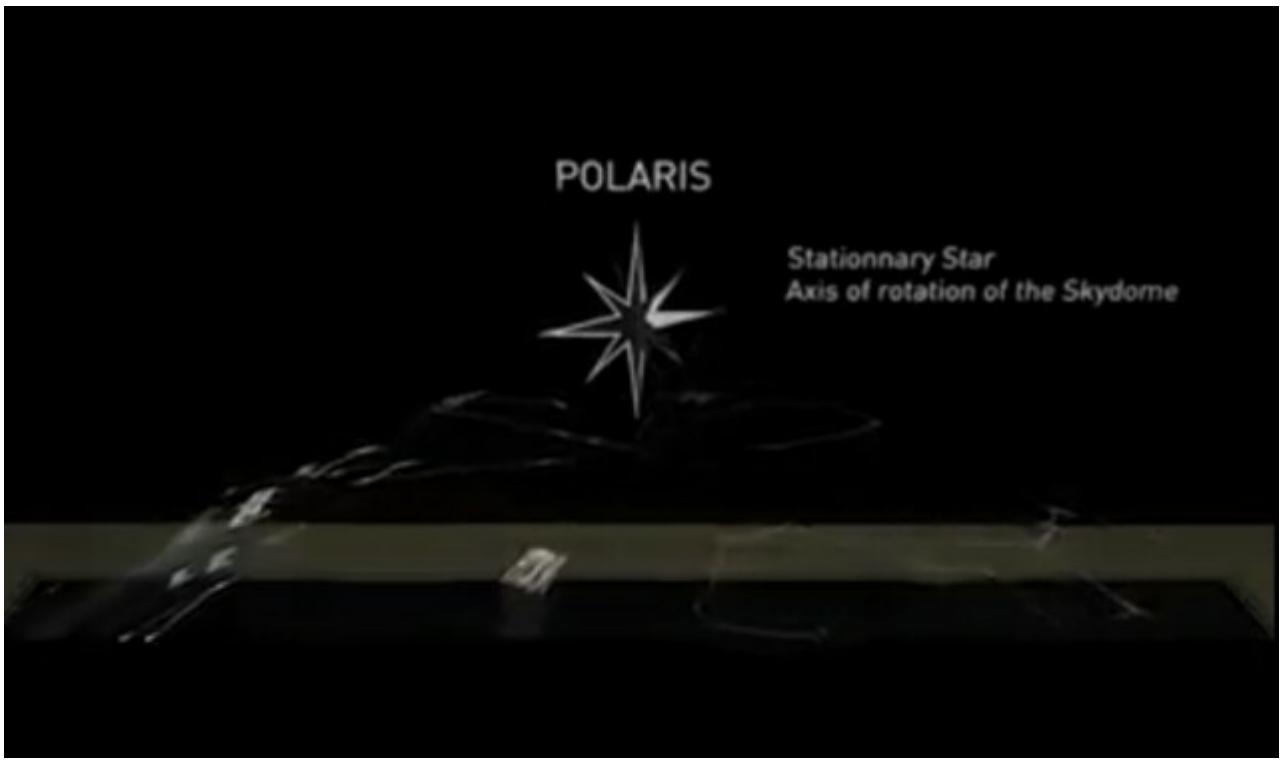

https://youtu.be/ahNfU7zYlmY

সর্বোপরি, পৃথিবী এ কারনেই স্থির যে, কন্সটেলেশন চিরকাল ধরে অপরিবর্তিত হয়ে আছে। হাজার বছর ধরে সকল তারকারা একই কক্ষপথে চলছে এবং স্থির আছে, প্রসিদ্ধ কোন তারকাই হারিয়ে যায়নি।অথচ প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজি আমাদের বলে, সূর্য পৃথিবী সহ গ্রহদের নিয়ে মহাশূন্যের অজানা গন্তব্যে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলো যে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, সেটা খুবই স্পষ্ট উপলব্ধ।।

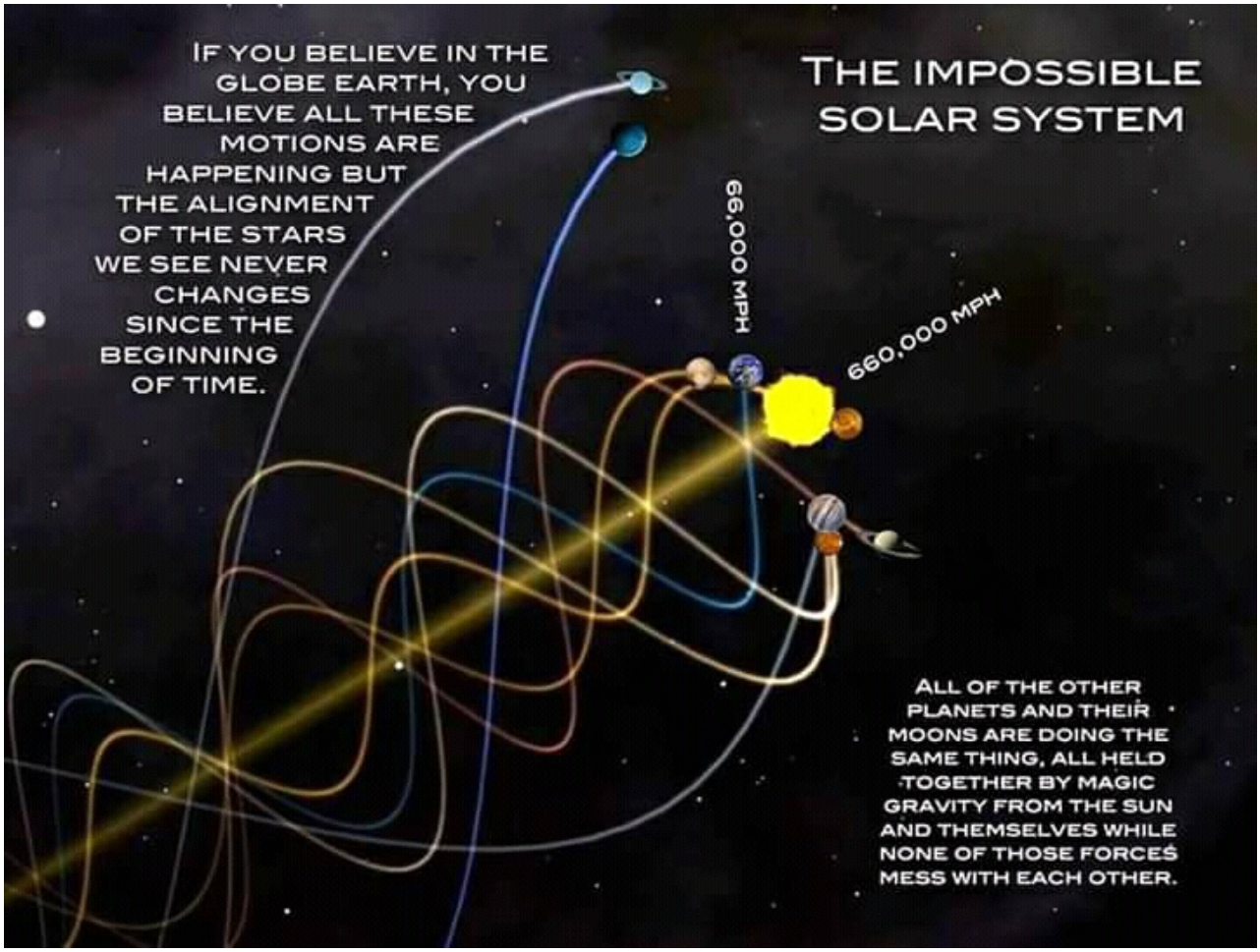

আজকের এই প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজি পুরোটাই অকাল্ট ফিলোসফির ফসল। কাব্বালার ও এস্ট্রথিওলজির প্রতিফলন। আজকের খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানীরাই এ কথা বলেন। দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=rw17zNZIve0

অথচ এই সৃষ্টি সংক্রান্ত বিকৃত ও শয়তানী শিক্ষাকে আমাদের মুসলিমদের অধিকাংশই গ্রহন করেছে। এবং কোনভাবেই ভিন্ন কিছু ভাবতে পারছেন না। কাব্বালিস্টিক কস্মোলজিকেই শাশ্বত সত্য বলে গ্রহন করে নিয়েছে। কুরআন সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা করছে।

আজকে আমরা অদেখা জগতের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাফিরদের উপর অনেক বেশি রকমের নির্ভরশীল। এমনকি আমাদের নিজেদের চোখের চেয়েও বেশি নির্ভর করি। আপনি আপনার চোখ দিয়েই জমিনে দাঁড়িয়ে দেখতে পান, আকাশের ওই কম্পনশীল কথিত গ্রহগুলো। ক্যামেরা বা টেলিস্কোপ এ জুম করেও সেটাই দেখা মেলে, অথচ নাসা,রাশাদের প্রকাশিত কার্টুন ইমেজ গুলোকে সত্য বলে চোখ বুজে মেনে নেই।
আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি বলেছেন সেটাও ওদের কথার সাথে মেলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। আল্লাহ তো ঠিক তা-ই বলেছেন যা বাস্তবিকভাবে আমরা দেখছি,এবং সেটা মহাকাশ সংস্থাগুলোর ভন্ডামি থেকে পবিত্র। আল্লাহ প্রথম আসমানকে তারকাদের দ্বারা সুশোভিত করেছেন। আল্লাহ এদের সৃষ্টি করেছেন আসমানি ছাদের সৌন্দর্যের জন্য, পথের দিশা পাবার জন্য এবং অবাধ্য শয়তানদের প্রতিরোধের জন্য নিক্ষেপক অস্ত্র হিসেবে। অথচ আজ আমরা কাফিরদের সাথে গলা মেলাতে গিয়ে কত কিছুই বানিয়ে নিয়েছি, কত কিছুই বিশ্বাস করছি। আমরা বলছি এই তারকারা তাদের স্বীয় সোলার সিস্টেমের সমস্ত শক্তির উ□স। এদের থেকেই সমগ্র আলো আসে। এদেরকে ঘিরেই গ্রহমালা আবর্তিত হয়। আমাদের পৃথিবীও নাকি একটা গ্রহ! অথচ আল্লাহ বলেন, তিনি জমিন স্থির করেছেন।[এখানে আসমান জমিনের উভয়ের কথাই

এসেছে। এই আসমান জমিন মানে আদৌ দুনিয়া নামের গোলাকৃতি গ্রহ আর ইনফিনিট স্পেস নামক মহাশূন্য নয়, বরং সমতল জমিন এবং গম্বুজাকৃতি আসমানি ছাদ]

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا	41

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ	05

তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের।

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ	06

নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি।

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ	07

এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।

لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ	08

ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়।

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	09

ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি।

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ	10

তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	97

তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি।

اتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ	16

এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শয়তানদের মার এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে।"[১]

আমার নিজের ফোনের ক্যামেরায় ধারন করা আসমানি সমুদ্রের তরঙ্গে সন্তরণরত 'শুক্র তারকা'কে ধারন করেছিলাম। দেখুনঃ

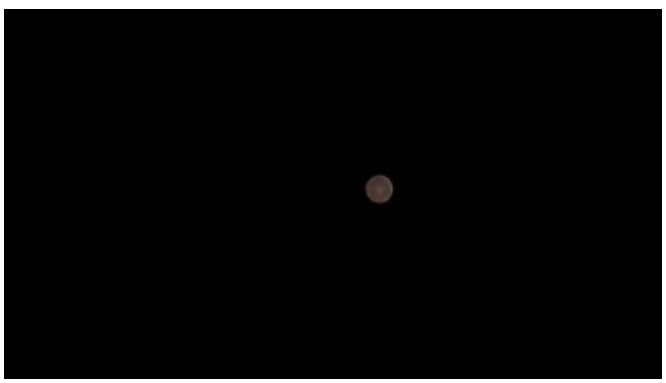

আপনার কি মনে হয় এই ভাইব্রেটিং লাইট এন্টিটি পৃথিবীর ন্যায় অবতরণযোগ্য জমিন বিশেষ(Terrafirma)?
এখানে কেউ মহাকাশ যান দিয়ে অবতরণ করতে পারে?
এটা তো কথিত শুক্র গ্রহের আসল রূপ। একই ধরনের বৈশিষ্ট্য 'মঙ্গল তারকারও'। আজ এই মঙ্গল নিয়ে কত কল্পনা জল্পনা! আপনি কি বিশ্বাস করেন, ওরা সেখানে রোভার রোবট পাঠাচ্ছে(সামনে মানুষও পাঠাবে)!!?
হলিউড তো মার্শিয়ান ফিল্মও তৈরি করছে।

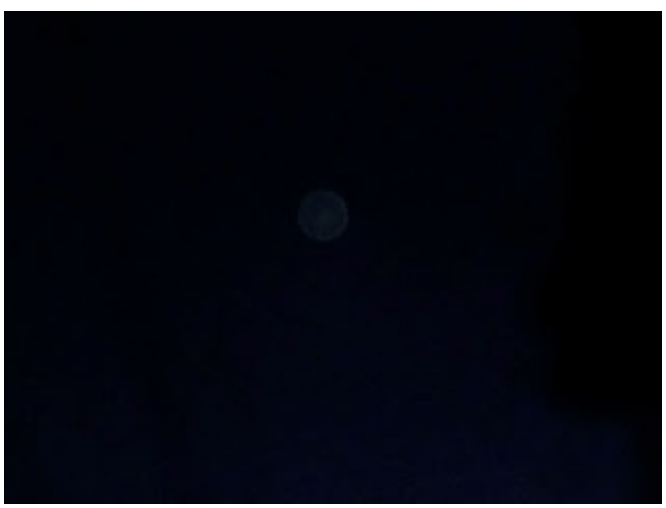

আশাকরি, এবার ওদের সকল কথা ও প্রচারণার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারছেন।

[চলবে ইনশাআল্লাহ]
বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

৯.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[CGI]

aadiaat.blogspot.com/2019/01/cgi_25.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমানঃ

২০.CGI-ফটোশপঃ

গত পর্বে সত্যিকারের নক্ষত্রমালা এবং মহাকাশসংস্থাগুলোর দেখানো নক্ষত্র এবং কথিত গ্রহমণ্ডলের বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এটা উল্লেখ করেছিলাম যে ওরা সবই কম্পিউটারে বানানো ভুয়া ছবিগুলোকে সত্য বলে প্রচার করে। আজ এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কস্মোলজি/এ্যস্ট্রনমিক্যাল বিষয়ে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বিশ্বাসের প্রায় ৯০% ই দায়ী কম্পিউটারে ও হাতে আঁকা এসমস্ত কাল্পনিক ছবি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাকাশসংস্থার প্রকাশিত ছবি ও ভিডিও গুলোর প্রায় ৯৯% ই সিজিআই(কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ)। এসবের কিছু ফটোশপে তৈরি, কিছু দুনিয়াবি ছোটখাটো অব্জেক্টের ক্লোজআপ ছবি,কিছু রঙ তুলিতে তৈরি।এদের প্রকাশিত ছবিগুলো অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ, কিছু আবার ইচ্ছে করেই ত্রুটি রাখা।আগের প্রকাশিত ছবির সাথে দশবছর পরের প্রকাশিত ছবির কোন মিল নেই। রঙ একদমই আলাদা করে দেওয়া। এমনকি এক মহাকাশ গবেষনা সংস্থার প্রকাশিত ছবির সাথে অন্য দেশের মহাকাশ গবেষণাসংস্থার দেওয়া ছবির কোন মিল নেই। আমি অবাক হই, এরপরেও মানুষ এসব বিশ্বাস করে। ওদের প্রকাশ করা ছবিগুলো দেখে হাসবার বদলে চোখ বড় বড় করে দেখে!

৯৯% মানুষ শুধুমাত্র এসব ভুয়া সিজিআই ইমেজ দেখে বিশ্বাস করে পৃথিবী এরূপ গোল। অথচ পানিকে সমতলে বইতে দেখে। এজন্য হিটলারের কথাখানা সত্য, কোন বড় মিথ্যাকে সহজভাবে বার বার বলতে থাকলে, একপর্যায়ে সেটাকে মানুষ সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়।

পৃথিবীর ভুয়া ছবি প্রথম প্রকাশ করে হলিউডের ফিল্ম স্টুডিও 'ইউনিভার্সাল পিকচার' ১৯২৭ সালে! আর নাসা প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৪ সালে! আর প্রথম গ্লোব ইমেজ ধারন করে ১৯৭২ সালে! এবার বলুন কিভাবে ১৯২৭ সালে হলিউড পৃথিবীর ছবি পেল?! তারা কিভাবে জানলো পৃথিবী দেখতে এরূপই!? আর ওদের কল্পনা কিভাবে একেবারে মিলে গেল ১৯৭২ এ! এতে মিথ্যাচারীতার ব্যপারটি যে পূর্বপরিকল্পিত সেটা ঠাহর করা যায়। এজন্যই আজ অব্দি কাল্পনিক স্পেস নিয়ে সব রকমের ফ্যান্টাসি তৈরির মূল ভূমিকায় আছে হলিউড।

পৃথিবীর ছবিগুলো যে ফটোশপ এবং রঙ তুলির কারসাজি সেসব নাসায় কর্মরত সিমনই স্বীকার করেন। তাকে নিয়ে এজন্য অনলাইনে অনেক ট্রোল হয়েছে। বিস্তারিত দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=SA89iDq7PzE

https://m.youtube.com/watch?v=fFBAznZwqVg

মহাকাশসংস্থার ফটোশপের কাজ দেখলে অবাক হতে হয়, ১৯৭৫ সালের ছবির সাথে ৯৭ তে প্রকাশ করা ছবির কোন মিল নেই। আবার ২০০২ সালে রিলিজ করা ছবি আরো ভিন্ন। ২০০৭ সাল অন্য আরেক পৃথিবী! এরা এও করেছে যে একই বছরে সম্পূর্ন ভিন্ন রঙের পৃথিবীর ছবি রিলিজ করেছিল। ২০০৭ সালে রিলিজ করা দুই ছবির মধ্যে কোন মিল নেই। তার মানে কি পৃথিবীর রঙ বছরে বছরে বদলায়? মাসে মাসে বদলায়? পানি কখনো নীল, কখনো সবুজাভ, কখনো গাঢ় নীলচে কাল! কখনো বা মনে হবে পুরো দুনিয়াটাই মরুভূমি হয়ে গেছে!! নিচের ছবিতেই লক্ষ্য করুন।

THIS IS A GLOBE IMAGE PRESENTED BY UNIVERSAL PICTURE BEFORE THERE WAS EVEN A SPACE PROGRAM
A UNIVERSAL PICTURE
1927
THE GLOBE IS FAKE AND HAS BEEN PROGRAMMED INTO OUR MINDS FOR DECADES
HOW DID THEY KNOW WHAT THE GLOBE LOOKED LIKE IF NASA WASN'T EVEN FOUNDED TILL 1958?
THE FIRST OFFICIAL IMAGE OF THE EARTH FROM SPACE WASN'T TAKEN UNTIL 1946 BY A GERMAN V-2 ROCKET.
APOLLO 17'S BLUE MARBLE IMAGE WAS TAKEN IN 1972. INTERESTING HOW THE DATE IS 1927 BACKWARDS, THE DATE OF UNIVERSAL PICTURE'S GLOBE IMAGE.
1972 BLUE MARBLE
GERMAN V-2 ROCKET IMAGE
LIARS

"IT IS PHOTOSHOPPED BUT IT HAS TO BE"
DATA VISUALIZER AND DESIGNER ROBERT SIMMON "MR. BLUE MARBLE."

Come on NASA* make your mind up, what does the earth really look like?
from the best
NASA CG College
Sign up today !
NEXT STOP MAR$
NOTICE THE DIFFERENCES
NASA's official earth image 2012
NASA's official earth image 2013
DO YOU ACTUALLY THINK THESE ARE REAL?
America NASA
Russia RASA
Japan JAXA
Europe ESA
Four different space agencies
Four different worlds

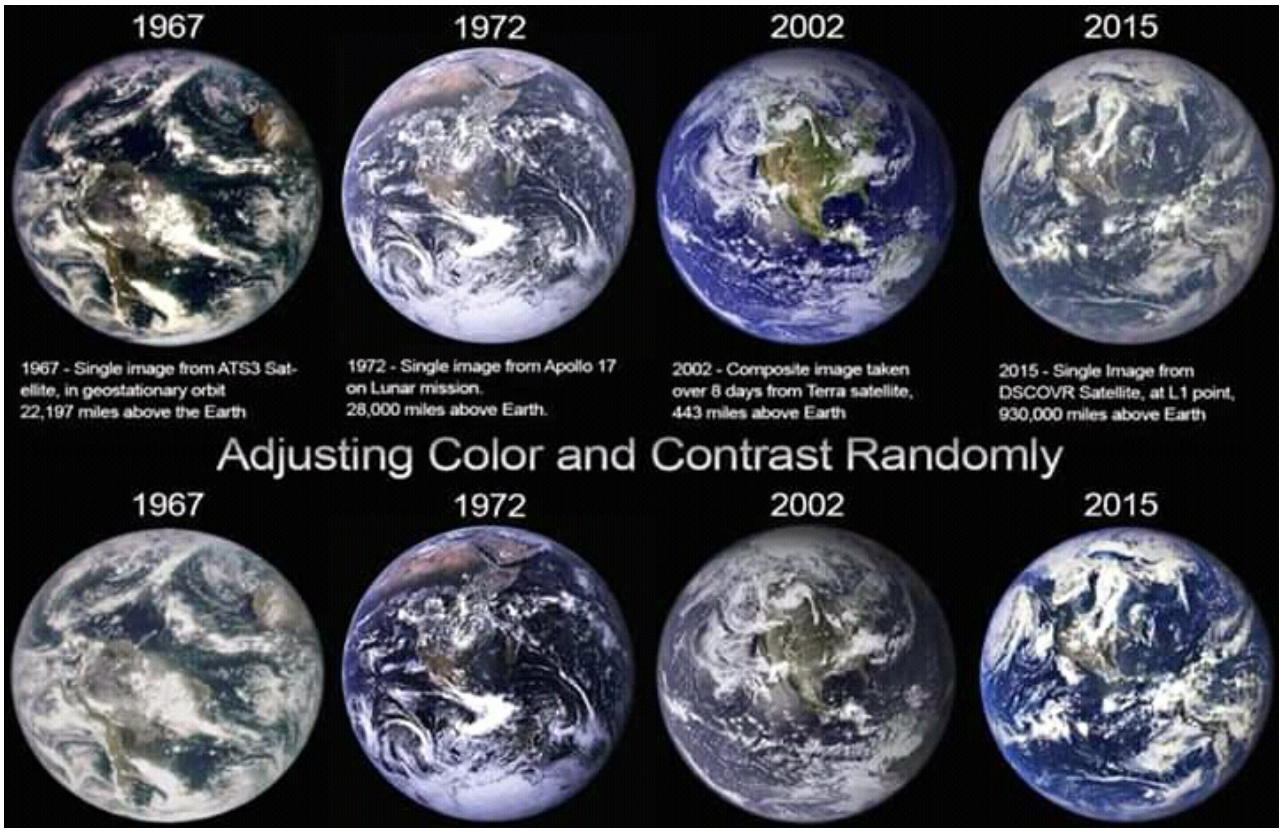
1967
1972
2002
2015
1967 - Single image from ATS3 Satellite, in geostationary orbit 22,197 miles above the Earth
1972 - Single image from Apollo 17 on Lunar mission. 28,000 miles above Earth.
2002 - Composite image taken over 8 days from Terra satellite, 443 miles above Earth
2015 - Single Image from DSCOVR Satellite, at L1 point, 930,000 miles above Earth
Adjusting Color and Contrast Randomly
1967
1972
2002
2015

Come on NASA* make your mind up, what does the earth really look like?
1975
2015
2007
1997
2007
2013
2012
2002
*ALL IMAGES ARE OFFICIAL NASA PICTURES OF EARTH, AS RELEASED THROUGH THE MAINSTREAM MEDIA OUTLETS AND MAJOR NEWS AGENCIES OF THE WORLD
QUESTIONS: HOW BIG IS AMERICA? WHAT COLOUR ARE THE OCEANS, AND THE LAND? WHY IS THERE NEVER ANY REAL VIDEO OF THE EARTH SPINNING, ONLY STILLS? WHY ARE THE IMAGES SO VARIED? DO YOU REALLY BELIEVE THIS IS WHERE YOU LIVE? DO YOU ACTUALLY TRUST NASA?

এখানেই শেষ নয়। ২০১২ সালের প্রকাশিত ছবিতে উত্তর আমেরিকার ম্যাপ লক্ষ্য করুন। এর আগের বছর গুলোতে প্রকাশ করা ছবিগুলোর চেয়ে অনেক অনেক বড় আয়তন! তাহলে কি আমেরিকার আয়তন শত হাজার লক্ষ বর্গকিলোমিটার বেড়ে গিয়েছিল??!! এরপরের বছর আবার কমে গিয়েছে কিভাবে!? সমুদ্রে আমেরিকার কয়েকটি দেশ তলানোর ঘটনা শুনেছেন নাকি!? নতুবা আয়তন এত কমলো কিভাবে!??

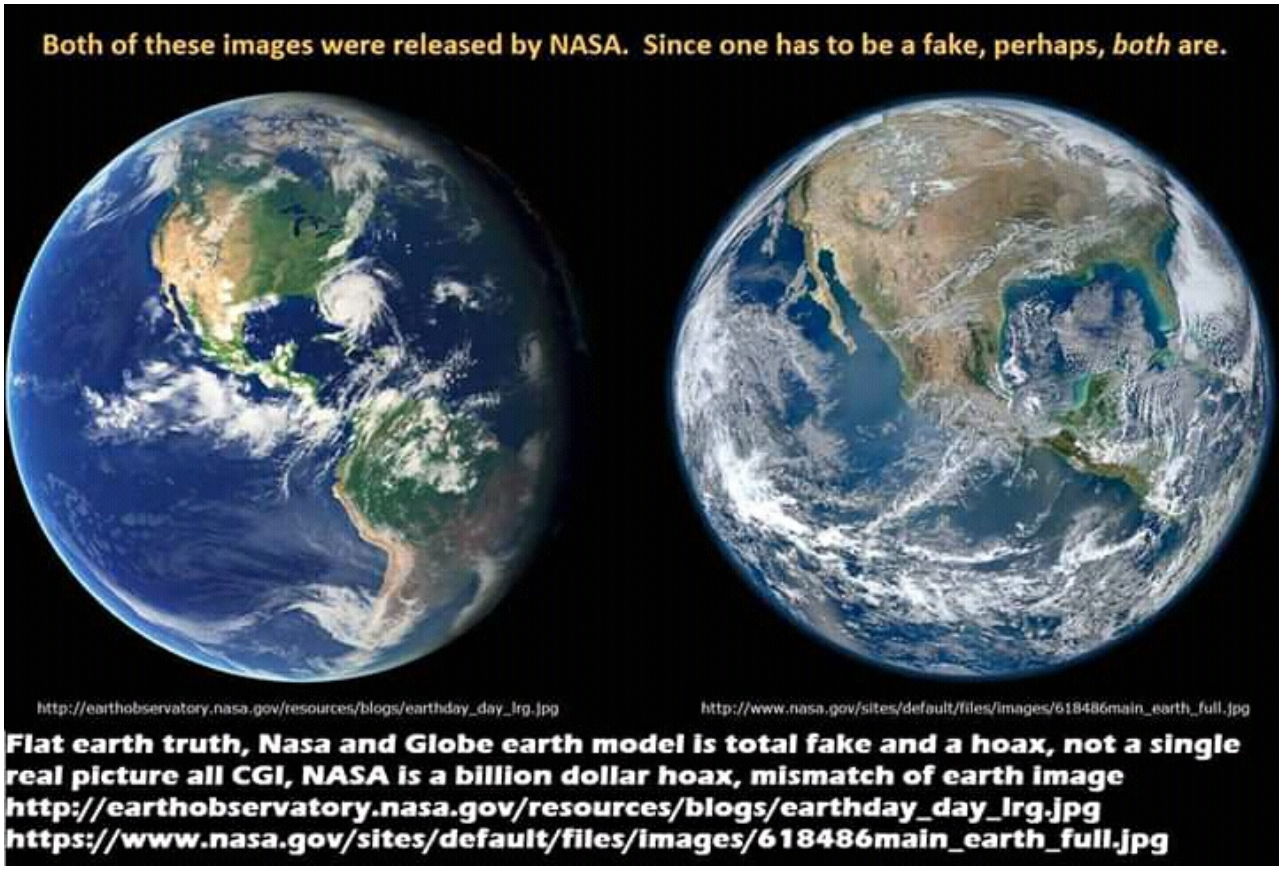

বিশ্বাস না হলে সরাসরি নাসার ওয়েবসাইটে গিয়েই দেখুনঃ
http://earthobservatory.nasa.gov/resources/blogs/earthday_day_lrg.jpg
https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/618486main_earth_full.jpg

যেখানে কাল্পনিক মহাকাশ গবেষনা সংস্থা নাসা নিজেদের প্রচারিত মিথ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে না,সেখানে স্বাভাবিকভাবে অন্য সব মহাকাশ গবেষনা সংস্থাগুলোর প্রচারিত মিথ্যার সাথে আরো বেশি বৈসাদৃশ্য থাকবে,এটাই প্রত্যাশিত। আছেও বটে। প্রতিটা স্পেস এজেন্সি যেন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের ছবি দিয়ে পৃথিবী দাবি করে! ছবিতে রাসা,জাক্সা,ইসা,নাসার অফিশিয়াল পৃথিবীর ছবি দেওয়া আছে। প্রতিটা যেন ভিন্ন ভিন্ন জগ□! নিচের রাশিয়ার মহাকাশ গবেষনা সংস্থার ছবিটা অসাধারণ।

আরো অবাক হবেন যখন নাসার অফিশিয়াল পৃথিবীর ছবিতে SEX লেখা দেখবেন। এগুলো ওদের ভাঁওতাবাজি আরো স্পষ্ট করে।ওরা আসলে এসব করে মূর্খ পাব্লিকের অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে তামাশা করে।

এ কারনে, প্লুটোর ছবিটায় কার্টুনের ছাপ থাকে।

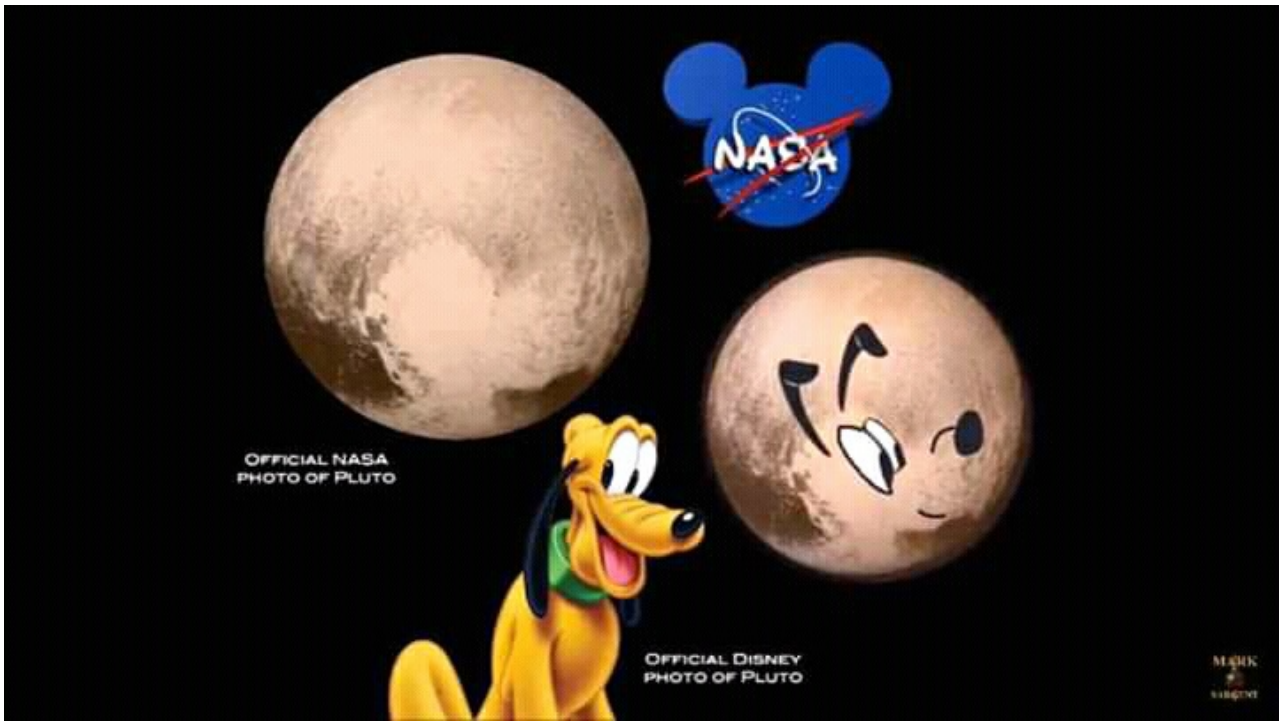

প্রতিদিনই পত্রিকায় অমুক গ্রহ আবিষ্কারের খবর আসে। অমুক গ্রহে পানি আছে, অক্সিজেন আছে ইত্যাদি খবর ছাপে। ছবিও ছাপে। এসব সবই পৃথিবীর ছবির ন্যায় সিজিআই। অস্তিত্বহীন কল্পনা।

তাদের কাল্পনিক অসত্য ছবি গুলোর আরেকটি উ□স হচ্ছে কোন মানবসৃষ্ট প্লাস্টিক অথবা পাথর বা ওইরূপ বস্তুর ক্লোজআপ ইমেজ। আধারে খুব নিকট থেকে সেসব ছবি তুললে মনে হবে ওগুলো সত্যিই কোন সেলেস্টিয়াল অব্জেক্ট। যেমনটা নিচের ছবিতে দেখছেন।

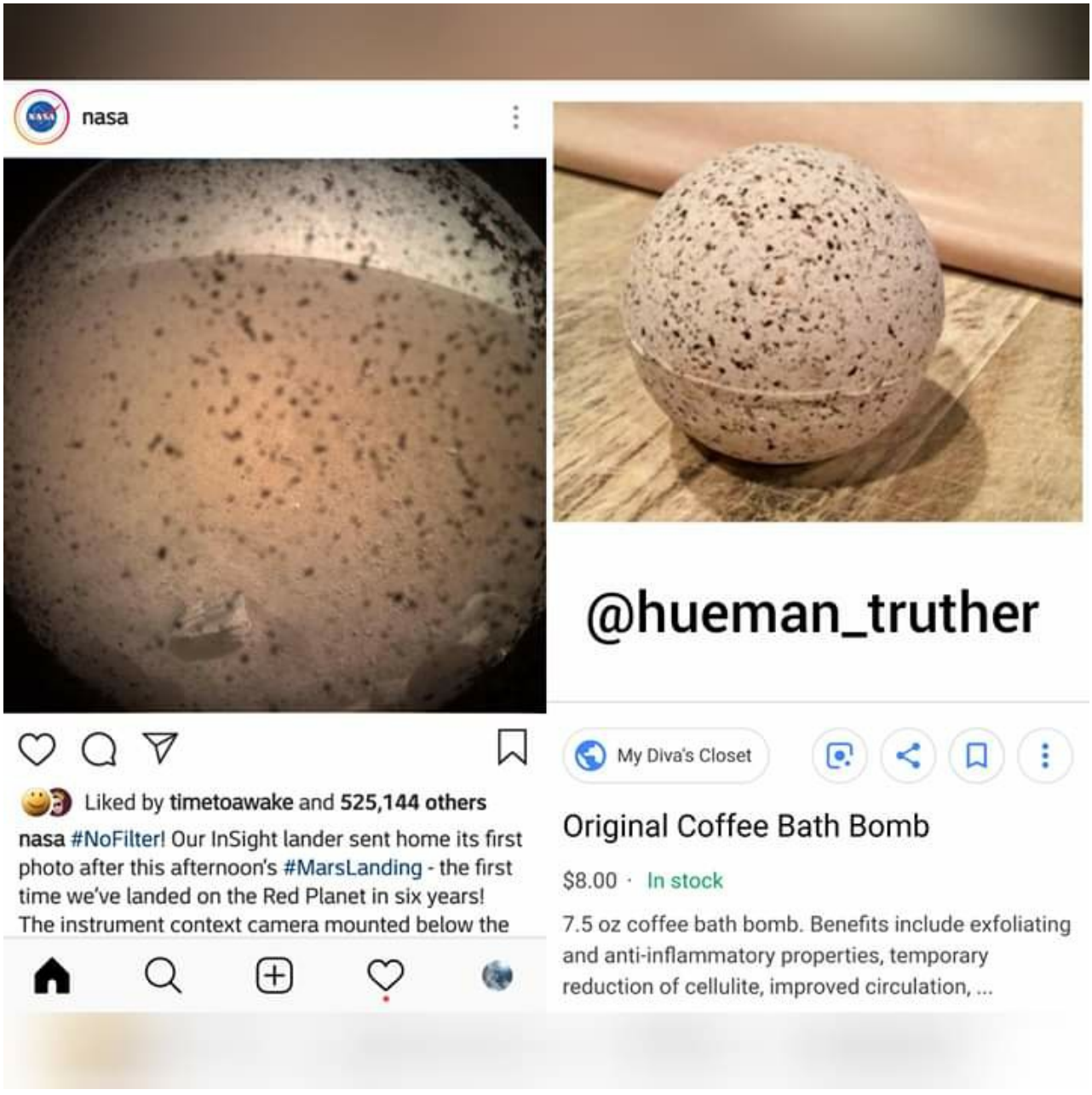

রঙের মিশ্রন দিয়েও সুন্দর গ্রহ নক্ষত্র বানাতে পারে। একথা রব সিমনই বলেছিলেন। গ্রহ বানানোর প্রক্রিয়া দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=2TCGG0eVdM4
https://m.youtube.com/watch?v=r7q4VXPiSyU
https://m.youtube.com/watch?v=9gs3XuXcQ2I
https://m.youtube.com/watch?v=7suEIJyGJck
https://m.youtube.com/watch?v=NrNN71pKU-k

তাদের চাঁদ ও পৃথিবী সংক্রান্ত ছবিগুলোও হাস্যকর রকমের ভুলে ভরা। মুন ল্যান্ডিং এর কথা বাদই দিলাম।

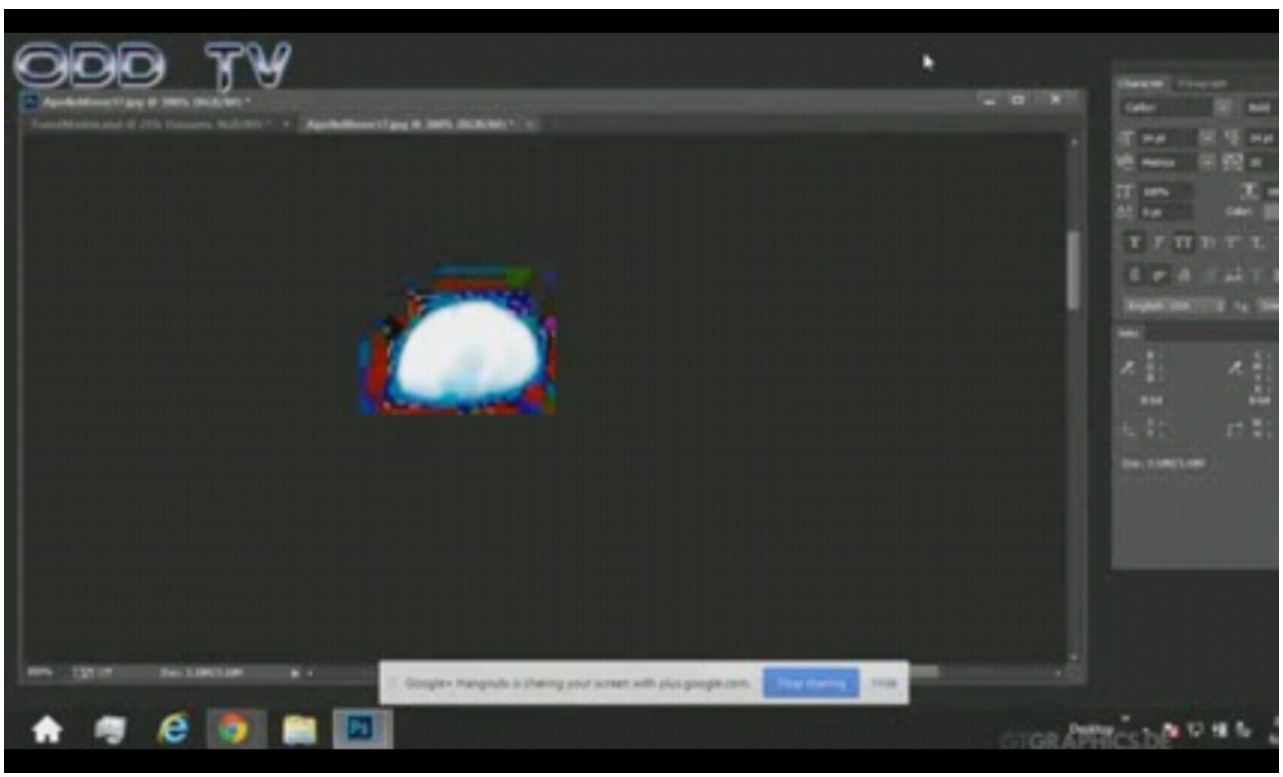

এরা চাঁদ মঙ্গলের ভুয়া ছবি বানিয়েই শুধু বিশ্বাস করায় না,এরা চাঁদ মঙ্গলের অবতরণের পর সে এলাকার দৃশ্যগুলোও পৃথিবীর কোন অঞ্চলে শুটিং করে বানিয়ে নেয়।

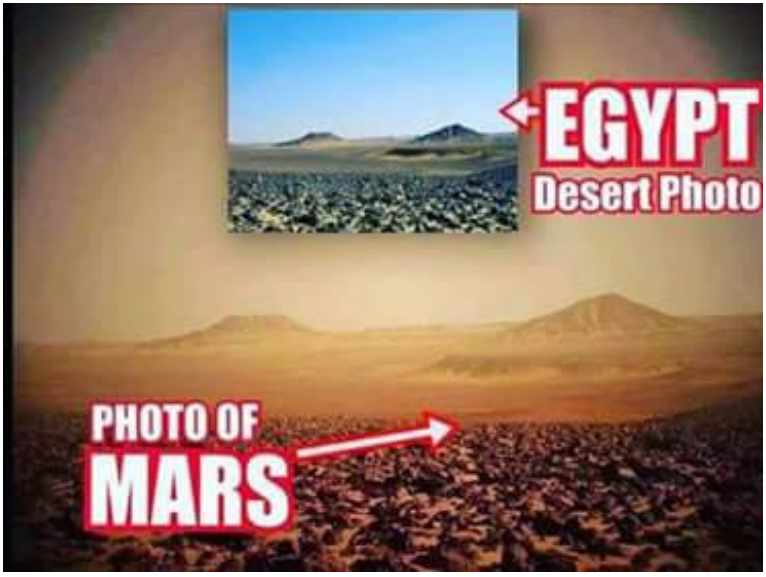

ওদের ছবিগুলোর অঞ্চলগুলো পৃথিবীরই কোন এলাকা। অথচ আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আপনার কি মনে হয় মঙ্গল 'নক্ষত্রে' কেউ অবতরণ করতে পারে! মঙ্গলে পৃথিবীর মত শক্ত ভূমি আছে!? আমরা খালি চোখেই মঙ্গলকে মিটমিট করে কাঁপতে দেখি। এরপরেও কিভাবে কিছু লোক এদের কাল্পনিক মিথ্যা বুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, জানি না। এসব নিয়ে ৮ম পর্বেই আলোচনা গত হয়েছে। গ্রহ বলে আসলে কিছু নেই। আমাদের এই পৃথিবী কোন গ্রহ নয়। আর নক্ষত্র আদৌ তেমন কিছু নয় যা মহাকাশসংস্থাগুলো আমাদের দেখায়।

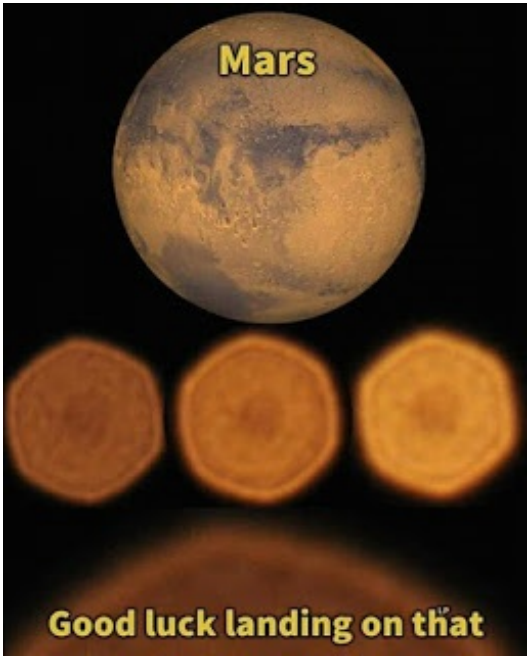

Stars observed through a Nikon P900
"The great probability is that EVERY STAR IS A SUN, far surpassing ours in magnitude and splendor; they all shine by their own native light."
-Thomas Henderson, Treatise on Astronomy

আগেই দেখিয়েছিলাম পৃথিবীর কোন কার্ভাচার নেই। পৃথিবী একেবারে সমতল কার্পেটের মত বিছানো।কার্ভের বিশ্বাস আনয়নের জন্য সিজিআই ইমেজের পাশাপাশি ফিশআই লেন্স, গো প্রো ক্যামেরা ব্যবহার করে তারা। নিচের ছবিতে লক্ষ করুন, এই ফেক কার্ভ যদি সত্যি হতো, তাহলে এই কার্ভ অনুযায়ী সার্কেল পূর্ন করলে কি অবস্থা হয় দেখুন। পৃথিবী কি এতই ছোট!? সর্বোচ্চ দুইটা দেশের আয়তনের সমান! অন্যসব মহাদেশ,সমুদ্র কোথায় রাখবেন??

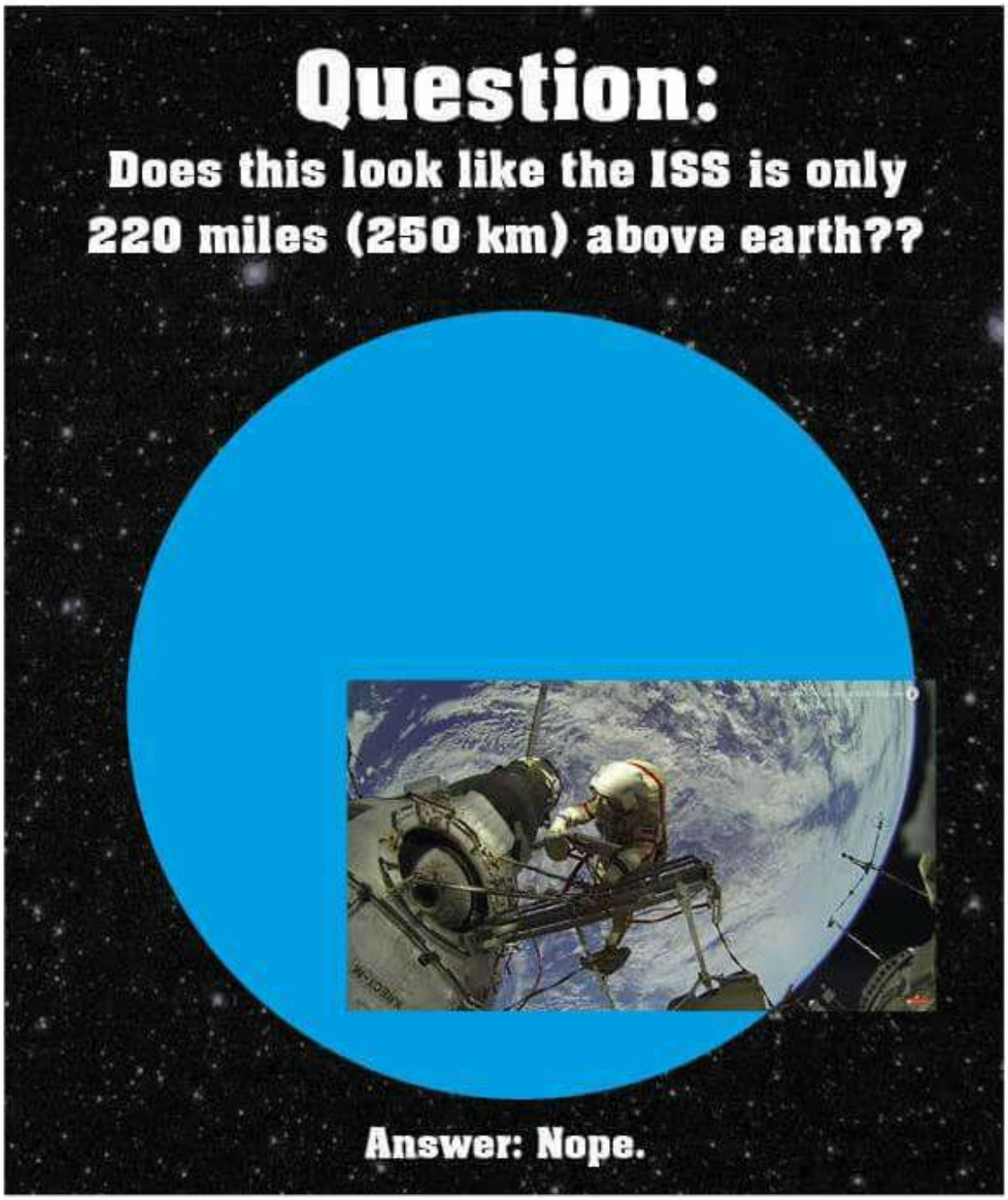

এজন্য আইএসএস অন্যসব অসত্য বিষয়ের মধ্যে একটি। ওরা পানিপূর্ন গভীর সুইমিং ধরনের কোথাও এসবের স্যুটিং করে। যার জন্য মাঝেমধ্যে এস্ট্রনটদের আশপাশ দিয়ে বুদবুদ উঠতে দেখা গেছে অনেকবার।হলিউড তো পাশে আশেই।
আরও দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=oJJJOZ3AyjI
https://m.youtube.com/watch?v=oOa1Zv7nvbc
https://m.youtube.com/watch?v=LKs5AbPIA88
https://m.youtube.com/watch?v=8PB7AwZzaOo
https://m.youtube.com/watch?v=yHwxne9jnBE

এখন প্রশ্ন আসে, স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন গুলোর পিছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাজেট।অথচ এরা সস্তা আঁকিবুঁকি, সিজিআই,অভিনয়,স্যুটিং দেখিয়ে জনগনকে তৃপ্ত রাখে, তাহলে ওরা এই বাজেট গুলো দিয়ে কি করে!? হয়ত সেসব ব্ল্যাক বাজেটে ঢোকানো হয়। আমেরিকা শুধু ব্ল্যাক বাজেটে ৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে, সেটা শুধু শুনিয়েছে মাত্র। সেটার হিসাব আরো অনেক বেশি। ব্লাক প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে, শয়তান জ্বীনদের সাথে হাত মিলিয়ে বিচিত্র গবেষনামূলক কাজ করা। ওদেরকে নাম দিয়েছে এলিয়েন। ব্ল্যাক বাজেটের সোজাসাপ্টা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীদের মসীহকে দ্রুত আনয়নের জন্য মঞ্চ বিনির্মান। এবং বিচিত্র অকাল্ট ফিজিক্স নিয়ে ঘাটাঘাটি করা।

পৃথিবীর আকৃতি হিসেবে যে ছবি প্রকাশ করা হয়, সেটা কি স্ফেরিক্যাল আর্থ থিওরিস্টদের মতামতের অনুগামী?!
সায়েন্টিস্টদের কেউ বলে পৃথিবী পেয়ারার মত দেখতে। আবার কেউ বলে ঘূর্নন গতির ফলে এটার আকৃতি কিছুটা কিছুটা গোলাকার!
দেখুনঃhttps://m.youtube.com/watch?v=nTOE4Ar0Dfo

According to NASA earth is actually an oblate pear shaped spheroid.

Exaggerated Bulges of Earth

So what in the world is this?

Does this actually look real to you?

তো এবার আপনি বলুন, কোন ছবিটিকে আপনি বিশ্বাস করেন!? পৃথিবীর কোন আকৃতিকে মানেন!? পেয়ারা,কমলালেবু,মধ্যভাগে স্ফিত, নীল মার্বেল,কালচে নীল, সবুজাভ নীল নাকি আপনার নিজের আকা কোন একটি?
সায়েন্টিস্টরা যে আন্দাজে মিথ্যা বানোয়াট কথা বলে এটা তারা নিজেরাও জানে। তারা বরং এটা গর্বের সাথে বলে।
আমরা শুরু থেকেই দেখিয়ে এসেছি, পৃথিবীর কার্ভাচার শূন্যতার তথ্যপ্রমাণসহ আরো অনেক কিছু। আজ দেখালাম ওদের সমস্ত মিথ্যা সিজিআইর কারসাজি।

এখন ২০১৯ সাল। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন ছবিই কেউ দেখাতে পারেনি। পারবেও না। গোটা পৃথিবীর ছবি তোলা একরকমের অসম্ভব। কারন কেউই গম্বুজাকৃতির এই ছাদ ভেদ করে বাইরে যেতে পারেনা।

ডঃ আগাস্ট পিকার্ড প্রথম কথিত স্ট্র:্যাটোস্ফিয়ারে পৌছেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীকে ওই উচ্চতায় সমতল ডিস্কের মত দেখেছিলেন। তাকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে হেনেসি কমার্শিয়াল। সেখানে আকাশকে গম্বুজাকৃতির ছাদ হিসেবে দেখিয়েছে!! দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=_faCEgNrrBE
https://m.youtube.com/watch?v=MZ_PHiuMhpQ

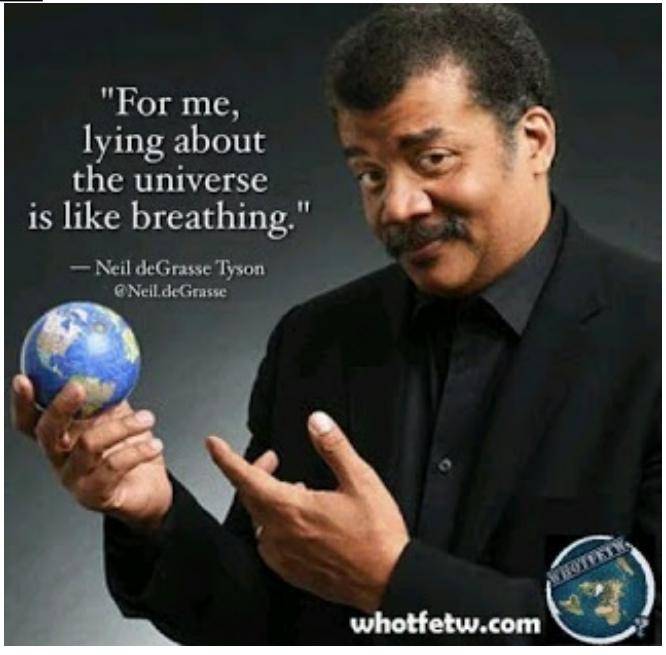

এতকিছু জানবার পরেও একদল লোক গ্লোব আর্থের কার্টুন ছবিগুলোকে চোখ বুজে বিশ্বাস করবে। তাদের কাছে এসবই মহাসত্য,কারন মহাকাশ গবেষনা সংস্থাগুলো দেখায়। বই পুস্তকে আছে। মিডিয়াগুলো প্রচার করে। মুভিতেও দেখায়। 'অতএব যে যাই বলুক না কেন, এটাই আমার কাছে সত্য'! :)

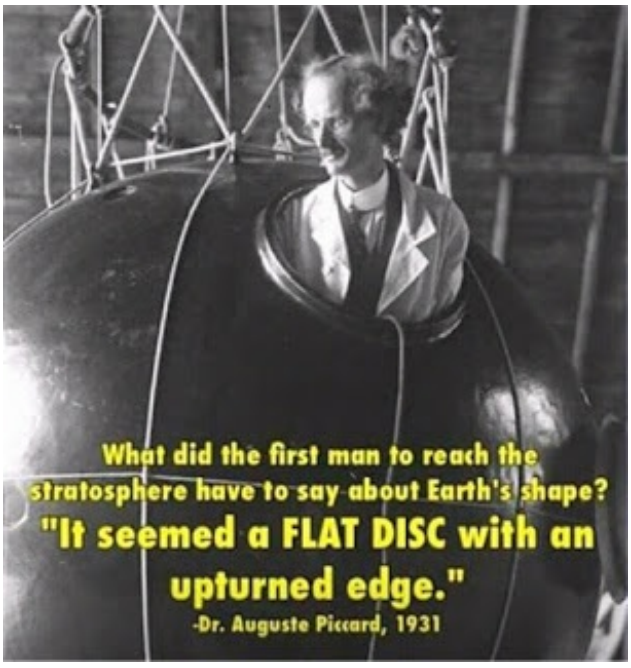

চলবে....

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ

১০.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি

aadiaat.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণঃ

২১.বিমান কখনোই কার্ভ মেইন্টেইন করেনা:

বর্তমানে আকাশপথে বিমানগুলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিচরন করছে। এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে যাচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যপার হচ্ছে কোন বিমানই কাল্পনিক স্ফেরিক্যাল আর্থ তত্ত্বানুযায়ী চলে না। আপনি কখনো দেখবেন না বিমানগুলোকে পৃথিবীর কার্ভাচার মেইন্টেইন করে। স্ফেরিক্যাল আর্থ অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অপরিবর্তিত রাখার জন্য বিমানকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর পরই নোজ ডাউন করতে হবে নিচের দিকে।

যদি এটা না করে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে,তবে এক পর্যায়ে বিমান পৃথিবী ছেড়ে আউটার স্পেসে ভ্রমন শুরু করবে। অথচ কোন বিমানই এরূপ করে না। এমনকি কোন পাইলটই নোজ ডাউনের স্বীকৃতি দেয় না। সকল বিমান জমিনের উপরে বায়ুর সমুদ্রে সমান্তরালভাবে ভেসে চলে। এ বিষয়টি পৃথিবীর সমতল প্লেইনের ব্যপারটিকে সত্যায়ন করে। একই সাথে বর্তুলাকার পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত কাল্পনিক বিশ্বাসকে ভুল প্রমান করে। এজন্যই অধিকাংশ পাইলট পৃথিবীর কার্ভাচারহীনতার বিষয়টা আচ করতে পারে। অনেকে গভীরভাবে চিন্তা করে,কেউ বা করেনা। যারা বিষয়টা নিয়ে ভাবে এরা কনক্লুশনে পৌছায়, পৃথিবী সমতল ও স্থির! অধিকাংশ পাইলটই চাকুরি যাবার ভয়ে এসব কিছু বলেনা। অনেকে রেপুটেশনের ভয়ে চুপচাপ থাকে। কেউ বা সাহস করে মুখ খোলে,কেউ বা এসব প্রশ্নে অজান্তেই বলে দেয়। দেখুনঃ

https://m.youtube.com/watch?v=xJ9CrAbZp28
https://m.youtube.com/watch?v=dKvisJ1NBpU
https://m.youtube.com/watch?v=e65wQxKlajg
https://m.youtube.com/watch?v=VaUBrui9L1I
https://m.youtube.com/watch?v=MmjKRktNzVc
https://m.youtube.com/watch?v=N4zphkmSMrA
https://m.youtube.com/watch?v=3obH3Yh3k10

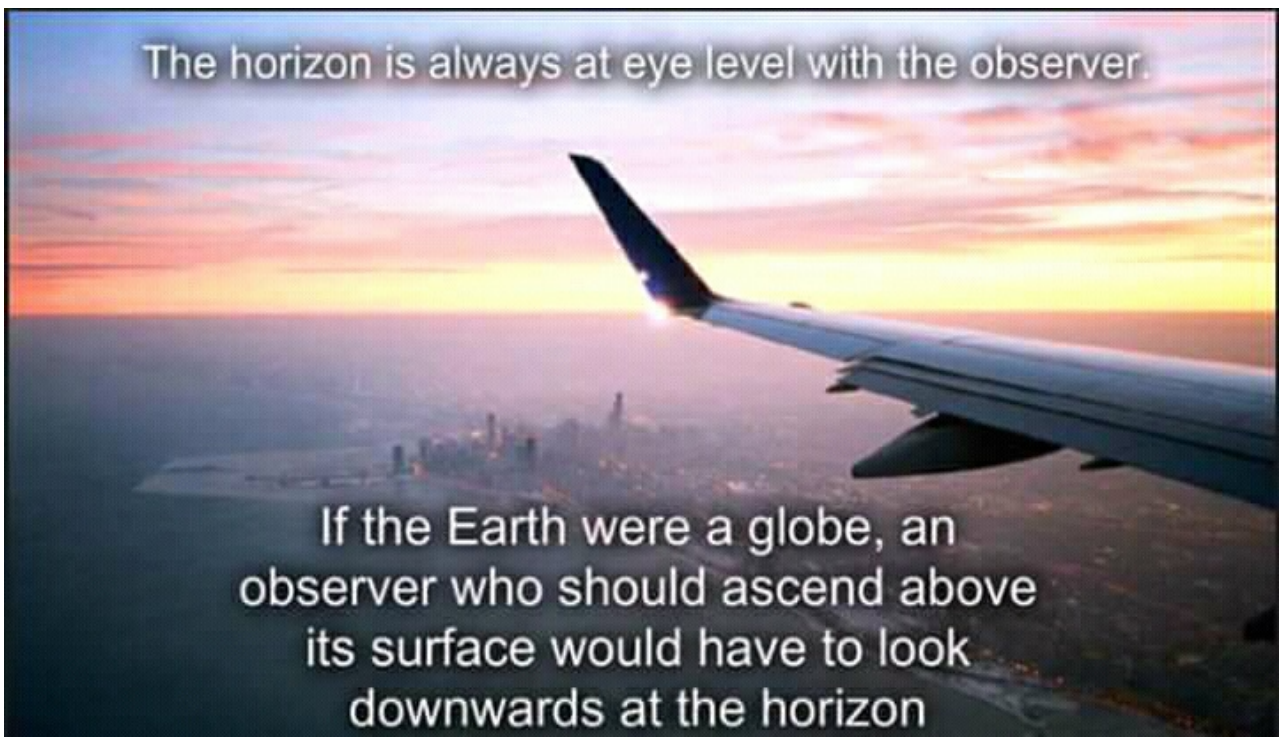

২২.সাবমেরিনও কার্ভ মান্য করে চলেনাঃ

একইভাবে সাবমেরিনের চলাচলের প্রকৃতিও কার্ভাচার বিহীন সমতল পৃথিবীর ধারনাকে সত্যায়ন করে। বিমানের মত সাবমেরিনকেও গ্লোব আর্থ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের পরে বার বার সম্মুখস্থ দিক নিচের দিকে বাকাতে হবে,তবে বিমানের তুলনায় সাবমেরিনের ধীর গতির জন্য এ প্রক্রিয়া একটু ধীরে হবে। এরূপ না করে মাইলের পর মাইল চলতে থাকলে গ্লোব মডেল অনুযায়ী সাবমেরিন পানির উপর ভেসে উঠবে, কিন্তু এরকমটা বাস্তবিকপক্ষে বিমানের ন্যায় সাবমেরিনেও করা হয় না। যদি কোন সাবমেরিন এই সমতল জমিনের সমুদ্র তলদেশে এরূপ করে, তাহলে সেটা গভীর থেকে অধিক গভীর তলদেশে পৌছতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে তলদেশীয় মাটি, পাথর বা পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটবে।

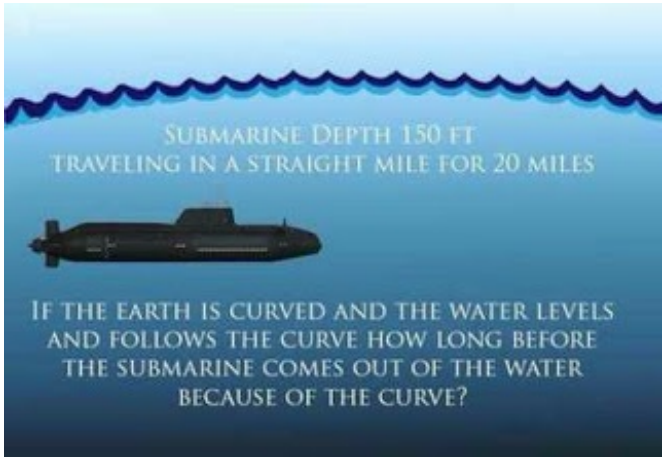

সর্বোপরি পানি কখনোই কার্ভড অবস্থায় থাকে না। ওয়াটার লেভেল ফেনোমেনা এটা প্রমান করে সমস্ত সমুদ্রের পানি সর্বদা একই উচ্চতায় থাকতে চেষ্টা করে, কোথাও কমে গেলে, নিম্নগামিতার নীতি মেনে চারদিক থেকে পানি এসে পানির সমতলতা বজায় রাখে। অথচ গ্লোব আর্থ থিওরি ঠিক উল্টো অলীক কল্পনাকে সত্য বলে,যেমনটা ডানের ছবিতে দেখছেন। এসব নিয়ে আলোচনা পূর্ববর্তী পর্বে গত হয়েছে।

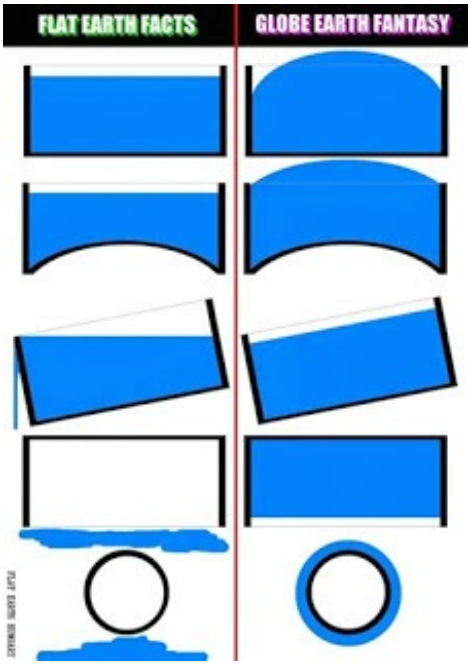

২৩.কোন রকেটই কথিত মহাশূন্যে যায়নাঃ

রেনেসাঁর যুগ থেকে প্রাচীন যাদুকরদের দর্শনগুলোর অন্যতম মহাশূন্য বা স্পেসের বিশ্বাসকে আমাদের সকলের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়। এরপরে শয়তানের উপাসক জ্যাক পার্সন রকেট নির্মান করে সারাবিশ্ববাসীকে কাল্পনিক মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন দেখায়। এরপরে একে একে রকেটগুলো মহাকাশে যাবার খবর, এবং চন্দ্রবিজয় এর ভিডিও রিলিজ হয়,যদিও হেলিওসেন্ট্রিজম অনুযায়ী চাদে বায়ুমণ্ডল না থাকলেও বাতাসে পতাকা নড়ছিল,ছায়া এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত ছিল।
যদিও আজকে মহাকাশ সংস্থা নাসা দাবি করে, তারা এখনো লো আর্থ অর্বিট অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি! এরপরেও মানুষ রকেটের মহাকাশ পাড়ি দেবার সক্ষমতার ব্যাপারে সুধারনা রাখে! প্রশ্ন হলো, এগুলো কি আসলেই মহাশূন্যে যাত্রা করে?! আপনি যদি খেয়াল করেন, যত রকেটই উ□ক্ষেপিত হয়, কোনটিই সোজা যায় না। সর্বোচ্চ পচিশ ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত সোজা যেতে থাকে,এর পরেই শুরু হয় নোজ ডাউন সিকোয়েন্স। অর্থা□ ধীরে ধীরে সোজা অবস্থা থেকে তীর্যক অবস্থায় যেতে শুরু করে। এক -দেড় লক্ষ ফুট উচ্চতা যাবার আগেই সম্পূর্নভাবে হোরাইজন্টাল হয়ে যায়। অর্থা□ মহাকাশে না গিয়ে দুনিয়ার দৃশ্যমান আকাশসীমায় বিমানের মত চলতে থাকে। যখন দৃষ্টিসীমা থেকে হারাতে শুরু করে তখন আমরা মনে করি ওটা স্পেসে চলে গেছে!
যাদের(বিমান,সাবমেরিন) নাক বাকানো উচি□ তারা সমান্তরাল রেখায় চলে আর যাদের(রকেট) উচিত নয় সেগুলো বাকায়! এতে করে সহজেই বোঝা যায়, আপনি কোন দুনিয়ায় বাস করেন। বিশ্বাসে একটা, আর বাস্তবতায় আরেকটা।

সোজাসুজিভাবে রকেট পাঠিয়েছিল সিভিলিয়ান স্পেস এক্স। ৭৩ মাইল গিয়ে কোন কিছুতে সশব্দে সজোরে আঘাত হানে এবং নিচে ফিরে আসে। এটাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর অলিখিত রেকর্ড। স্বীকৃত হাইয়েস্ট অলটিটিউডে পৌছানোর রেকর্ড গুলো ৭৩ মাইলের এর নিচে(উইকিপিডিয়া তথ্যানুযায়ী)। ৭৩ মাইলে পৌছে যাতে ওই রকেট আঘাত হানে সেটা হয়ত স্বচ্ছ আসমানি ছাদ(ওয়া আল্লাহু আ'লাম)।
দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=IAcp3BFBYw4

২৪.জাইরোস্কোপ গোলাকার পৃথিবীর মডেলে কাজ করতে পারে নাঃ

মেক্যানিক্যাল জাইরোস্কোপ গুলোর উপর ভিত্তি করে বিমান গুলো এখনো চলাচল করে। অথচ সেই জাইরোস্কোপ বর্তুলাকার পৃথিবীতে কাজ করে না বরং সেটা একদমই সমতল জমিনের উপযোগী করে তৈরি। বলা হয়, বিমানের দেখানো আর্টিফিশিয়াল হোরাইজন মেইন্টেইন করার জন্য জাইরোস্কোপের ব্যবহার হয়। একদমই কন্ট্রাডিক্টরি।
ফ্ল্যাট হোরাইজন যদি সত্যিই আর্টিফিশিয়াল হয়, অর্থা ভুল হয়ে থাকে তাহলে জাইরোস্কোপ ব্যবহার কেন!? তার বদলে তো কার্ভিমিটার ব্যবহার করার কথা ছিল। অর্থা দেখা যাচ্ছে, বিমানের চালানো হয় সমতল পৃথিবীর তত্ত্ব মেনে, কিন্তু বলা হচ্ছে সমতল হোরাইজন কৃত্রিম অর্থা পৃথিবী গোলাকার !! ব্যপারটা কেমন যেন এরকম যে,কোন লোকের চোখ বেধে ঘোড়ার পিঠে উঠানো হয়েছে, কিন্তু বলা হচ্ছে, তুমি আছো হাতির পিঠে। লোকটি বাহনের আচরবে অনুভব করছে এটা ঘোড়া, এরপরেও বলা হচ্ছে এটা হাতি। এখানেও একই অবস্থা বিদ্যমান।

বিমান যখন হাজার হাজার ফুট উপরে থাকে, তখন হোরাইজনের কার্ভাচার চারদিকে খুব বেড়ে যায়(যদি সত্যিই কার্ভ থেকে থাকে)। এতে করে জাইরেস্কোপের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সেটা অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকবে। বিমান ওই অবস্থায় কিভাবে জাইরেস্কোপের আচরন অনুসরন করবে!? অথচ বাস্তবতা হচ্ছে জাইরেস্কোপ স্থির ভাবে সমতলে থাকে। যা প্রমান করে জমিন একেবারেই কার্ভবিহীন।

দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=TpVZi1w58Nk
https://m.youtube.com/watch?v=Pbo78Ombgx4
https://m.youtube.com/watch?v=8DVhoD-5Keg
https://m.youtube.com/watch?v=R8U2hyoK8IU
https://m.youtube.com/watch?v=idC4Lmtrr_M
https://m.youtube.com/watch?v=wbf5POQk8JY

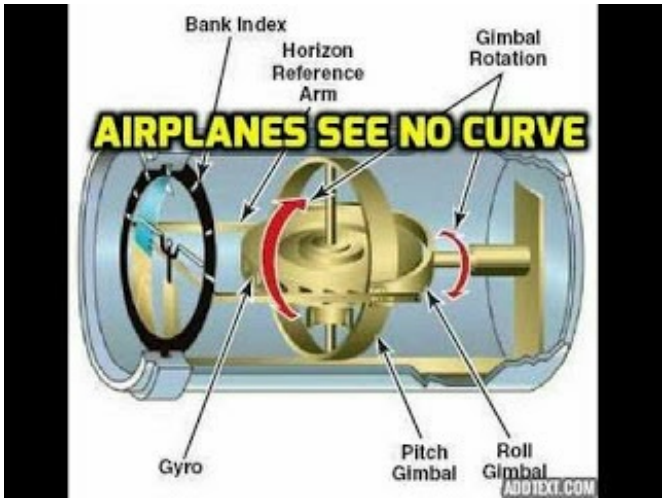

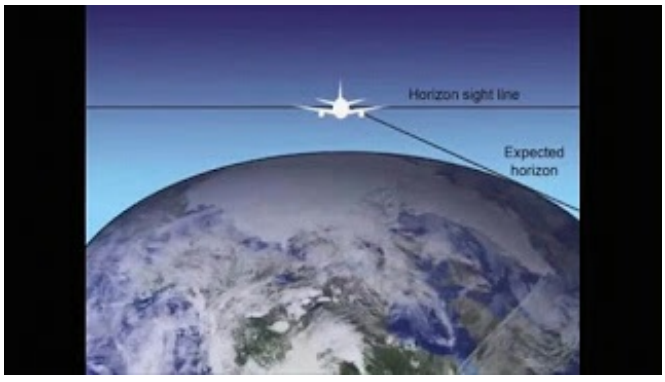
Horizon sight line
Expected horizon

A GYROSCOPE WILL STAY PERFECTLY UPRIGHT RELATIVE TO ITS STARTING POSITION
THIS IS A FULLY MECHANICAL VERSION LIKE THE ONES USED BY EVERY COMMERCIAL PASSENGER PLANE IN THE WORLD

THAT GYROSCOPE MAKES THIS INSTRUMENT POSSIBLE
AN ARTIFICIAL HORIZON THAT IS HELD CONSTANT BY THE GYROSCOPE

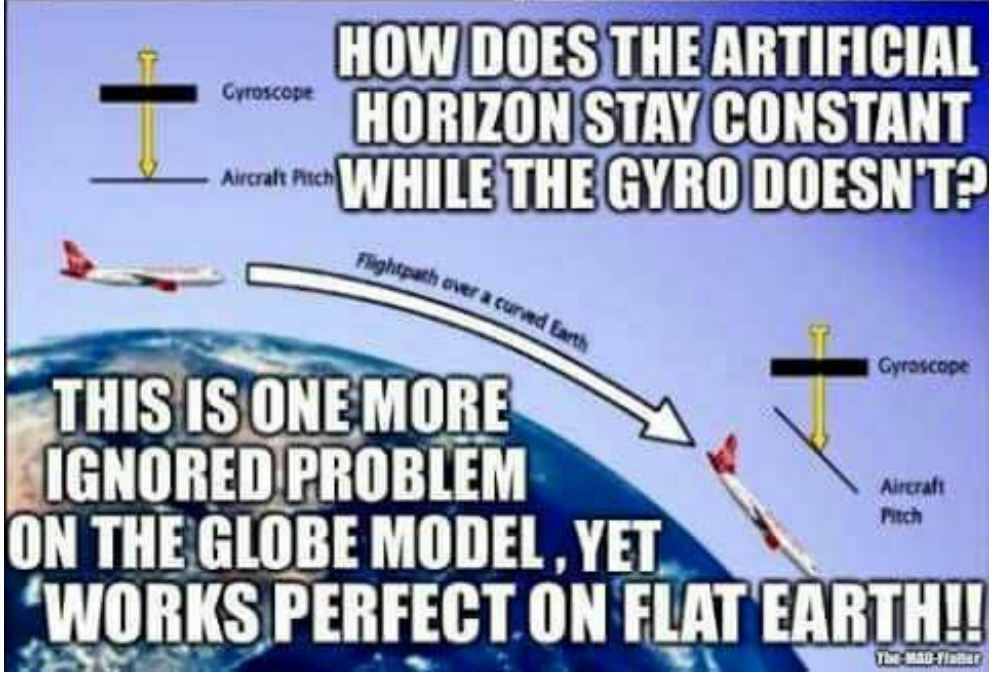
Gyroscope
Aircraft Pitch
HOW DOES THE ARTIFICIAL HORIZON STAY CONSTANT WHILE THE GYRO DOESN'T?
Flightpath over a curved Earth
Gyroscope
Aircraft Pitch
THIS IS ONE MORE IGNORED PROBLEM ON THE GLOBE MODEL, YET WORKS PERFECT ON FLAT EARTH!!
The-MAD-Flatter

INSTRUMENTS
USED IN AVIATION
Artificial Horizon
Altimeter
SR-71 BLACKBIRD
fb.com/aterraeplana
INSTRUMENTS NOT
USED IN AVIATION
Curvimeter
Gravimeter
TOP SPEED: 2,193MPH
2,193 miles = 566 miles of curvature
If the Earth were a globe, the aircraft would have to fly pointed downward at a rate of 9,45 miles/minute to avoid flying into orbit

শুধু বিমানের ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর ঘূর্নন, সূর্যের চারদিকে ঘূর্নন এবং সূর্যসহ ছুটবার গতিতে জাইরেস্কোপের বারোটা বাজবার কথা। গোলাকৃতির পৃথিবীতে কিভাবে সেসব কাজ করছে,সেটা ব্যাখ্যাতীত! পৃথিবী যে সমতল ও স্থির তা প্রমানে জাইরোস্কোপ একাই যথেষ্ট।

শুধু জাইরোস্কোপই নয়, এ্যাস্ট্রোলোব,সান্ডায়াল,স্পিরিট লেভেল ইত্যাদি জিওসেন্ট্রিক মডেলকে কেন্দ্র করে প্রাচীন যুগে নির্মিত।

বিগত পর্বগুলোঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

[চলবে..]

১১.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ডিং এবং ফ্লাইট পাথ]

aadiaat.blogspot.com/2019/02/blog-post_2.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণঃ

২৫.ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ডিং,ফ্লাইট পাথ এবং সমতল বিশ্বঃ

২০১৫ এর ১৩ অক্টোবর এক মহিলা তাইওয়ান থেকে লস এঞ্জেলস যাবার পথে বিমানে ৩০০০০ ফুট উচ্চতায় থাকা অবস্থায় শিশুসন্তান প্রসব করেন। এমতাবস্থায় বিমান ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ডিং করে আলাস্কার একটি বিমানবন্দরে!!

Dailymail.co.uk ওয়েবসাইটে অফিশিয়ালি প্রকাশ করা হয়।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় রয়েছে। ১ম ২য় চিত্রে গ্লোব আর্থ ম্যাপ অনুযায়ী দেখুন তাইওয়ান→লস এঞ্জেলস যাবার রুট। গোল পৃথিবী অনুযায়ী প্রথম ছবিতে লাল মার্কড, ২য় ছবিতে হলুদ রঙএর দ্বারা চিহ্নিত স্থান তাইওয়ান- আমেরিকার লসএঞ্জেলসের পথ।
তেমনি ১ম ছবিতে সাদা রেখা এবং ২য় ছবির লাল রেখা হচ্ছে তাইওয়ান থেকে আলাস্কার রুট।

আশ্চর্যজনকভাবে, বিমানটি গ্লোব আর্থ অনুযায়ী সোজা লসএঞ্জেলস না গিয়ে বাকা পথ ধরে দ্বিগুন দূরত্ব অতিক্রম করে আলাস্কায় গিয়ে ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ড করে। অথচ এর চেয়ে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করেই লসএঞ্জেলস পৌছতে পারত। আপনারা জানেন, ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ডিং যথাসম্ভব নিকটবর্তী এয়ার্পোর্টে করা হয়। অতএব, গ্লোব মডেলের ম্যাপে বিষয়টা ব্যাখ্যাতীত এবং হাস্যকর। এখানে পাইলটরা কিন্তু ঠিকই নিকটবর্তী বিমানবন্দরে ঠিকই ল্যান্ড করেছিল,তারা বোকার মত উলটো পথে চলেআলাস্কায় যায় নি। বরং আলাস্কা এয়ারপোর্ট L.A তে যাবার পথেই পড়ে । অতএব প্রশ্নবিদ্ধ হয় গ্লোব মডেল।

এবার দেখুন এ্যাযিমুথাল একুইডিস্ট্যান্ট ম্যাপ প্রজেকশন অর্থা মেইনস্ট্রিম ফ্ল্যাট আর্থ অনুযায়ী বিষয়টি কি দাঁড়ায়। সেটা ৩য় ছবিতে দেখুন। তাইওয়ান→আলাস্কা→লসএঞ্জেলস এক সরল রেখায়। সুতরাং কোন তাইওয়ান থেকে কোন বিমান লসএঞ্জেলস অভিমুখে চললে, জরুরী ল্যান্ডিং করলে স্বাভাবিকভাবেই আলাস্কাতেই করবে। অতএব,রিয়েলিটির

সাথে সবচেয়ে ভালভাবে মিলে যাচ্ছে ফ্ল্যাটআর্থ ম্যাপ। এবং গ্লোব আর্থ মডেলের অস্বাভাবিকতা এবং অযৌক্তিকতা সহজে অনুধাবনযোগ্য। আপনার মধ্যে কমনসেন্সের অভাব থাকলে আর বড় কাফেরদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকলে এখনো গ্লোব মডেলকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

বিষয়টি এ্যানিমেট করে এবং দলিল এর সাথে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ
https://m.youtube.com/watch?v=iUCBcUJVnQs
https://m.youtube.com/watch?v=KzmjDFv23Ng

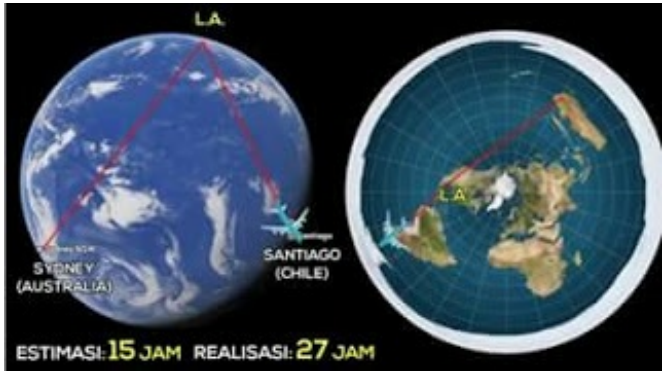

শুধু ইমার্জিয়েন্সি ল্যান্ডিংই নয়, বিমানগুলোর চলাচলের পথও গ্লোব মডেল অনুযায়ী অযৌক্তিক। এক অঞ্চল থেকে অন্য মহাদেশ বা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে বিমানগুলো ফুয়েল ট্যাংক ভরার জন্য যাত্রাপথে নিকটবর্তী এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। গোলাকার পৃথিবীর ম্যাপে তিনটি গন্তব্যের লোকেশন হাস্যকর এবং অযৌক্তিক দেখায়।
আপনি দেখবেন, যে দেশে ল্যান্ড করবে, সে লক্ষ্যের দূরত্বের চেয়ে বেশি দূরত্বে গিয়ে ফুয়েল নেওয়ার জন্য ল্যান্ড করে! গোলাকার পৃথিবীর ম্যাপে এটা বড্ড অযৌক্তিক লাগে। কিন্তু বাস্তবে বিমান চালকরা তো এত বেশি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না। আসলেই তারা যেটা করে সেটা সঠিকই বটে। আপনি যদি তিনটি গন্তব্য তথা যাত্রা শুরুর স্থান, বিরতির স্থান এবং লক্ষ্যস্থলকে সমতল পৃথিবীর ম্যাপে চিহ্নিত করেন, দেখবেন সে তিনটি স্থান একই সরল রেখায় অবস্থান করছে। অর্থা সমতল জমিনের ম্যাপটিই যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে গ্লোবিউলার মডেলটা এতে একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক হিসেবে প্রমাণিত হয়।

On a ball-Earth, Johannesburg, South Africa to Perth, Australia should be a straight shot over the Indian Ocean with convenient re-fueling possibilities in Mauritius or Madagascar. In actual practice, however, most Johannesburg to Perth flights curiously stopover either in Dubai, Hong Kong or Malaysia all of which make no sense on the ball, but are completely understandable when mapped on a flat Earth.

ছবিতে গোলাকার পৃথিবীর মডেল। আপনি গ্লোব মডেলের ম্যাপে দেখতে পাচ্ছেন #অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে #দক্ষিন আমেরিকার ফ্লাইট রুট।
মজার বিষয় হচ্ছে বিমান দক্ষিন আমেরিকা অভিমুখে যাত্রার সময় ফুয়েল নেওয়ার জন্য/যাত্রী উঠানামার জন্য #উত্তরআমেরিকায় ল্যান্ড করে!!!!

আপনারা ম্যাপে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন গ্লোব মডেলে অস্ট্রেলিয়া থেকে #উত্তর আমেরিকার যে দূরত্ব একই দূরত্ব অতিক্রম করে সোজা #দক্ষিন আমেরিকাতেই সরাসরি যেতে পারে, সুতরাং অকারনে বাকা পথে উত্তর আমেরিকায় গিয়ে আবার উলটা পথে ঘুরে দক্ষিণ আম্রিকায় যাওয়াটা একদমই অর্থহীন। একাজ পাগলও করবেনা। 😆 😆

এবার একই ফ্লাইট রুট মেইনস্ট্রিম ফ্ল্যাট আর্থ মডেলের ম্যাপে দেখুন ছবিতে। হ্যা!! একদম সোজা। কোন উলটো পথে ঘোরাঘুরির বালাই নেই। অস্ট্রেলিয়া→উত্তরআমেরিকা→দক্ষিনআমেরিকা সবগুলো একই লাইনে, একই রেখায় সোজা। আকাশ পথে এই সোজা পথই কিন্তু সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এটা স্পষ্ট করে যে গোল পৃথিবীর মডেল একদমই ভুয়া।
দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=yNVgzk3tbl0

আমাদেরকে বলা হয় এন্টার্কটিকা হচ্ছে একটা বিশাল বরফে ঢাকা মহাদেশ। অথচ সেটা কিন্তু নো ফ্লাই জোনের আওতাভুক্ত। হাজার বার সারকামনেগিভেশন হয়েছে কিন্তু একবারো এন্টার্কটিকা ও আর্কটিক অঞ্চল বরাবর সারকামনেগিভেশন হয়নি!! ব্যপারটা খেয়াল করেছেন?
অথচ এন্টার্কটিকা যদি সত্যিই তাই হত, যা বলা হয় এবং ফ্লাইট পাথ হিসেবে ব্যবহার করত তাহলে কতটা সহজ হত বিমানপথ! অথচ গ্লোব ম্যাপ অনুযায়ী তারা ঠিকই শর্টকাট পথ বাদ দিয়ে হাজার হাজার মাইল অযথা ঘুরে যাচ্ছে! এতে করে এন্টার্কটিকার ব্যপারে দেওয়া তথ্যের সত্যতার বিষয়টি আঁচ করা যায়।

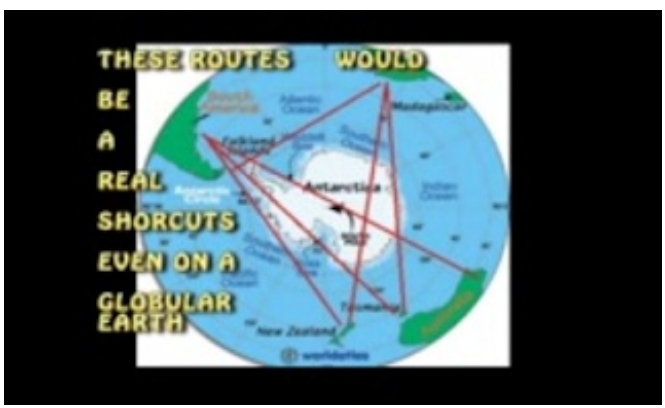

পড়ুনঃ https://aadiaat.blogspot.com/2018/11/blog-post_26.html

পৃথিবী যদি ঘূর্ণনশীল হত, তবে বিমানগুলো যেকোন একদিকের গন্তব্যে খুব দ্রুত পৌছত(ভেলোসিটির আনুকূল্যতার দরুন), বিপরীত দিকের গন্তব্যে পৌছতে অনেক বেশি শক্তি ও সময় লাগত। অথচ, বাস্তবতায় বিমানগুলো যেদিকেই যাক না কেন, সর্বত্রই একই পরিমান সময় ব্যবহার করে। অর্থা পৃথিবীর মোশনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

বিগত পর্বগুলোঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html
[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

১২.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[satellite-Iss]

aadiaat.blogspot.com/2019/02/satellite-iss_8.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য-প্রমানঃ

২৬.কাল্পনিক স্যাটেলাইট:
আমাদেরকে বলা হয় স্যাটেলাইট গুলো আকাশে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সেগুলো পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ! সর্বপ্রথম আর্থারক্লার্ক নামের জনৈক বিখ্যাত সাইন্স ফিকশন লেখকের কল্পনায় স্যাটেলাইট বিষয়টি আসে। আজ এই কল্পনাকে সবার বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সেসব নাকি থার্মোস্ফিয়ারে অবস্থান করছে! তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী থার্মোস্ফিয়ারে তো স্বর্নও গলে যায়। স্যাটেলাইট গুলো তাহলে কি দিয়ে তৈরি!? আর সেসব না গলে দিব্যি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায় কি করে!

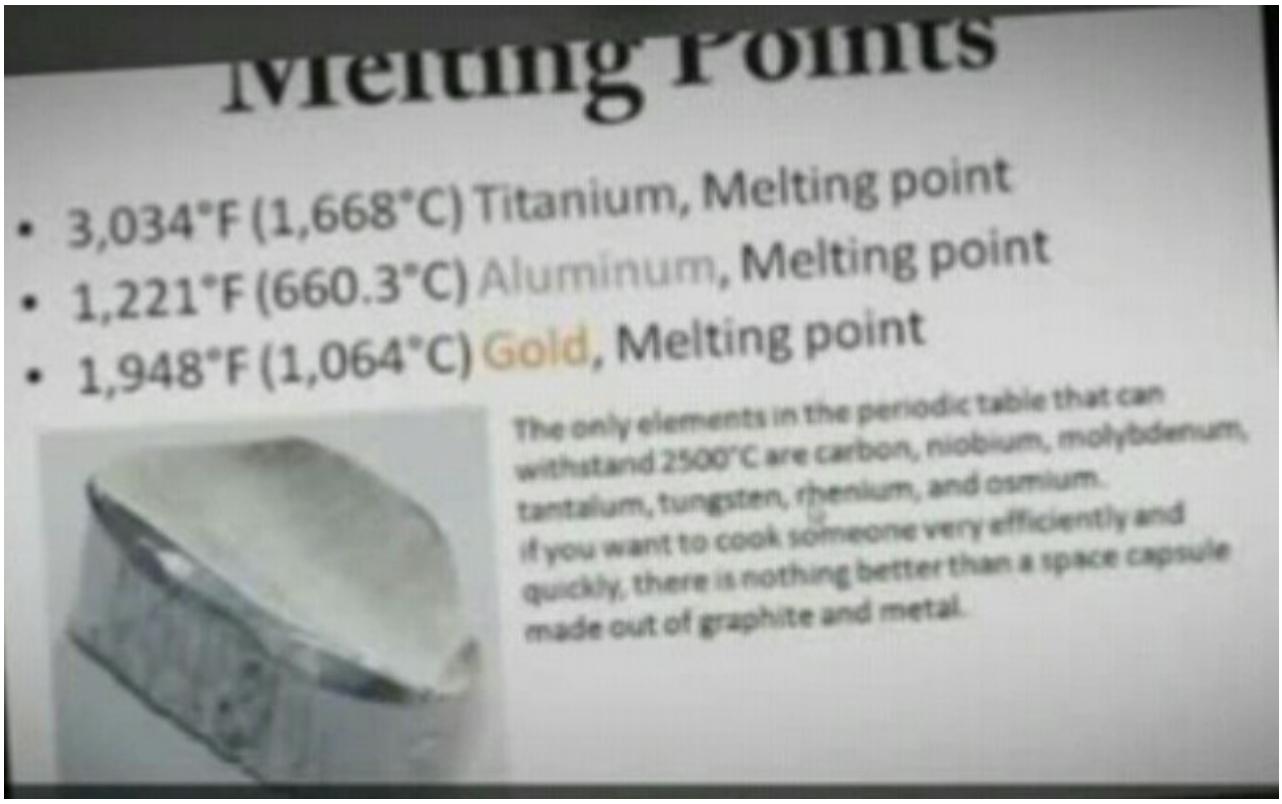

সূর্যের চলন গতি, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর চলন গতি[৩০ কিলো/সেকেন্ড!], এরপরে পৃথিবীর আবর্তন গতি...। কল্পনা করতে পারছেন, স্যাটেলাইট পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথ তৈরি করে কিভাবে বিনা দুর্ঘটনায় প্রচন্ড গতি সামলে ঘুরছে!?

এখন ২০১৯ সালে আকাশে এত বেশি স্যাটেলাইট যেটা এ্যানিমেশনে দেখানো হলে পৃথিবীর ছবিই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে! হাজারো মানুষ টেলিস্কোপ, জুমলেন্সড ক্যামেরায় আকাশ পর্যবেক্ষণ করছে, চাঁদকে খুটিয়ে খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে, অথচ কখনোই কেউ স্যাটেলাইট কিংবা স্পেস স্টেশন দেখে নি! অথচ নিকটতম স্পেস নাকি জাঙ্ক দিয়ে ছেয়ে গেছে! এদের কখনো সংঘর্ষ হয়না,মেরামত করাও লাগে না। গলেও যায় না। আপনি শুধু উ□ক্ষেপনের খবর শুনবেন, এবং দেখবেন। কখনো এরকম হয়েছে(?) যে স্যাটেলাইট এর সংঘর্ষ বা নষ্ট হবার দরুন টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচার বিঘ্নিত!

সেদিন একটা ভিডিও দেখলাম, ভূপাতিত স্যাটেলাইটের! বেলুনে করে নিরাপদে ল্যান্ড করেছে! এই লক্করঝক্কর জিনিস নাকি থার্মোস্ফিয়ারে চলাচল করে।দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=WAiq6Pggfy4

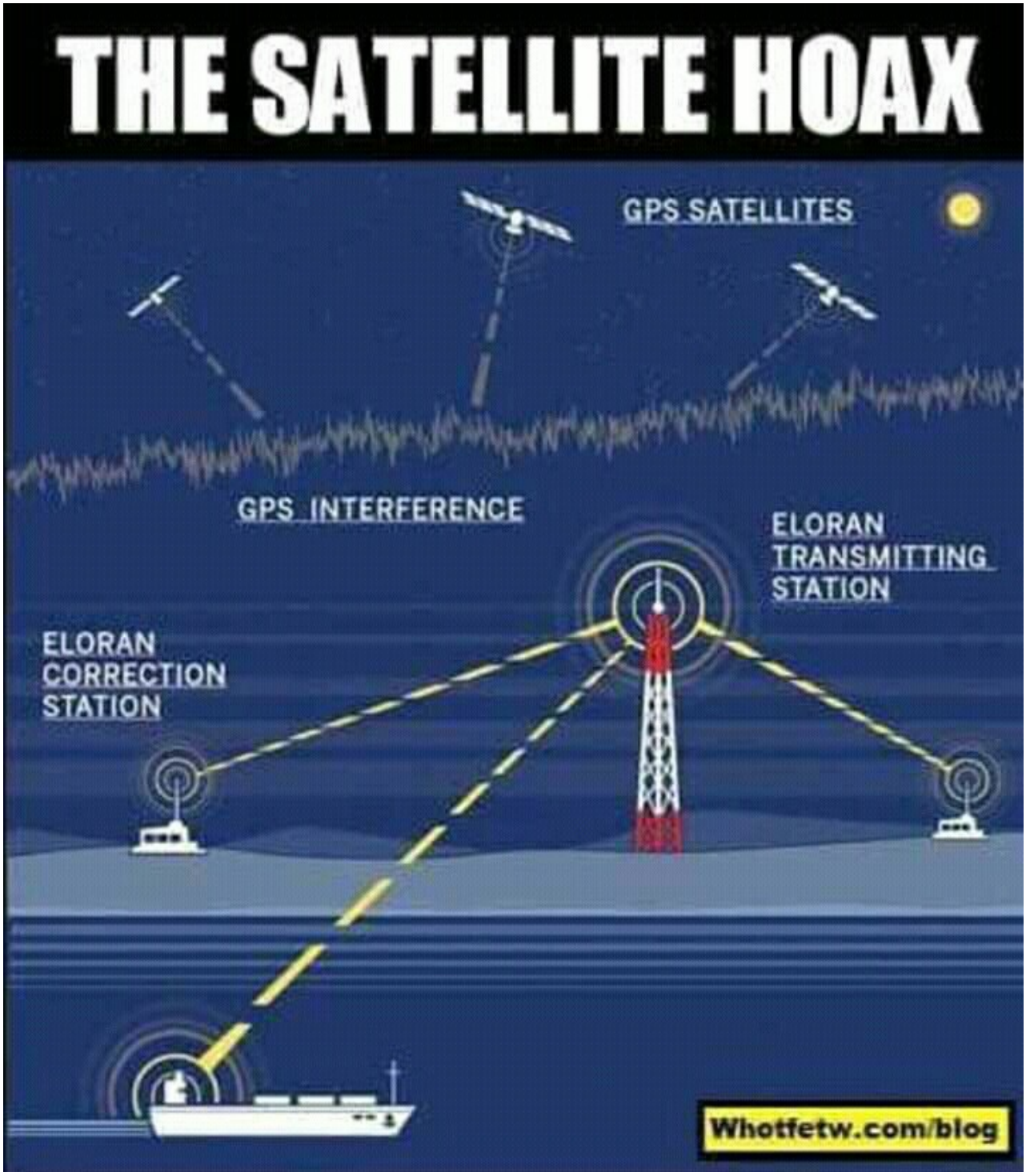

স্যাটেলাইট যেহেতু আছে, এরপরেও সুউচ্চ টাওয়ার নির্মানের বিষয়টা অদ্ভুত, আসলে সত্য হচ্ছে সমস্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক, টিভি নেটওয়ার্ক সমস্ত কিছুই ল্যান্ড বেজড জিওস্টেশনারী স্যাটেলাইট এন্টিনা দ্বারা পরিচালিত। আকাশে কিছুই নেই। শুধু এটাই হয় যে ঢাকনা গুলো দ্বারা প্রেরিত সিগ্নাল ভল্টেড ফার্মামেন্টে ঢাক্কা খেয়ে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
এগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কিছু কিছু সুবিধা লক্ষ্য করা যায়,কিন্তু কোটি কোটি ডলার জনগনের কাছে থেকে নিয়ে বলা হয় আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে।

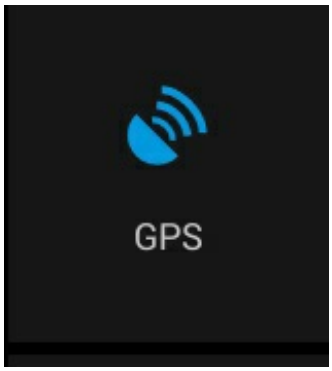

অধিকাংশ মানুষ স্যাটেলাইট এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এ দেখে যে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেখে। তারা কল্পনা করে এই স্যাটেলাইটই ইন্টারনেট, টেলিভিশন যোগাযোগ সারা পৃথিবীতে সম্ভব করেছে। অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। সমুদ্রের তলদেশে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী ক্যাবল ফাইবার দিয়ে সারা পৃথিবীকে এক করা হয়েছে।এগুলোর কিছু অংশ মোবাইল অপারেটর এর টাওয়ারের সাথেও যুক্ত থাকে। টেলিফোন, মোবাইল অপারেটর এর টাওয়ার গুলো একে অপরের সাথে ক্যাবল তার দ্বারা যুক্ত। ওদের টাওয়ারের এন্টিনার ট্রান্সমিটেড সিগ্নালের রিসিভার হচ্ছে আমাদের ফোন এবং মডেম গুলো। ওয়ারলেস টেকনোলজিকে মানুষ এখনো যেমনটা ভাবে সেরকম কিছুতে পৌছায়নি। আর এখানে কল্পিত কৃত্রিম উপগ্রহের কোন ভূমিকাই নেই।

২৭.ইন্টারন্যাশনাল ফেইক স্টেশনঃ

ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের স্যুটিং এ মাঝেমধ্যে গণ্ডগোল হয়। এর ফলে ভিডিওতে এস্ট্রোনটদের আশপাশ দিয়ে পানির বুদবুদ(বাবল) উঠতে দেখা যায়। যদিও তারা ভ্যাকুয়াম স্পেসে কাজ করে! স্পেসে স্কুবা গিয়ারও আছে!

পরবর্তীতে অবশ্য সুইমিংপুলের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এস্ট্রনটদের কর্মব্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। জানা যায় ওটা তাদের স্পেস ভ্যাকুয়াম এনভাইরনমেন্টে কাজ করার প্র:্যাক্টিস।
দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=IcwhwZr7_EU

https://m.youtube.com/watch?v=8PB7AwZzaOo
https://m.youtube.com/watch?v=YrHeDa5l-8c
https://m.youtube.com/watch?v=teT4fmu-MZY
https://m.youtube.com/watch?v=y4AAYsN-jxg

স্পেস স্টেশনে এস্ট্রোনটদের জিরো জি'র ফেনোমেনার মূল রহস্য কোমরে আটকানো দড়ি! তাছাড়া Chroma Key আর ক্যামেরা ট্রিক্স তো আছেই। এজন্য এস্ট্রোনটদের মাঝেমধ্যে অদৃশ্য কিছুতে হাত দিয়ে ব্যালেন্স রাখতে দেখা গেছে, কখনো ইন্টার্ভিউ এর পিছনে দড়িতে বেধে ঝুলবার প্র:্যাক্টিস, কখনো বা রুমের আড়ালে যাবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া,ম্লিচ...।
অসাধারণ এই দৃশ্য গুলো দেখার সময় হাসি চেপে রাখতে পারবেন না।
https://m.youtube.com/watch?v=Ot54-wbVqb4
https://m.youtube.com/watch?v=SqovzNGqtqo
https://m.youtube.com/watch?v=8IqhMaFE4EI
https://m.youtube.com/watch?v=Vrlh473Nxs4
https://m.youtube.com/watch?v=TpjE_FzIZBQ
https://m.youtube.com/watch?v=rWW5WM1o3go
https://m.youtube.com/watch?v=oJJJOZ3AyjI
https://m.youtube.com/watch?v=eYuv1dc9KLw
https://m.youtube.com/watch?v=oOa1Zv7nvbc
https://m.youtube.com/watch?v=oo3btAFI0O0
https://m.youtube.com/watch?v=nS0VN056d68

২৪৯ মাইল উপরে অবস্থিত কথিত ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনকে নাকি দেখা গিয়েছিল! অথচ মাঝেমধ্যে হাই অলটিটিউড বিমানকেই খালিচোখে সহজে দেখা যায় না।

যাহোক, আমাদের দাবী থাকবে আইএসএস তাদের ভিডিও গুলো আরো নিখুঁত করুক। এত সহজেই যদি ধরা যায় তাহলে কেমন হয়ে যায় না?!
মহাশূন্যে স্পেস স্টেশন আছে, স্যাটেলাইট কত কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে, অথচ এখন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা বাস্তব ছবিও পাব্লিশ করে নি কেউ। আজ পর্যন্ত সবাইকে কম্পিউটার জেনারেটেড ফেক ইমেজ দেখিয়েই সবাইকে সন্তুষ্ট রেখেছে। ছবি তুলবেই বা কিভাবে হলিউডের বেইজমেন্টে যেটা করছে এছাড়া তো উপায় নেই। তো সারকথা হচ্ছে, আজকে অধিকাংশ সাধারন মানুষ থিয়েটারে বানানো ফুটেজ এবং কম্পিউটার নির্মিত ছবি ও ভিডিও দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছে, এই পৃথিবীকে কোটি গ্রহের একটি ভাবছে। এলিয়েন ইনভ্যাশনের কথা ভাবছে,হলিউডের মুভি দেখে শিহরিত হচ্ছে। অনেকে তো আবার বিবর্তন তত্ত্বকেও আলিঙ্গন করে নিয়েছে। :)

চলবে ইনশাআল্লাহ...

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

১৩.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[Mathematical Absurdity]

aadiaat.blogspot.com/2018/12/mathematical-absurdity_20.html

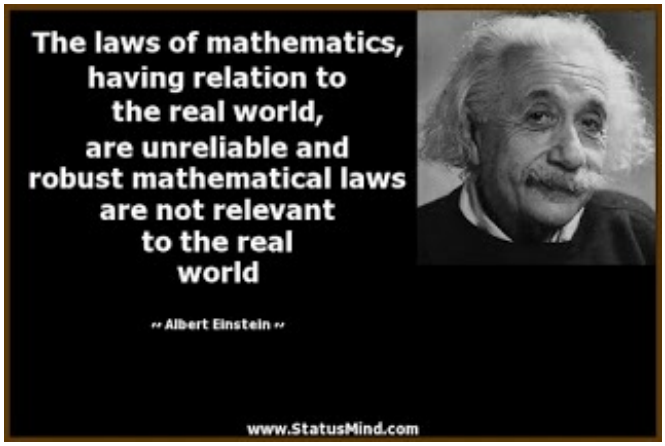

ন্যাচারাল ফিলসফি(তথা সাইন্সের) অনুসারী কিছু লোকেরা গর্বের সাথে বলে থাকে গ্লোব আর্থ ম্যাথম্যাটিক্যালি প্রভেন। সমতল জমিনের কথা শুনার সময়, প্রথমেই গাণিতিক লজিক তালাশ করে। এরা তারাই যারা গনিত প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় - Creation came out of nothing! এদের গুরুজনরা গনিত ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে আসে যে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই। 😂😂

মূলত রিয়েলিটি মানুষের চিন্তার দ্বারা সৃষ্ট গাণিতিক লজিক গুলোর ধার ধারে না। প্রকৃতির ডিজাইনার মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তার লজিক্যাল ফসল- গনিতের যুক্তিগুলোকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টি কখনোই স্রষ্টার তৈরিকৃত গানিতিক প্যাটার্ন তৈরি করে তা দ্বারা সব কিছু পরিমাপ করতে পারে না,সে যতই বুদ্ধিমান হোক।

আর দূরবর্তী অপর্যনেক্ষনযোগ্য(unobservable) সৃষ্টিগুলোকে তো গনিতের লজিকের সীমাবদ্ধতার আওতায় ফেলে ফলাফল বের করা আরো বড় বোকামি। যেমন সূর্যের ও অন্যান্য তারকার দূরত্ব ব্যাসার্ধ, পরিধি,গতি প্রভৃতি। এই ইডিয়টিক কাজটাই সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বেশ গর্বের সাথে করে।

এই কারনে ছবিতে দেখুন, এক একজন জ্যোতিষীর(কথিত মহাকাশবিদ) সূর্যের দূরত্ব সংক্রান্ত এক একরকম ট্রোল। 😂😂 খোজ নিয়ে দেখুন, ওই প্রত্যেক বিজ্ঞ্যানীই ম্যাথ ব্যবহার করেছিলেন। এই সুডোসাইন্টিফিক ট্রোল বর্তমান মাথামোটা পোলাপানের বিশ্বাসের দলিল। 😀। এই বিশ্বাসের ভিত্তি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে চলে আসে। 😂

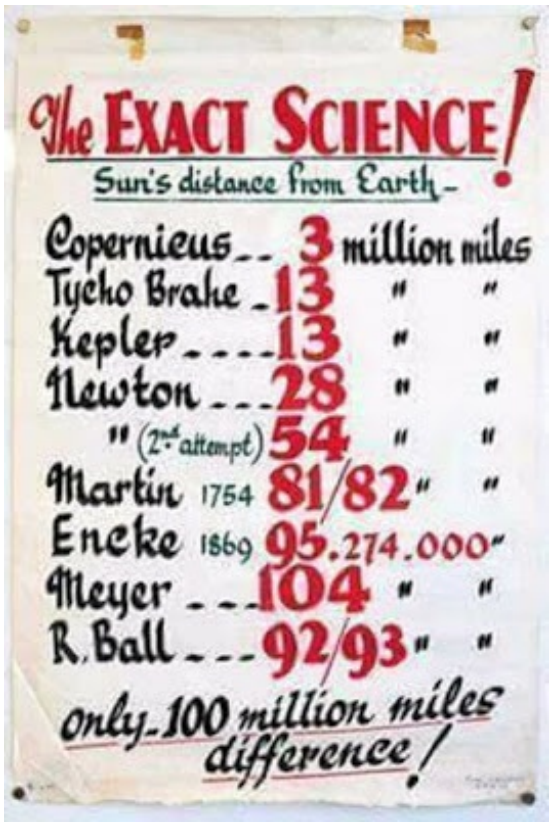

ম্যাথম্যাটিকস মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতার দ্বারা সৃষ্টি।

আর এতে যেরকম ইনপুট করবেন সেভাবে আউটপুট পাবেন। যে ডেটা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের হাতে নেই, সেটাকে অনুমান করে ইনপুট হিসেবে নিয়ে গনিত থেকে পাওয়া ফ্রডুলেন্ট আউটপুটকে দলিল-প্রমান হিসেবে দ্বার করায়। আরেকটি ব্যপার হলো, মানুষের বানানো পরিমাপক বিদ্যাকেই সৃষ্টিকর্তা ব্যবহার করে সব কিছু বানান নি। জ্যামিতিক আর্ট, যেকোন মেজারিং ইউনিট সব কিছুই মানুষের ইচ্ছানুযায়ী সীমানা মেপে তৈরি। ধরুন, কোন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো, ৯৯% মানুষ মারা গেল। জ্ঞান-বিজ্ঞান গনিত সব ধ্বংস হলো। তখন বেচে থাকা মানুষের বংশধররা আবারো ক্রমান্বয়ে সব কিছু ডেভেলপ করবে, আগের গানিতিক লজিক, পরিমাপক ইউনিট গুলোর সাথে তখনকার নবউদ্ভাবিট ইউনিট গুলোর সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। সবকিছুর প্যাটার্ন একদম ভিন্ন হতে পারে। তখন যে এস্ট্রনমকাল আইডিয়া তৈরি হবে তার সাথে আগের সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাও

থাকতে পারে। এজন্যই বলি, রিয়েলিটি কখনো অনুমাননির্ভর মানব জ্ঞান-তত্ত্বের ধার ধারে না। রিয়েলিটির সবকিছুই আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্ট। মানুষ এক্সাক্ট অবজারভেশন ও হাতেকলমে পরীক্ষন ছাড়া যা বলে, তা ভিত্তিহীন অনুমান। এজন্য mathematics কে infallible ভাবা বড় ধরনের মূর্খতা। এটা টেস্লা,আইনস্টাইনরাও ভাল করে বুঝতে পেরেছিল।

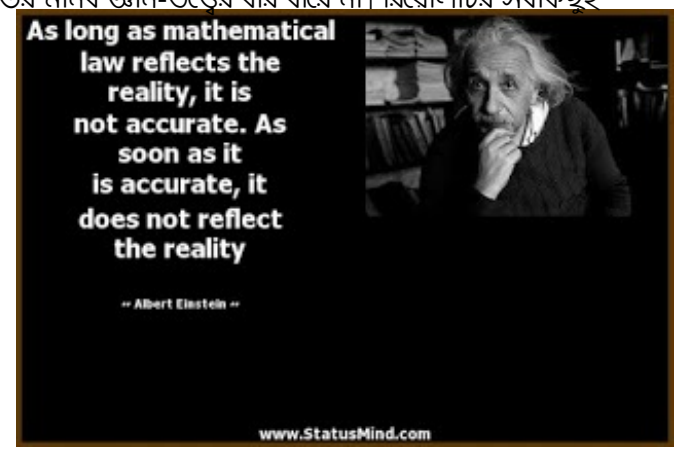

এসব বিষয় বুঝবার পরেও ফ্রিম্যাসনিক পিথাগোরিয়ান ট্রোলকে সত্য হিসেবে মেনে একদল লোক ম্যাথ ম্যাথ করতে থাকবে। 'ব্রেইনওয়াশড' হলে যাহা হয়।

প্রশ্নঃ পিথাগোরিয়ান-কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমি প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা, তাদের লাভ কি?

ওদের অর্জন বা লাভটা সুদূরপ্রসারী।
সবার প্রথমে এটা দেখা প্রয়োজন যে, এই বিশ্বাসগত আদর্শের জন্মদাতারা কারা ছিলেন। কারা সে এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।।

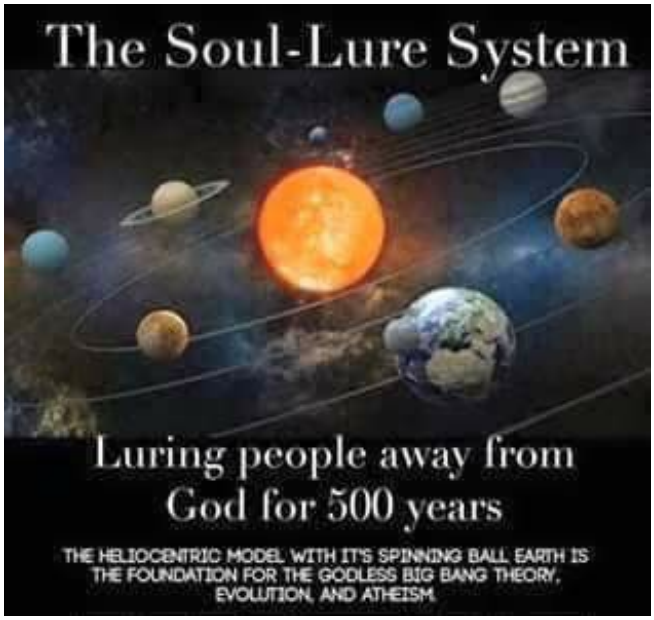

ইতিহাস ঘাটলে এ তত্ত্বের উদ্ভাবকদের হিসেবে পিথাগোরাস,কোপার:্নিকাস,নিউটন সহ আরো অনেক দার্শনিক/যাদুকরদের নাম মিলবে যারা প্রত্যেকেই ছিলেন কুফরি যাদুবিদ্যার দর্শনে বিশ্বাসী। এখনো সকলে স্বীকৃতি দেয় যে তারা যাদুবিদ্যার চর্চাকারীও ছিলেন। অর্থা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শয়তান-জ্বীনদের(এক্সট্রা ডাইমেনশনাল বিং) সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাছাড়া কিছু যাদুকররা যাদুকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলে যাদুর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির নীতিতে পরিবর্তন করে স্বার্থ হাসিল করা।
প্রশ্ন করব, শয়তান কি ন্যাচারাল অর্ডার বা ফিতরাত পছন্দ করে নাকি সেটাকে উল্টিয়ে দিতে চেষ্টা করে? এর উত্তর পাঠকদের উত্তম জানার কথা।

.

তাছাড়া, যেসকল শাস্ত্র স্ফেরিক্যাল পৃথিবী- মডার্ন এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়া প্রদান করে সেসব প্রাচীন কিতাবগুলোও সুস্পষ্ট বাম-পথের। হয় যাদুকরদের লেখা,নতুবা শয়তানের জ্বীনদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। যেমনঃ জোহার(কাব্বালা), ইন্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল স্ক্রিপচার,হার্মেটিক শাস্ত্র প্রভৃতি।

.

এবার দেখা প্রয়োজন, কারা এসব মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছে! পলিটিকাল শক্তি ব্যবহার করে বাহ্যিকভাবে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা(জেস:ুইট অর্ডার) একে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু এদের পেছনে শয়তানের সাথে সংযুক্ত এজেন্ডা হিসেবে পিথাগোরাসের আদর্শের ফ্রিম্যাসন, ইল্যুমিনাতির শেকলের জোড় ছিল। এর অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান। অতএব, বুঝতে পারছেন কারা কাদের মতাদর্শকে দাড় করিয়েছে। এটা কন্সপাইরেসি থিওরি নয় বরং ফ্যাক্ট। প্রচলিত সাইন্টিফিক প্যারাডিমের ইতিহাস ঘাটুন, সব বুঝতে পারবেন। হয়ত বুঝতে পারবার কথা, ওদের উদ্দেশ্যও অশুভ।

.

*শয়তান ও তার অনুসারীরা সবসময় চায় মানুষ যেন সৃষ্টি ও স্রষ্টার ব্যাপারে বিকৃত ধারনা রাখে।এজন্য এমন কোন মতাদর্শকে উদ্ভাবন এবং প্রমোট করতে চেষ্টা করবে যা একাধারে বিশ্বাসগত সমস্ত কিছুতে বিকৃতি নিয়ে আসবে এবং যৌক্তিকভাবে বিকৃতিকে জাস্টিফাই করবে। স্ফেরিক্যাল হেলিওসেন্ট্রিক পৃথিবী ও ইনফিনিট স্পেস তত্ত্ব সেরকমই এক

দরজা। এটা আপনাকে শেখাবে, আপনি শূন্য থেকে এসেছেন স্রষ্টার ইন্টারভেনশন ছাড়াই বিগব্যাঙের মাধ্যমে। এর পরে বিবর্তনের মাধ্যমে মাছ-বানর-মানুষ হয়েছেন। আপনি অনন্ত মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন এক কোণে তারকাদের অংশ দ্বারা তৈরি গুরুত্বহীন-মূল্যহীন-উদ্দেশ্যহীন অতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব। সৃষ্টিকর্তা নেই!! সবই কস্মিক এক্সিডেন্ট। হকিং-বিল ডকিন্সরা এটাই শেখায়।
*ওরা এগনস্টিসিজম চায়
*এথিজম চায়
*প্যান্থেইজম/মনিজম চায়

.
ওদের সাফল্যে আজকে অনেক প্র:্যাক্টিসিং মুসলিমও মুখে ঈমানের কথা বলে,কিন্তু মাঝেমধ্যে মনের মধ্যে এগনস্টিসিজম তাড়িয়ে বেড়ায়। কাউকে বলতেও পারে না সংশয়ের কথা।অথচ মক্কার মুশরিকরাও তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিতো। ওরা আল্লাহর অস্তিত্বে কোন সংশয় প্রকাশ করত না। আল্লাহ্ বলেনঃ
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

.
"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ"

.
ওদের সাফল্যে আজ অনেক মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেক কনফিডেন্সের সাথে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে, শুধু মাত্র সাইন্সের সাথে এডজাস্টমেন্ট না দেখে।

.
সেই সাথে মুরজিয়া আর দুর্বল ঈমানদাররা কাফেরদের ট্রোল(ইচ্ছেমত গাওয়া ভিত্তিহীন কথা) গুলোকে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামি দলিল দিয়ে জাস্টিফাই করার মত নিকৃষ্ট ফিতনা সৃষ্টি করে দিয়েছে, ওদের আশা, হয়ত এ প্রচেষ্টা কিছু ব্যক্তিকে এগনস্টিক বানিয়ে হলেও সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ত্যাগ থেকে ফেরাবে।

.
ওদের এজেন্ডার সাফল্যের কারনে এখন অল্প ইনভেস্ট করে ৯৯% অর্থলাভ সম্ভব হচ্ছে। সকল স্পেস এজেন্সির জন্য বিলিয়ন ডলারের বাজেট হচ্ছে যা আসছে সাধারন মানুষের পকেট থেকে, আর বিনিময়ে ওরা ফটোশপ-গ্রাফিক্স:্যর দ্বারা ছবি ভিডিও বানিয়ে জনগনকে দেখাচ্ছে।

.
ওদের সাফল্যে আজ মানুষ এলিয়েন বা ভীনগ্রহের প্রানীর কল্পনা করে, যারা কিনা আক্রমনও করতে পারে দুনিয়ায় 😂। একটি 'কন্সপাইরেসি থিওরি' প্রচলিত আছে, প্রজেক্ট ব্লুবিম এর দ্বারা এলিয়েন নাটক করে ওয়ানওয়ার্ল্ড গভার্মেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যার নেতৃত্ব দেবে মিথ্যামসীহ!

.
এভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনার চিন্তা-ধর্মীয় বিশ্বাসে ওরা সাফল্যের সাথে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মীয় চিন্তাগুলো আসে আসমানি শক্তিকে ঘিরে। এজন্য শয়তান এটা ভাল করেই জানে, মানুষের বিলিফ প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে হলে প্রথমেই আসমানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সেটাকে রিডিজাইন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এর পরে একাএকাই বাকি সকল চিন্তাগুলো প্রত্যাশিত খাপে বসে যাবে। করেছেও তাই, লক্ষণীয় মাত্রায় সাফল্যও পেয়েছে।

.
এভাবে ভাবলে, আপনি নিজেই এস্ট্রোনোমিকাল ডিস্টর্শনের অনেক কারন মাইনর কারন পাবেন। তবে উল্লিখিত বিষয়টাকে আমার কাছে প্রধান কারন বা লাভ হিসেবে মনে হয়।
এরপরেও,একদল জিজ্ঞাসা করবে- শয়তানের নিকটতম ও নিকৃষ্টতম কাফেররা কেন ভ্রান্ত এস্ট্রোনমিকে প্রতিষ্ঠা করেছে বা এতে তাদের লাভ কি?

.
তাদের নিকট জানতে চাইবো, দাজ্জালের আবির্ভাবের পরে মানুষের কাছে গিয়ে নিজেকে রব দাবি করায় ওর লাভ কি?!!!

বিগত পর্বগুলোঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

চলবে ইনশাআল্লাহ...

১৪.জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি[Fake space & modern cosmological paganism]

aadiaat.blogspot.com/2019/03/fake-space-modern-cosmological-paganism_2.html

পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যপ্রমাণঃ

আজকের আলোচনা কিছুটা হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড বেজড। আপনি যেরূপ দুনিয়াকে চিনছেন এবং সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখছেন এরূপ মাত্র ৫০০ বছর আগেই ছিল না। মাত্র ১৫০০ সাল পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজিক্যাল অর্ডারে পৃথিবী ছিল সমতল। শুধু যাদুশাস্ত্রভিত্তিক শয়তানি দর্শন গুলোর দার্শনিকদের মতবাদ ছিল আজকের গ্লোব মডেল। তখন পর্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিকৃত শয়তানি আকিদা ছড়ায় নি এইজন্যে যে, তখন পর্যন্ত খ্রিস্টান এবং পরবর্তী মুসলিম শাসনের দ্বারা যাদুকররা নিষ্পেষিত ছিল। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরবে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ ঢুকলে অনেক নামধারী মুসলিমরাই সেসবকে গ্রহন করতে শুরু করে। অনেক আলিম নবাগত কস্মোলজি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফতওয়া দিতে শুরু করেন, এদের অনেকে গ্রীক ফিকসফিরই বিরোধিতা করত! অথচ irony হচ্ছে এদিকে ওদের কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া গ্রহন করে নিয়েছে। গ্রীক ফিলসফি আসার আগের কস্মোলজিক্যাল জিওসেন্ট্রিক সমতল বিশ্বব্যবস্থার ধারনায় ফাটল এখান থেকেই শুরু। এজন্য সাহাবীদের কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া, তাদের থেকে আসা হাদিসসমূহ আজকের প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজির বিপরীত ধারনা দেয়। কুরআন সুন্নাহ আর মেইনস্ট্রিম মহাকাশ তত্ত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল তফা□। এজন্য অনেক দুর্বল বিশ্বাসীদের মনে কস্মোলজিক্যাল কনফ্লিক্ট এর বিষয়টি গভীরভাবে দাগ কাটে,অতঃপর দ্বীন ত্যাগের দিকে ধাবিত করে। আজকে মুসলিমদের যাদেরকেই মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিতে বিশ্বাস করতে দেখেন এরা তাদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত যাদেরকে পূর্বে মু'তাযিলা বলা হত। বিষয়টি আরেকটু বিশদভাবে পাবেনঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_40.html

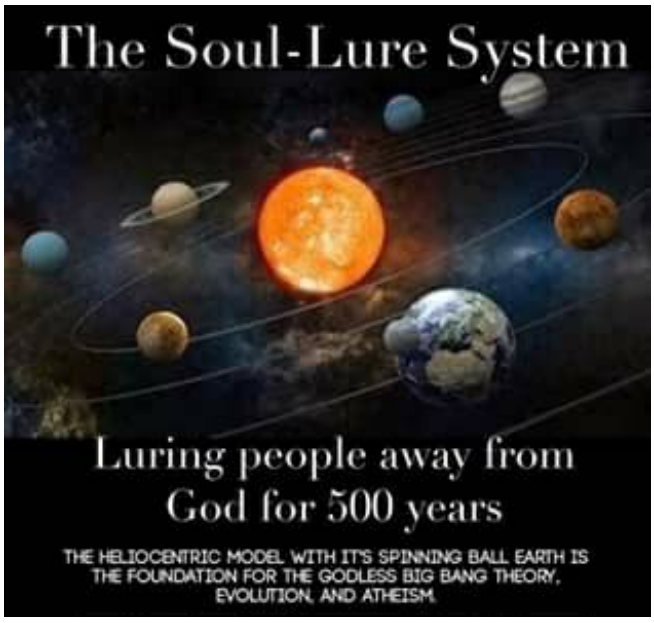

রেনেসাঁ পিরিয়ডে আরব থেকে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান আলকেমিক্যাল-কাব্বালিস্টিক কিতাবাদী পাশ্চাত্যে পৌছালে এর নবজাগরণ ঘটে। ত□কালীন রয়্যাল সোসাইটির(ফ্রিম্যাসন) কাছে এই অপবিদ্যাই হয় পরম পূজনীয়। অকাল্ট কস্মোলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউ তখনও রাতারাতি মেইনস্ট্রিমে চলে আসেনি। ১৫৪০ সালে ক্যাথলিকদের দ্বারা অর্ডার অব জেসুইট গঠিত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এরাই সর্বপ্রথম এতকাল যাব□ অকাল্টিস্টদের কাছে লুক্কায়িত হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি সারাবিশ্বব্যাপী প্রসার শুরু করে। এদিক দিয়ে দেখা যায়, আজ যারা হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ বেজড কস্মোলজিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এরা শুধু যাদুকরদের কুফরি আকিদাই গ্রহন করেনি, ক্যাথলিক মিশনারীর প্রচারণা দ্বারাও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। আইরনি হচ্ছে, ওরাই কিন্তু সমতল বিশ্বব্যবস্থার কথাকে খ্রিস্টানদের চিন্তাধারা বলে মনে করে!! জেসুইটের মূল স্বপ্নই ছিল একটি অভিন্ন কস্মোলজিক্যাল আইডিয়ার উপর ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নের প্রতিষ্ঠাকাজে সহায়তা করা,এবং সায়েন্টিফিক(ন্যাচারাল ফিলসফির) নলেজের প্রসারের মাধ্যমে যেকোন ডিভাইন বিলিভকে মুছে ফেলা। জেসুইট প্রিস্ট আলবের্তো রিভেরা অকপটে স্বীকার করেন। এ কাজে জেসুইট খুব সফল হয়, তাদের প্রচারনায় খুব দ্রুতই সমতল বিশ্বব্যবস্থার কস্মোলজিকে বিদায় জানানো হয়। চীন নাছোড়বান্দা হয়ে ১৭০০ সাল পর্যন্ত সমতল পৃথিবীর কস্মোলজি ধারন করলেও শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকতে পারেনি জেসুইটের চাপে। এভাবে মেইনস্ট্রিম থেকে জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে

বিদায় দেওয়া হয়। সেই সাথে নাস্তিকতা(Materialistic atheism) দিনদিন বাড়তে থাকে।

বিখ্যাত ফ্রিম্যাসন এবং হার্মেটিক ফিলসফার জোহানেস কেপলার ১৬৩৪ সালে চন্দ্রগমন নিয়ে সমনিয়ান(অর্থ স্বপ্ন) নামের একটি বই পাবলিশ করেন। সেই থেকে সাধারন জনগনের মধ্যে চন্দ্রগমনের ফ্যান্টাসি শুরু হয়। ১৬৩৮ সালে ফ্রান্সিস গডউইন "দ্য ম্যান ইন দ্য মুন" প্রকাশ করেন। একই বছরে **The discovery of a world in the moone** নামের বইটি পাবলিশ করেন জন উইল্কান।এটি ইংল্যান্ডে নতুন এস্ট্রনমিক্যাল মডেলের ব্যপারে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এরপর থেকে একে একে নতুন কস্মোলজিক্যাল অর্ডারের উপর লেখা বই বের হতে থাকে। মানুষও ব্রেইনওয়াশড হতে থাকে।

অতঃপর ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম মুভি বের হয়, **"A trip to the moon"**। ব্যস এরপর থেকে একে একে ফিল্ম বের হওয়া শুরু হয় স্ফেরিক্যাল আর্থ/মুন ল্যান্ডিং নিয়ে। অর্থা হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি ভিত্তিক কল্পনাকে বার বার দেখানো হয়, এতে করে সবার অবচেতনে নতুন কস্মোলজি স্বাভাবিক হয়ে মাথায় গেঁথে যায়। উপরন্তু আউটার স্পেস,চন্দ্র অভিযানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৯৩০ থেকে সাইন্সফিকশন কমিক বের হতে থাকে। নাসা প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক তিন বছর আগেই ১৯৫৫ সালে Walt Disney স্পেস নিয়ে প্রপাগাণ্ডা ফিল্ম প্রকাশ করে Man in Space নামে[১]। এতে বলা একটি বাক্য এরূপ- স্পেসে অন্যান্য জগতে যাওয়া মানুষের প্রাচীনতম স্বপ্ন, যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব মনে হত। কিন্তু নতুন আবিষ্কার স্পেস ট্রাভেলের নতুন ফ্রন্টিয়ারে পৌছে দিচ্ছে। ঠিক তিন বছর পরে ১৯৫৮ সালে মহাকাশ সংস্থা নাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঠিক ঐ বছরেই ইউএস মিলিটারি জ্যাক পারসন্স ল্যাব(পরবর্তীতে জেট প্রপালশন ল্যাব-JPL) নাসায় নিয়ে আসা হয়। জেট প্রপালশন ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক পার্সন্স ছিলেন স্বঘোষিত শয়তানের পূজারী,ফ্রিম্যাসন এবং এ্যালিস্টার ক্রোওলির ঘনিষ্ঠ সহচর। যাদুচর্চা, শয়তানের আরাধনা ছিল জ্যাক পারসনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যপার। তার ঘরে শয়তানের আনাগোনা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা বাসাই একবার ত্যাগ করেছিল। তিনি তার লেখা এক বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি "বেলেরিয়ন আর্মিলাস আল দাজ্জাল" নামের এক মহাশক্তিধর এন্টিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। জ্যাক এবং এ্যালিস্টার ক্রোওলি মিলে "অমলন্ত্র রিচুয়ালের" মাধ্যমে ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টাল খুলবার শক্ত দাবি পাওয়া যায়। অর্থা শয়তানের একটা দরজা খুলে দেওয়া হয়, যাদের পরবর্তীতে আনাগোনা বৃদ্ধি পায় ইউএফও/ফ্লাইং সসারে। যাদেরকে এরপর দিয়ে 'এলিয়েন' নামে সম্বোধন করা হয়। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুনঃ https://truth-stranger.blogspot.com/2018/12/blog-post_56.html

এই জ্যাক পারসনস পৃথিবীর বাহিরে যাওয়া তথা কথিত স্পেস ট্রাভেলের দরজা খুলে দেন রকেটের প্রপালশন সিস্টেম আবিষ্কার এর দ্বারা।
এরপরই ১৯৬৯ সালে প্রথমবারের মত চন্দ্রগমনের নাটকটি করে। এরপর পর পর আরো ৫ বার চাঁদে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায়! এরপর চাদে যাওয়া নিয়ে একে একে গল্পের বই বের হতে থাকে। মিউজিক ভিডিও গুলোতে স্পেস ট্রাভেল,চাদে গমন নিয়ে গান বাজতে থাকে। পত্র পত্রিকা, প্রাতিষ্ঠানিক বইপুস্তকে সায়েন্টিফিক নিউ ডিস্কোভারি সদর্পে প্রচার চলতে থাকে। এভাবেই পঞ্চাশ বছর যাব চলছে। আজ আরো জটিল অবস্থা। হলিউডের অধিকাংশ ফিল্মের প্লট এলিয়েন ইনভ্যাশন আর স্পেস ট্রাভেল নিয়ে। মার্ভেল কমিকের সুপারহিরোদের ফিল্মগুলোও স্পেসবেজড।এভাবেই চলছে। আজ সকলের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস- দুনিয়া বর্তুলাকার এবং সূর্যের চারপাশে সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে ঘুরছে!!! মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। এখনো সব কিছু অনন্তে ছুটে চলছে, এসব শুরু হয়েছিল বিগব্যাং এর পর দিয়ে। ওরাই তখন থেকে টিভিশোতে হাজার বার বলত, ***"Math,science, history, unraveling the mystery. That all started with the big bang!"***

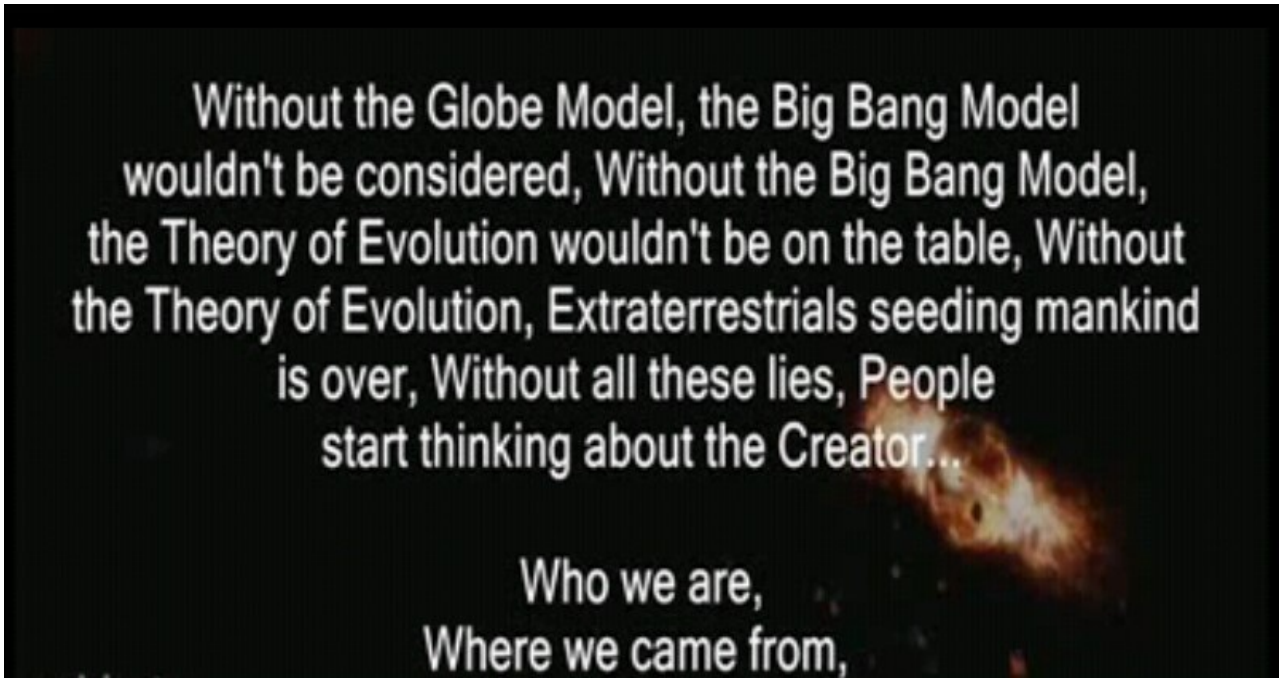

ক্যাথলিক প্রিস্ট লেমাইত্রের বিগব্যাং থিওরিটি আরো বড় কুফরি আকিদার ভিত্তিমাত্র।। এর উপরেই গোটা আউটার স্পেসবেজড বিবর্তনবাদী কস্মোলজিক্যাল মিস্টিসিজমের সূত্রপাত। বিগব্যাংকে কেন কুফরি তত্ত্ব বলা হচ্ছে তা অতিসত্বর জানতে পারবেন, "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?" আর্টিকেল সিরিজে।

আজকের প্রজন্ম শুধুমাত্র এজন্যই এসব বিশ্বাস করে কারন, তারা শৈশব থেকে চোখের সামনে টিভি,পত্রিকা,বইপত্রে এসব দেখে ও পড়েই বড় হয়েছে। প্রকৃত সত্য এখন তাদের কানে পাগলাটে এবং উদ্ভট শোনায়। অর্থা ব্রেইনওয়াশড। যদিও ওরা যা বলে তা ভ্যালিড প্রমানবিহীন এবং শয়তানি রিচুয়ালিস্টিক কাল্টের ফসল, এরপরেও তাতেই অধিকাংশ অন্ধ বিশ্বাস করে। যে আউটার স্পেস(অনন্ত মহাশূন্য) শব্দ ও ধারনাটি ১৮৭৫ সালের পূর্বে ছিলই না, সেটা আজকে চিন্তা গবেষণা,চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার বিষয়! অথচ আপনি কি জানেন, ভ্যাকুয়াম আউটার স্পেস বা মহাশূন্যে রকেট আদৌ চলতে সক্ষম কিনা?
জ্বিনা,এলদমই না। ভ্যাকুয়ামে রকেটের প্রপালশন সিস্টেম কাজ করে না। সুতরাং ওরা আজ যাই দেখায় সবই হাস্যকর পর্যায়ের মিথ্যাচার এবং ধোকা ছাড়া আর কিছুই না।দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=S9i97_K9Sx8

সবচেয়ে অদ্ভুত এবং হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, আজকের দিনে এসে নাসার এস্ট্রনমারগন বলছেন, তারা আজ পর্যন্ত লো আর্থ অর্বিটই অতিক্রম করেন নি! তার মানে চন্দ্র অভিযান ছিল শুধুই কেপলারদের প্রাচীন স্বপ্নের উপর করা নাটক!

আরেক নাসা এস্ট্রোনমার বলেন, তাদের কাছে প্রাচীন ওই যুগে চাদে যাওয়ার প্রযুক্তি থাকলেও এখন আর নেই। আর এ যুগে সেটা পুনঃনির্মাণ খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়! আরেকজন বলছেন, চাদে গমনের কোন প্রকার তথ্য প্রমানই তাদের হাতে নেই!!! দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM
https://m.youtube.com/watch?v=ss7QT6uCZdU

অতএব, আপনি যদি একজন মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিতে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে এটা অবশ্যই অপ্রিয় সত্য যে,আপনার এরূপ বিশ্বাসের দলিল হচ্ছে হলিউডের কিছু মুভি,যাদুকরদের প্রাচীন দর্শন, কেপলারের চাদে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লেখা উপন্যাস এবং স্পেস নিয়ে লেখা অন্যান্যদের সায়েন্স ফিকশন গল্প,কমিক, মিউজিক ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি। কতটা হাস্যকর 'বিশ্বাস'! আমজনতার এই হাস্যকর বিশ্বাসকে বিদ্রুপ করে, বিদ্রুপাত্মক বিশ্বাসের প্রচারকারীরাই গানের কথার ভাজে প্রকাশ করে,
"Space may be the final frontier but it's made in a Hollywood basement.. "[৪]
অর্থা এই স্পেস হয়ত (ধোকাঁর) শেষ সীমান্ত যা কিনা হলিউড বেইজমেন্টে তৈরি!

আজকে এই বিশ্বাসগত অবস্থা নিয়ে মানুষ নিজেদের স্মার্ট ভাবে। অনেক জ্ঞানী মনে করে। এরা যাদেরকে(স্পেস এজেন্সি) বিশ্বাস করে এরা মূলত ফ্রিম্যাসনিক এজেন্সি। এরা যা বলে বা দেখায় তা বিজ্ঞান নয় বরং অপবিজ্ঞান।

আজকের মহাকাশতত্ত্ব প্রাচীন প্যাগান দ্বীনগুলোর একরকমের রূপক এম্বডিমেন্ট যেগুলোয় সূর্যকে দেবতার আসনে রেখে পূজা করা হয়। এজন্যই আজ পাঠ্যপুস্তকে সমস্ত শক্তির মূল বা উ□স হিসেবে সূর্যকে লেখা হয়।

'হেলিওসেন্ট্রিক' শব্দটাই মুশরিকদের আকিদা নির্ভর। যেখানে সানগড হেলিওর[২] অর্চনা করা হয়। বিভিন্ন রিলিজিয়াস ও স্পিরিচুয়াল ট্রেডিশনে সূর্যদেবের অবস্থান খুবই তা□পর্যপূর্ন। প্রাচীন মিশরীয় পৌত্তলিকদের সানগড ছিল হোরাস। এসবের সাথে আজকের ফ্রিম্যাসন ও ইল্যুমিনাতির সংযোগ পাওয়া যায়। অর্থা□ এগুলো পরিশেষে দাজ্জাল বা আসন্ন মিথ্যা মসীহের কাছে গিয়ে শেষ হয়। আপনি কি জানেন হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের অন্যতম পথিকৃ□ কোপার্নিকাস সূর্যের ব্যাপারে কি ধারনা রাখতো? তিনি যাদুশাস্ত্রের হার্মেটিক ট্রেডিশনের অনুসারী ছিলেন। হার্মিস ট্রিস্মেজিস্টাসের ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তার এক গ্রন্থে বলেন, ***" সবার ঠিক মাঝখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট সূর্য। সবচেয়ে সুন্দরতম মন্দিরে উপবিষ্ট সূর্যকে কি আমরা এরচেয়ে ভাল কোন স্থানে বসাতে পারি, যেখান থেকে সবদিকে আলো ছড়াবে? তাকে 'আলো, মন, মহাবিশ্বের শাসক' নাম গুলো দ্বারা সঠিকভাবেই ডাকা হয়। হার্মিস ট্রিসমাজিস্টাস সূর্যকে বলতেন 'দৃশ্যমান ঈশ্বর' সফোক্লিস -ইলেক্ট্রা একে বলতেন সর্বদ্রষ্টা' । তাই সূর্য তার রাজকীয় সিংহাসনে বসেন, সেখান থেকে তার সকল সন্তানঃ গ্রহদের শাসন করেন যারা তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ।"***

আশা করি, মুশরিকদের হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিক্যাল আকিদা এখন আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছেন। 'হেলিও'সেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ বেজড কস্মোলজি স্বতন্ত্র প্যাগান ধর্মেরই আংশিক বিশ্বাস। আজকে ওসব মুশরিক যাদুকর ও পৌত্তলিকদের বিশ্বাসটিই প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজি।

এরা যে অসত্য শিরকি বিশ্বাসকেই জোর করে সত্য বলে প্রচারণা চালায়, এর প্রমান হচ্ছে ওদের নিজেদের প্রচারিত তত্ত্বগুলো ভুল বা শুদ্ধতার ব্যপারে বেপরোয়া ভাব। কোপার্নিকাস বলেন, ***"এই হাইপোথিসিস গুলো সত্য হতে হবে এমনকোন প্রয়োজনীয়তা নেই, প্রকৃতপক্ষে এমনকি সম্ভাব্য সত্য হবারও প্রয়োজন নেই"!***

আচ্ছা! ভুয়াই যেহেতু, তাহলে এই ফিলোসফিক্যাল বিলিফ কি উদ্দেশ্যে বানানো!? পৌত্তলিকতার দিকে ধাবিত করার জন্য!? কুফরি মেটাফিজিক্স তৈরি করে কাফির ও মুশরিক বানানোর জন্য!?

নিঃসন্দেহে তাই!

এদের কথা অনেকটা এরূপ যে, আমাদের তত্ত্ব সত্য হোক বা না হোক, সেদিকে কোন পরোয়া করিনা, বরং যেভাবেই হোক, সৃষ্টিতত্ত্বেও এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সূর্যদেব জগ সমূহের মধ্যভাগে সিংহাসনে সমাসীন,যার চারদিকে সমস্তকিছু আবর্তিত হয়ে পূজা করে। আর সানগড হেলিও সবাইকে আলোকিত করেন এবং জীবনীশক্তি প্রদান করেন।

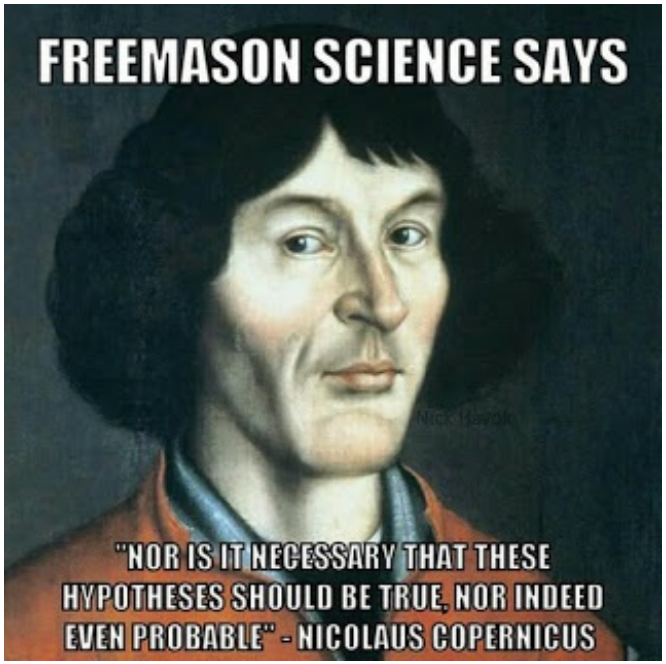

জেসুইট মিশনারী কেন হেলিও পূজার এ মতবাদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল! আপনারা অনেকেই জানেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মটা প্রাচীন রোমান-গ্রীক পৌত্তলিকতা দ্বারা অনেক প্রভাবিত। ওদের ক্রিসমাস, ত্রিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রেসিয়ান-রোমান পৌত্তলিকদের থেকে গ্রহন করেছে। অর্থা আজকের ক্যাথলিক মিশনারীরা প্রাচীন রোমান পৌত্তলিকদের আধুনিক ভার্সন।

আপনারা কি প্যাগান ফিলসফার হাইপাথিয়াকে ভুলে গেছেন? তিনি কোপার্নিকাসেরও বহু আগে হেলিওসেন্ট্রিক

কস্মোলজির কথা বলে গেছেন। তারও আগে ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্মের ৪'শ বছর পূর্বে যাদুকর অভিশপ্ত পিথাগোরিয়ানরা(এ্যারিস্টোরকাস,ফিলোলাউজ)। তারা পেয়েছেন ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রলজি থেকে। সেখানে এই অপবিদ্যার(এ্যাস্ট্রলজি) ধারা কোথা এসেছে, তা বর্নিত আছে সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতে। সুতরাং সূর্য উপাসকদের ট্রেডিশনাল বিশ্বাসকে খুব সহজেই অন্যান্য কাল্ট রিচুয়ালের সাথে ক্যাথলিকরা গ্রহন করেছে। প্রাচীন প্যাগানিজম সারা বিশ্বে সুক্ষ্মভাবে ছড়ানোর জন্য জেসুইট মিশনারী অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে।
এজন্যই জেসুইটের প্রতীকেই সূর্যদেব হেলিওর প্রতীক খচিত। খ্রিস্টান নামধারী মুশরিকগুলো পরোক্ষভাবে এরই উপাসনা করে। মুসলিমদের মধ্যেও এই কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজম সফলভাবে সঞ্চালিত।

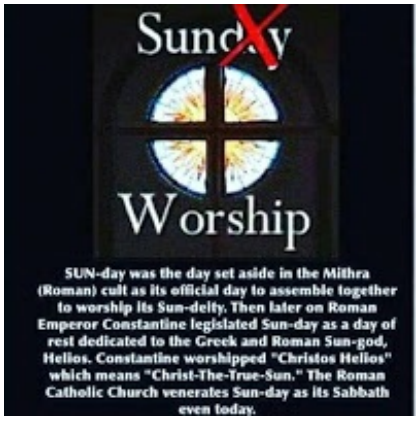

আজ অধিকাংশ মুসলিমদের যখন এ ব্যপারে সতর্কও করা হয়, তারা মুশরিকদের এই শিরকযুক্ত বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করে। এরা কুরআন থেকেই রেফারেন্স দেয়। এমনকি সতর্ককারীকে তাকফির পর্যন্ত করে! ইন্না-লিল্লাহ!! হয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জ্ঞান ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিচ্ছেন। অজ্ঞতা সর্বত্র গ্রাস করছে।

আপনি Neil DeGrasse Tyson কে দেখেছেন? এর পরনের কাপড়েই সূর্যদেবের প্রতীক খচিত। এরাই আজকের মহান সায়েন্টিস্ট। এরা অবশ্যই সূর্যদেব হেলিও/এ্যাপোলো/হোরাস/জিউসের ব্যপারে ভালভাবেই জানেন।

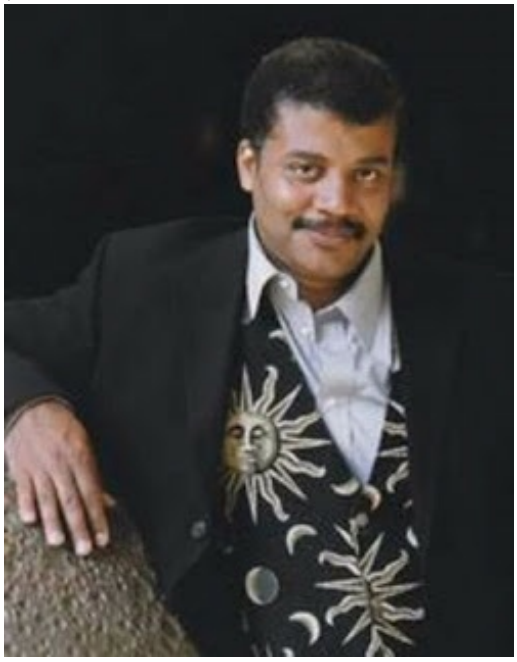

তাদের বলা মহাকাশ সংক্রান্ত সকল তথ্যেই কোন না কোন রিচুয়ালিস্টিক অকাল্ট ম্যাসেজ এনকোড করা। আলোর গতি 299 792 458 m / s। এটা জিপিএস কোঅর্ডিনেশনে পিরামিডের লোকেশন[৩]!

সূর্যকে প্রদক্ষিনে পৃথিবীর গতি ৬৬৬,০০ mph!, প্রতি বর্গমাইলে . ৬৬৬ ফুট, পৃথিবী তীর্যকভাবে কাত হয়ে আছে ৬৬.৬ ডিগ্রিতে। দেখে মনে হবে স্যাটানিস্টদের প্রিয় ডিজিটের সাথে মিল রেখে প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখা হয়েছে। সবকিছুই কেমন যেন এনকোডেড রিচুয়াল। এটা অসম্ভব নাহ।
কোপার্নিকাস,নিউটন, কেপলাররা খুবই সমাদৃত ফ্রিম্যাসন। এদিকে দাজ্জালের স্বঘোষিত অনুসারী জ্যাক পারসনস এর চিন্তা ও বিদ্যাভিত্তিক গবেষণার বদৌলতে গজানো এই কস্মোলজি টিকে তারা অবশ্যই শয়তানের ইনভোকেশনে আনুকূল্যতা রেখেই ডিজাইন করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত ।
এজন্যই প্রত্যেক দেশের মহাকাশ সংস্থা তাদের অফিশিয়াল সিম্বলে ভেক্টর সিম্বল রেখেছে। আশ্চর্যজনক হলেও 7 এর ন্যায় প্রতীকটি প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি যার যার প্রতীকরূপে রেখেছে।
ভেক্টর অকাল্টিজমের ব্যপারে দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=379sQbvUg5kk

আপনি দেখলে অবাক হবেন যে, আমেরিকা, চায়না দেশগুলো বাহ্যত মাটির উপরে দা কুমড়া সম্পর্ক দেখালেও স্পেস স্টেশনে দহরমমহরম আন্তরিকতা(বামের চিত্রে দেখুন)! এটা প্রমান করে প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি একে অপরের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এরূপ চিন্তা করা একদমই অর্থহীন যে, 'মার্কিন নাসা মিথ্যাচার করলেও তো অন্যান্য সবাই মিথ্যাচার করবেনা'। বস্তুত, আজকের ইউএন এর গ্লোবাল গভার্মেন্টের আওতাধীন মানবরচিত সংবিধানে পরিচালিত দেশগুলোর ভেতরকার যে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব আমরা দেখি, সেটা শুধুই বাহ্যিক।

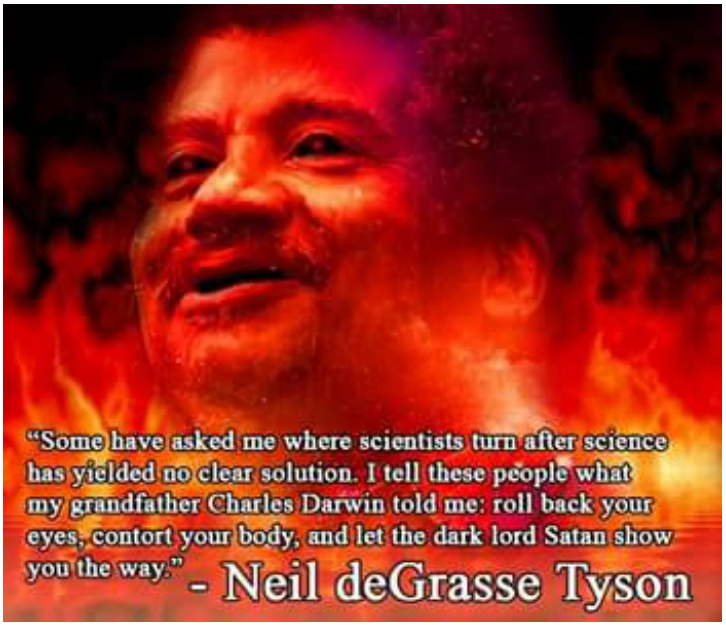
"Some have asked me where scientists turn after science has yielded no clear solution. I tell these people what my grandfather Charles Darwin told me: roll back your eyes, contort your body, and let the dark lord Satan show you the way." - Neil deGrasse Tyson

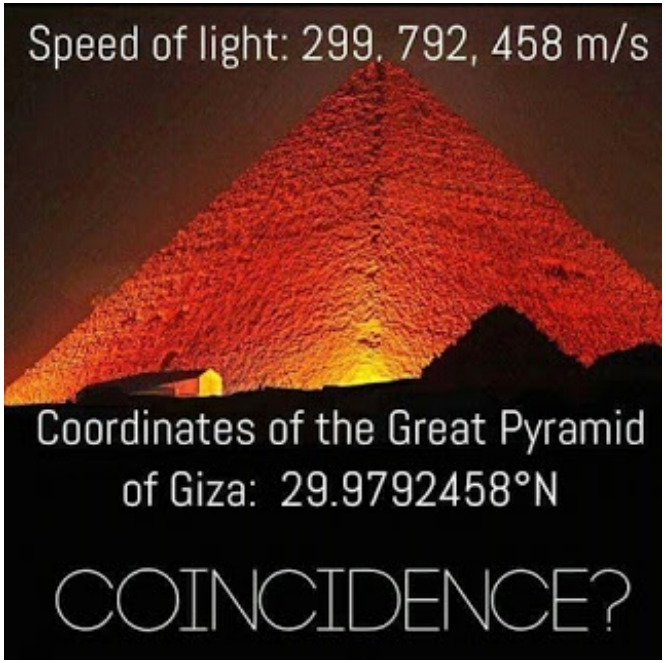
Speed of light: 299, 792, 458 m/s
Coordinates of the Great Pyramid of Giza: 29.9792458°N
COINCIDENCE?

Speed of the globe's orbit:
66.600mph
Curvature in one mile squared:
.666ft
Axis tilt:
66.6°
Masonic Science

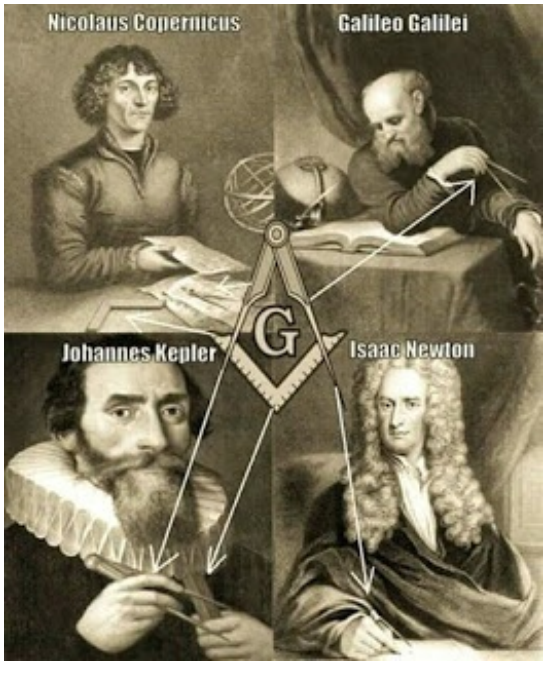
Nicolaus Copernicus
Galileo Galilei
Johannes Kepler
Isaac Newton
G

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিগব্যাং→ইনফিনিট স্পেস→প্লানেটারি মোশন→হেলিওসেন্ট্রিজম→বিবর্তনবাদ→বিগক্রাঞ্চ ইত্যাদি সবই একই সুতোয় গাথাঁ স্বতন্ত্র বিশ্বাস ব্যবস্থা। একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এ ফিলোসফিক্যাল ধর্মের অনুসারীরা যদিও বাহ্যত হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগানিজমের প্রচার করে, বিভিন্ন মিডিয়া প্রোগ্রামে লুক্কায়িত সত্যিকারের কস্মোলজিক্যাল অর্ডারকে বিদ্রুপ করে উপস্থাপন করে। এজন্য আজ পর্যন্ত অসংখ্য ফিল্ম,এ্যানিমেটেড শো,গান গুলোয় সমতল জিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যাবস্থাকে তুলে ধরেছে, হয়ত এটা দর্শকদের জন্য একরকমের স্যাটায়ার বা বিদ্রুপ,এটা এজন্য যে তারা সত্যকে মিথ্যা

আর মিথ্যাকে সত্য জানে। এরূপ চম□কার কম্পাইলেশন দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=9jnseSHhEWQ
https://m.youtube.com/watch?v=3LxND8m9lDU

একইভাবে চন্দ্র অভিযানের নাটক নিয়েও এরূপ satirical message ফিল্ম/কার্টুনগুলোয় অসংখ্যবার দেখানো হয়েছেঃ
https://m.youtube.com/watch?v=QM7ebcR3-xE

এরা একদিকে যেমন করে মেইনস্ট্রিমে হেলিওর প্যান্থিয়ন নির্মান করছে, তেমনিভাবে অন্যদিকে ওদের গোপন নথিগুলোয় সত্যিকারের কস্মোলজির উল্লেখ করে গোপন রাখছে। ওরা এমনকি বিমানের ডিজাইনের ডেটায় পৃথিবীকে ননরোটেটিং ফ্ল্যাট ফিক্সড আর্থ হিসেবে লিখছে! অর্থা□ দুনিয়ার সবকিছুকেই সত্যিকারের কস্মোলজিতে কম্প্যাটিবল করে তৈরি করছে, অথচ মেইনস্ট্রিমে প্রচার করছে ভুয়া সূর্যপূজার কস্মোলজি। নিচের নাসার অফিশিয়াল ডকুমেন্টটি দেখুনঃ

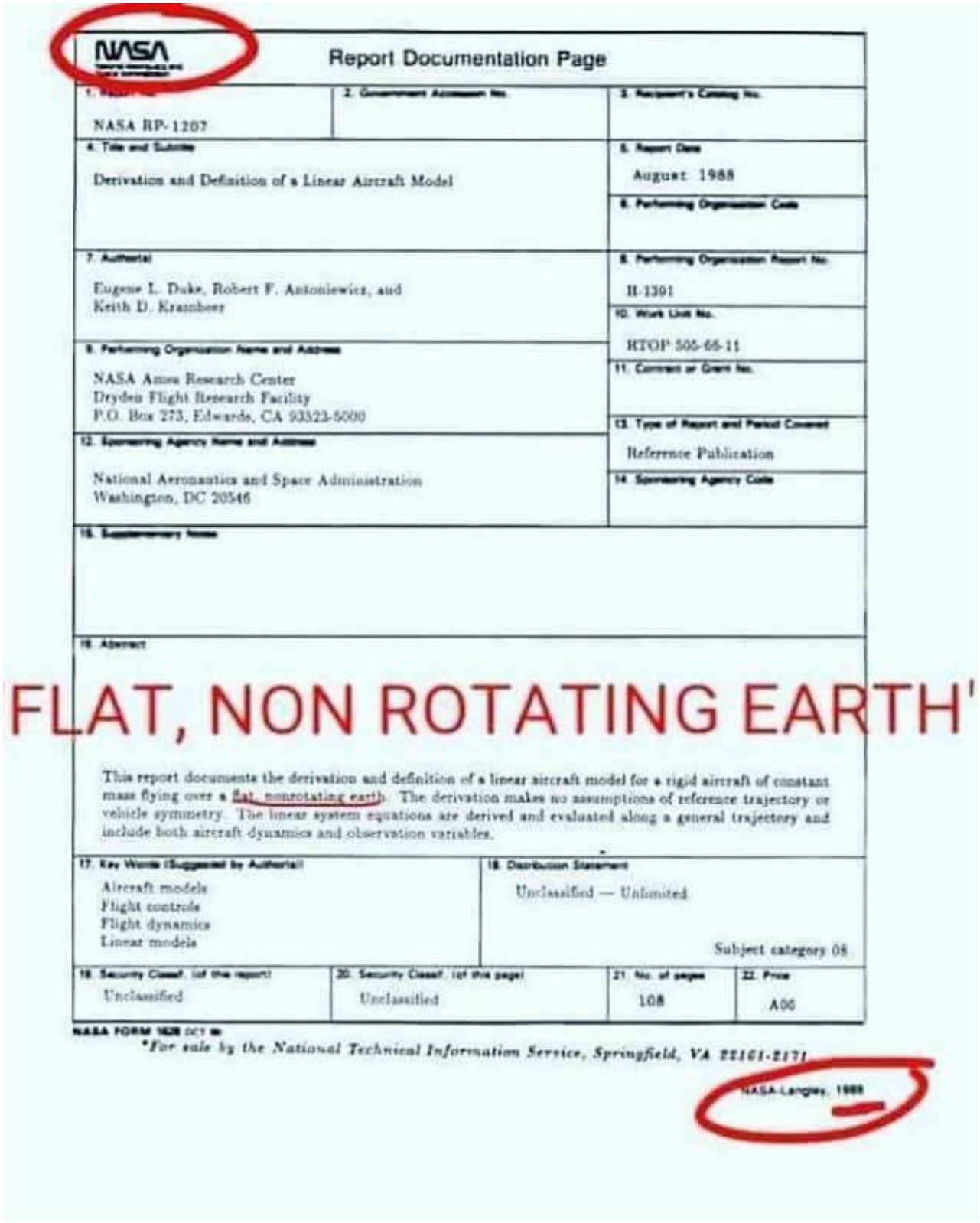

Report Documentation Page

NASA RP-1207

Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model

August 1988

Eugene L. Duke, Robert F. Antoniewicz, and Keith D. Krambeer

H-1391

RTOP 505-66-11

NASA Ames Research Center
Dryden Flight Research Facility
P.O. Box 273, Edwards, CA 93523-5000

Reference Publication

National Aeronautics and Space Administration
Washington, DC 20546

FLAT, NON ROTATING EARTH'

This report documents the derivation and definition of a linear aircraft model for a rigid aircraft of constant mass flying over a flat, nonrotating earth. The derivation makes no assumptions of reference trajectory or vehicle symmetry. The linear system equations are derived and evaluated along a general trajectory and include both aircraft dynamics and observation variables.

Aircraft models
Flight controls
Flight dynamics
Linear models

Unclassified — Unlimited

Subject category 08

Unclassified	Unclassified	108	A06

*For sale by the National Technical Information Service, Springfield, VA 22161-2171

NASA-Langley, 1988

শুধু নাসা নয়, ইউএস আর্মি ও সিআইএর অসংখ্য ডকুমেন্টে (নিচের কিছু ছবিতে দেওয়া হলো) সমতল পৃথিবীর উল্লেখ। অর্থা ওদের সমস্ত রিসার্চ সমতল জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে ঘিরে যদিও উলটো অফিশিয়ালভাবে উল্টোটা প্রচার করে।

www.fireandgracechurch.org

6 Comparison of principal fields from an ideal dipole oriented perpendicular and horizontal to a homogeneous flat earth . . . 11

7 Comparison of principal fields from an ideal dipole oriented perpendicular and horizontal to a homogeneous flat earth . . . 12

8 Effect of ground reflection on primary field components near ground for typical earth parameters 13

1 Earth parameters 6

testingtheglobe.com

www.fireandgracechurch.org

49-12-15/16

Dissertations Defended in the Scientific Council of the Institute of Physics of the Earth, Institute of Physics of the Atmosphere and Institute of Applied Geophysics, Ac.Sc. USSR during the First Semester of 1957.

Ye.V. Pyaskovskaya-Fesenkova - Investigation of the Scattering of Light in the Earth's Atmosphere (Issledovaniye rasseyaniya sveta v zemnoy atmosfere) - Doctor dissertation. Opponents: Doctor of Physico-Mathematical Sciences Ye.S. Kuznetsov, Doctor of Physico-Mathematical Sciences S.M. Polozkov, Doctor of Physico-Mathematical Sciences G.B. Rozenberg, Doctor of Physico-Mathematical Sciences I.S. Shklovskiy. March 23, 1957. The dissertation represents the result of many years of study of the clear, daytime sky. The observations were carried out in twelve locations at various altitudes above the sea, various climatic, meteorological and synoptic conditions. The observations were carried out mainly during high-transparency of the atmosphere in the visual range of the spectrum in the absence of a snow cover. In the investigations two instruments, designed by V.G. Fesenkov were used; one of these was a visual photometer of the daytime sky intended for measuring the brightness of the firmament; the other was a photoelectric halo photometer for determining the brightness from

Card6/21

testingtheglobe.com

arl.army.mil
www.lifesandgracechurch.org

Army Research Laboratory

Adelphi, MD 20783-1197

ARL-TR-2352 **February 2001**

Propagation of Electromagnetic Fields Over Flat Earth

Joseph R. Miletta

Sensors and Electron Devices Directorate

testingtheglobe.com

arl.army.mil
www.lifesandgracechurch.org

Figure 3. Low atmosphere profiles of the effective speed of sound derived from the energy budget model for upwind propagation (dashed) and downwind propagation (solid).

3.2 Approximation of Short Range Acoustic Attenuation

To briefly examine short range acoustic attenuation at night, we use the low atmosphere profiles of wind speed, temperature, and relative humidity (shown before) as input to a flat earth, non-turbulent acoustic propagation model called the Windows (version) Scanning Fast Field Program (WSCAFFIP). WSCAFFIP is a numerical code developed for assessing environmental effects on short range acoustic attenuation (*7,38*). WSCAFFIP determines acoustic attenuation as relative sound pressure loss with range and azimuth for a given frequency and source-to-receiver geometry. WSCAFFIP contains propagation algorithms to represent the effects of atmospheric refraction, diffraction, absorption, and reflection (ground impedance) on acoustic transmission. Table 3 lists the model parameters for an initial approximation of short range acoustic attenuation over an open grass-covered ($h = 0.5$ m) field. Figures 4 and 5 show the WSCAFFIP results corresponding to the modeled profiles of effective sound speed generated by the alternate (quartic) model.

testingtheglobe.com

arc.aiaa.org

AIAA 79-1672R

Closed-Form Solution for Ballistic Vehicle Motion

Frank J. Barbera*
Kaman Sciences Corporation, Colorado Springs, Colo.

Copied to clipboard.

A closed-form solution i ering the atmosphere over a flat nonrotating Earth. The All osphere is retained; however, the vehicle drag coefficient is expressed as a function of velocity instead of being considered a constant. Use of the derived equations allows an analyst to solve directly for the vehicle velocity at any point along the trajectory, as well as for the maximum axial acceleration and the altitude at which it occurs.

testingtheglobe.com

properties and between the components and their environment. As a result, the method translates component properties into system properties, which are then turned into scores. (Cont.) A utility function is used to create a total system utility for the alternative, which serves as the basis for comparison. A Python-based tool was written to facilitate the method, encapsulating the process in a high-level, easily configurable script. The method was demonstrated on the design of a targeting system for small UAVs. Three targeting methods were considered: assuming a flat Earth, using DTED data, and using range data. The evaluation revealed a descending utility order of DTED, Flat Earth, and Range based upon the system's stated requirements. While the Range method produced the most accurate results by far, its unit cost was well beyond the allocated budget, as was its power. DTED data was found to be a beneficial addition to small UAVs. In the evaluation, the method was able to elucidate the key information required to shape the design and thus showed promise.

Description:

Thesis (S.M.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Aeronautics and Astronautics, 2006.; Includes bibliographical references (p. 251-253).

URI: http://hdl.handle.net/1721.1/35571

Keywords: Aeronautics and Astronautics.

testingtheglobe.com

Central Intelligence Agency

As we shall see later, the surface in question is characterized by a disturbing potential on the terrestial surface, and its heights are obtained like the quotient by dividing the disturbing potential, at a given point of the earth's surface, by the normal value of gravity, calculated in a corresponding manner for this point. For the sake of definiteness we are obliged to introduce a new term for the surface in question; let us agree to call it a quasi-geoid. In the problem under consideration the quasi-geoid is introduced to separate the less smooth from the smooth parts of the earth. The former is determined by integration along the contour, and the second is obtained by solving a boundary problem in the theory of potential.

On the ocean plane, the quasi-geoid coincides with the geoid but on continents the quasi-geoid can be taken, if necessary, as an approximate expression of the geoid shape.

We must consider, first of all, how to separate the irregular part in the shape of the earth, which we shall call "the height of the point of the surface of the earth with reference to the quasi-geoid," or, more briefly, the "reference /vspomogatel'niy, literally auxiliary/ height." It would be advisable to determine the reference heights so that they would be sufficiently close to the orthometric heights. However, the usual orthometric correction does not entirely do away with the dependence of the result of leveling between two fixed points on the position of the guide line connecting them, which must have an effect on the dissimilarity in the heights when

testingtheglobe.com

arl.army.mil

not take the spin into account. The three axes are the X_p, Y_p, and Z_p axes, where X_p is overlapped the X_b axis, and the Y_p axis lies in the horizontal with respect to the Earth.

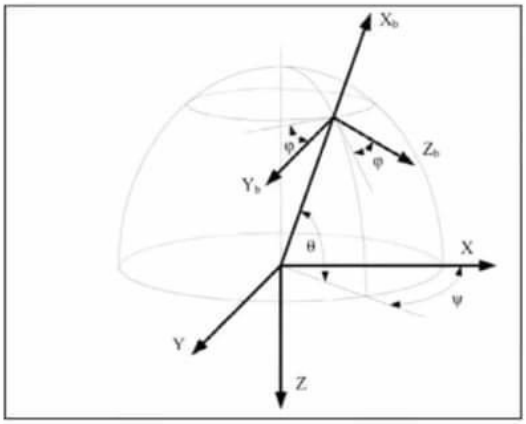

Figure 1. Earth- and body-fixed coordinate systems and the Euler angle rotations.

testingtheglobe.com

ntrs.nasa.gov

II. Rigid Body Equations of Motion Referenced to an Arbitrary Fixed Point on the Body

There are several approaches that can be used to develop the general equations of motion. The one selected here starts with Newton's laws applied to a collection of particles defining the rigid body (any number of dynamics or physics books can serve as references, e.g. reference 2). In this paper, the rigid body equations of motion over a flat non-rotating earth are developed that are not necessarily referenced to the body's center of mass. Such equations will be used in the next section when the body loses a portion of its mass and it is desired to track the motion of the body's previous center of mass/reference frame now that the mass center has moved to a new position

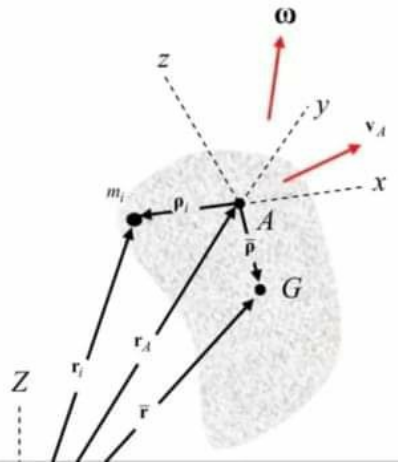

testingtheglobe.com

arl.army.mil

not take the spin into account. The three axes are the X_p, Y_p, and Z_p axes, where X_p is overlapped the X_b axis, and the Y_p axis lies in the horizontal with respect to the Earth.

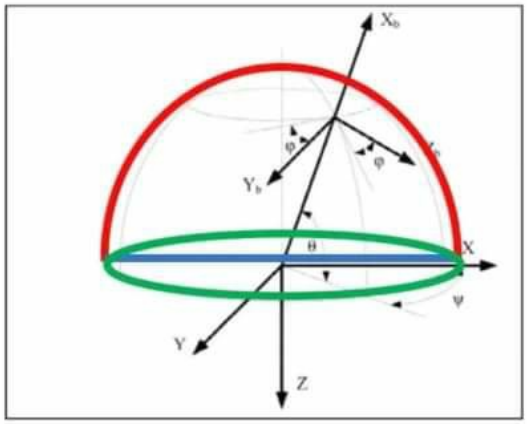

Figure 1. Earth- and body-fixed coordinate systems and the Euler angle rotations.

testingtheglobe.com

Central Intelligence Agency

"APPROVED FOR RELEASE: Thursday, September 26, 2002 CIA-RDP86-00513R002065520016-4
APPROVED FOR RELEASE: Thursday, September 26, 2002 CIA-RDP86-00513R002065520016-4"

Forecasting Weather at Sea (Cont.) 958

Shape of the firmament

Rings around the Sun and the Moon, pseudo suns, pillars 50

Aureoles 50

Twinkling of stars 52

Rainbows 53

Refraction. Distortion of the Sun's and Moon's disks at the horizon. Mirages 54

Twilight 55

Sound phenomena 60

Sound audibility 60

Thunder 60

"Voice of the Sea" 61

Smoke 61

Waves at sea 62

Animal, bird and insect behavior 62

Radio atmospherics 63

Radar 64

testingtheglobe.com

Central Intelligence Agency

Dissertations Defended in the Scientific Council of the Institute of Physics of the Earth, Institute of Physics of the Atmosphere and Institute of Applied Geophysics, Ac.Sc. USSR during the First Semester of 1957.

near-sun halo and also from the sun on a surface perpendicular to these rays. The dissertation contains **a certain formula** of the brightness of the sky, taking into consideration only the brightness of the first order and derived on the assumption of a "flat" Earth and giving some conclusions derived on the basis of this formula. For a certain coefficient of transparency of the atmosphere, the brightness of the sky at any point is represented by derivation of two functions of which one is the function **of the diffusion of** light and the other is a function of the zenith distances of the sun and of the observed point of the sky. On changing of the zenith distances of the sun z from 90 to 0^{o}, the brightness of the sky on the almucantar of the sun increases first, reaching a maximum for a certain value of z, and then decreases. A method is also proposed of determining the brightness of the clear daylight sky at any point based on measuring the brightness along the almucantar of the sun and of 5-6 points of the firmament located at various zenith distances. This method permits determination

Card7/21

testingtheglobe.com

Central Intelligence Agency

www.dreamgracechurch.org

The consensus of the meeting was that this proposal should be dropped unless the Defense Department decided to raise it again.

3. Bible Quotation for Vanguard Missile

Mr. Dearborn said that he had just learned that the Chief of Naval Chaplains had proposed some time ago that the first verse of the 19th Psalm be pasted on the side of each Vanguard vehicle. (The verse reads: "The heavens declare the glory of God; and the firmament showeth his handywork.") The intention of this is to provide an answer to Soviet assertions that their earth satellite was made by man without the help of God. The idea would be that the existence of this quotation on the Vanguard vehicle would be announced after a successful orbiting of the satellite.

It was Mr. Dearborn's understanding that the President had been apprised of this idea and that the rocket which failed in the December test did in fact carry this quotation.

The sense of the discussion was that for a number of reasons the proposal should be rejected and Mr. Sprague was asked to have the Navy suspend any action in connection with it. He was asked, however, to defer this action until Mr. Dearborn had had an opportunity to ascertain whether or not the President had

testingtheglobe.com

Central Intelligence Agency

Approved For Release 2006/03/17 : CIA-RDP80B01676R002700050059-5

www.dreamgracechurch.org

SECRET - EYES ONLY

16 January 1958

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: Resume of OCB Luncheon Meeting, 15 January 1958

PRESENT: Mr. Allen, Mr. Cutler, Mr. Dearborn, Mr. FitzGerald, Mr. Gray, Mr. Helms, Mr. Herter, Mr. Sprague, Mr. Staats

1. Air Raid Shelters in the USSR

Mr. Herter and Mr. Cutler continued the previous week's

testingtheglobe.com

ntrs.nasa.gov

www.firecandgracechurch.org

II. Singular Arc Optimal Control

In our minimum time-to-climb problem, the aircraft is modeled as a point mass and the flight trajectory is strictly confined in a vertical plane on a non-rotating, flat earth. The change in mass of the aircraft is neglected and the engine thrust vector is assumed to point in the direction of the aircraft velocity vector. In addition, the aircraft is assumed to fly in an atmospheric wind field comprising of both horizontal and vertical components that are altitude-dependent. The horizontal wind component normally comprises a longitudinal and lateral component. We assume that the aircraft motion is symmetric so that the lateral wind component is not included. Thus, the pertinent equations of motion for the problem are defined in its the state variable form as

$$\dot{h} = v \sin\gamma + w_h \tag{1}$$

$$\dot{v} = \frac{T - D - W\sin\gamma}{m} - \dot{w}_x \cos\gamma - \dot{w}_h \sin\gamma \tag{2}$$

$$\dot{\gamma} = \frac{L - W\cos\gamma}{mv} + \frac{\dot{w}_x \sin\gamma - \dot{w}_h \cos\gamma}{v} \tag{3}$$

testingtheglobe.com

arl.army.mil

www.firecandgracechurch.org

Effective military or law-enforcement applications of high-power microwave (HPM) systems in which the HPM system and the target system are on or near the ground or water require that the microwave power density on target be maximized. The power density at the target for a given source will depend on the destructive and constructive scattering of the fields as they propagate to the target. Antenna design for an HPM system includes addressing the following questions about field polarization: Should the fields the transmitting antenna produces be vertically, horizontally, or circularly polarized? Which polarization maximizes the power density on target? (The question of which polarization best couples to the target is beyond the scope of this report.) While this report does not completely answer these questions, it addresses the interaction of the radiated electromagnetic fields with earth ground. It is assumed that the transmitting antenna and the target (or receiver) are located above, but near the surface of a flat idealized earth (constant permittivity, ε, and conductivity, σ) ground. First an ideal vertical dipole (oriented along the z-axis perpendicular to the ground plane) is addressed. The horizontal dipole (parallel to the ground plane) follows.

testingtheglobe.com

arl.army.mil

www.lifeandgracechurch.org

2. Problem Formulation

2.1 Coordinate Systems

The motion of an object is usually described by rigid body equations of motion derived from Newton's laws (*29*). This section summarizes and notates three kinds of coordinate systems. The first is the Earth-fixed coordinate system, which is fixed to the Earth with a flat Earth assumption. Denote **X**, **Y**, and **Z** as the unit vectors pointing in the directions of the X, Y, and Z axes, respectively. Without loss of generality, the X, Y, and Z axes point to forward, right, and down, respectively. The second is the body-fixed coordinate system, with three unit vectors $\mathbf{X_b}$, $\mathbf{Y_b}$, and $\mathbf{Z_b}$ pointing to the X_b, Y_b, and Z_b axes, respectively. The X_b axis is along the object's symmetric axis, referred to as the spin axis. The other two axes are perpendicular to the spin axis and each other. The Earth-fixed coordinate system and the body-fixed coordinate system are shown in figure 1. The third is the fixed-plane system, which is a body-fixed system that does not take the spin into account. The three axes are the X_p, Y_p, and Z_p axes, where X_p is overlapped with the X_b axis, and the Y_p axis lies in the horizontal with respect to the Earth.

testingtheglobe.com

3 CONCLUDING REMARKS

www.lifeandgracechurch.org

This report derives and defines a set of linearized system matrices for a rigid aircraft of constant mass, flying in a stationary atmosphere over a flat, nonrotating earth. Both generalized and standard linear system equations are derived from nonlinear six-degree-of-freedom equations of motion and a large collection of nonlinear observation (measurement) equations.

This derivation of a linear model is general and makes no assumptions on either the reference (nominal) trajectory about which the model is linearized or the symmetry of the vehicle mass and aerodynamic properties.

Ames Research Center
Dryden Flight Research Facility
National Aeronautics and Space Administration
Edwards, California, January 8, 1987

testingtheglobe.com

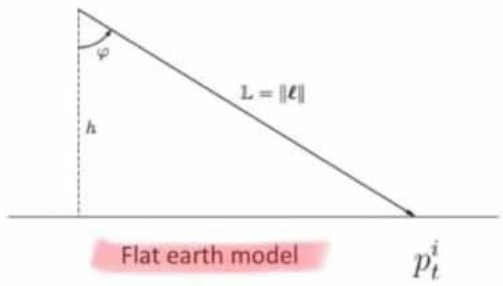

researchgate.net
www.fireandgracechurch.org

Fig. 2 Range estimation using flat-earth assumption.

testingtheglobe.com

researchgate.net
www.fireandgracechurch.org

$$p_t^i = p_{uav}^i + \mathscr{R}_b^i \mathscr{R}_g^b \mathscr{R}_c^g l^c, \\ = p_{uav}^i + \mathbb{L}(\mathscr{R}_b^i \mathscr{R}_g^b \mathscr{R}_c^g \check{l}^c), \quad (3)$$

where $\mathscr{R}_b^i = \mathscr{R}_b^i(\phi, \theta, \psi)$ is rotation matrix from body to inertial frame, $\mathscr{R}_g^b = \mathscr{R}_g^b(\alpha_{az}, \alpha_{el})$ is the rotation matrix from gimbal to body frame, and $\mathscr{R}_c^g$ is the rotation matrix from camera to gimbal frame. We assume that UAV's attitude $(\phi,\ \theta,\ \psi)^\top$ (roll, pitch, yaw) is available for geo-localization. We also assume that the gimbal azimuth and elevation angles $(\alpha_{az}, \alpha_{el})$ are available and use the controller detailed in [17] to point the camera in the direction of the target.

The objective of geo-localization problem is to estimate range to target $\mathbb{L}$, which can be estimated using the flat earth model as shown in Figure 2. If UAV's height above ground $h = -p_d$ is known then the range estimate can be computed as

testingtheglobe.com

সমতল জিওসেন্ট্রিক জিওস্টেশনারী বিশ্বব্যবস্থা যদি ভুলই হয়,তবে এটা নিয়ে তাদের এত মাথাঘামানো কেন!

বছর দুয়েক আগের কথা। লিডিং মহাকাশ সংস্থা নাসার অফিশিয়াল পেইজে এমন কিছু লিখি, যার ফলে নাসার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার এলবার্ট কফ্রিন আমার কথার জবাব দিতে হাজির হন। এরপরে শুরু হলো লম্বা বিতর্ক। কিছুক্ষন পর দেখি, আরো অনেক আফ্রিকান হাজির। এদেরকে দেখে পেইড মনে হলো, অধিকাংশই স্পেস এজেন্সির সাথে সম্পৃক্ত, কারও বা আইডির বন্ধুতালিকা শূন্য, কোন ব্যক্তিগত কিছুই নেই। অর্থা কিছুলোককে প্রশ্নের জবাব /বিতর্কের জন্য ভাড়া করা। এরা অনেক যুক্তি দিয়ে দমাতে চেষ্টা করে বিফল হলো, অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় সবগুলোকে পালাতে বাধ্য করলাম। আর কেউ প্রশ্ন করা বা জবাব দেওয়ার জন্য আসলো না,সব গুলো নিশ্চুপ। কিন্তু দু মাস পরে সেই লিংকে গিয়ে দেখি আমার লেখাগুলি এবং গোটা তর্কবিতর্কের থ্রেডটাই রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে!

টেক জায়ান্ট গুগলও জিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিষয়টি সহ্য করতে পারে না। এজন্য তারা ইউটিউবে সার্চ কোয়েরি থেকে জিওসেন্ট্রিসিটির সমস্ত ডকুমেন্ট মুছে দিয়েছে, এবং রেখেছে এর বিরুদ্ধ যুক্তি এবং বিদ্রুপাত্মক ভিডিও।
বাংলাদেশি বিজ্ঞানপন্থী গ্রুপ এবং নাস্তিক্যবাদের প্রচারকারীরাও আমাদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

এই বিষয়গুলো প্রমান করে,সত্যকে লুকিয়ে রাখার অপচেষ্টা।
মূলত, এই এস্ট্রনমিক্যাল করাপশন ডিভাইন ডমিনিয়নের ভয় থেকে সাধারন মানুষকে নিস্কৃতি দিয়েছে, এখন অধিকাংশ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত মহাশূন্যের তুলনায় কোন এক ক্ষুদ্র এক প্ল্যানেটের উপর ধূলিকণার চেয়ে তা□পর্যপূর্ণ আর কিছু নয়। এরা আসমানবাসীদের রিলিজিয়াস পাস্পেক্টিভে দেখছে না,বরং র:্যাশোনাল পাস্পেক্টিভে এলিয়েন তালাশ করছে। একরকমের প্লুরালিস্টিক মিস্টিসিজমে ডুবে আছে। ধর্মীয় স্ক্রিপচারের কস্মোলজিক্যাল কন্সেপ্ট যেহেতু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইনকম্প্যাটিবল সেহেতু, এগুলোকে তারা ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বানোয়াট মনে করছে। যেহেতু পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি ভিন্ন স্ট্রিমের মেটাফিজিক্যাল-কস্মোলজিক্যাল বর্ননা দেখছে,সেহেতু তারা এ্যাগনস্টিক এবং পরবর্তীতে নাস্তিক যিন্দিকে পরিনত হচ্ছে। এজন্য দেশবিদেশে এথিজম ও প্যান্থেইজমের দিকে মানুষ খুব বেশি ঝুকছে। এটা আসলে Satanic Cosmogony এরই স্বাভাবিক Consequence। যাদের(পিথাগোরিয়ান) থেকে এ ডক্ট্রিন এসেছে এরাও তো একই আকিদা ধারন করত। স্বাভাবিকভাবেই ওদের প্রবর্তিত চিন্তাধারা ওদের বিশ্বাসের দিকেই ধাবিত করবে। প্রাচীন কালের সাধারন কাফিররা আল্লাহর অস্তিত্বকে মানত, কিন্তু এরা পুনরুত্থান দিবসকে অবিশ্বাস করত। কিন্তু আজকের কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজমের দরুন আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়! এ কারনেই নিচের চিত্রের নাস্তিক আজ আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে। একটু ভাল করে দেখুন চিত্রে দেওয়া পর পর তিনটি পোস্টই কস্মোলজি/কস্মোজেনেসিস/মেটাফিজিক্স নিয়ে।

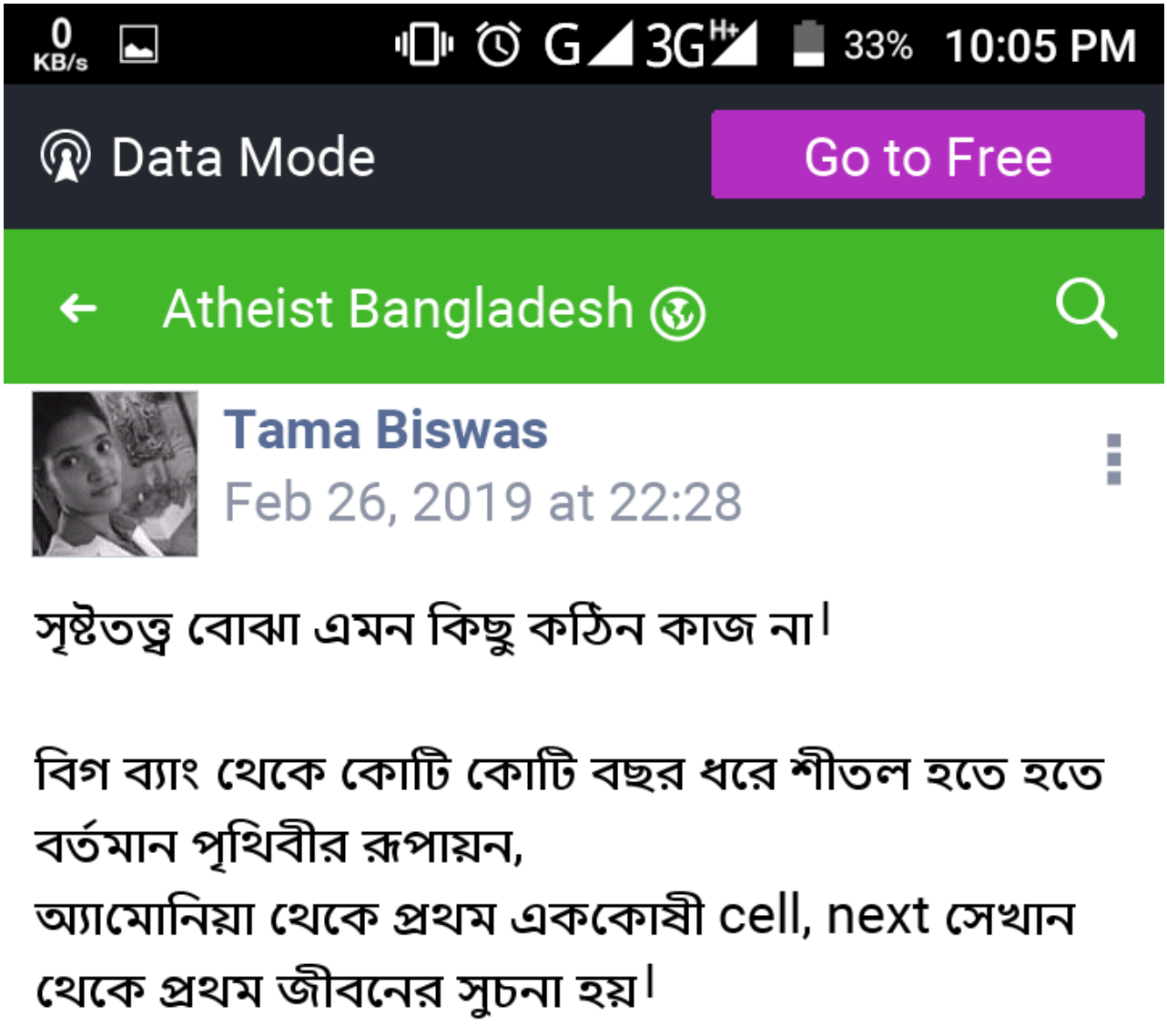

এখানে সৃষ্টিকর্তার কোন ভূমিকা নেই।

তারপরেও, মানুষের spiritual need নামের একটা demand থাকে।...See More

21

21 1

Abhijit Paul shared a **post** to the group: **Atheist Bangladesh**.

2 hours ago

0 KB/s G 3G 33% 10:05 PM

Data Mode Go to Free

Atheist Bangladesh

Himel Mahmud

6 hours ago

কুরআনে সূর্য আর চন্দ্রের ঘোরাঘুরি আসলো কোথা থেকে?

চাঁদ যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এইটা অনেক আগে থেকেই জতির্বিদরা বলে আসছেন (আনাক্সোগোরাস ৫১০BC)। ঝামেলাটা হয়েছিলো সূর্য আর পৃথিবী কে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে এইটা নিয়ে। অষ্টম শতাব্দিতে যদি এটা কুরআনে এসে থাকে তাহলে সেটা আসলেই চমকপ্রদ ব্যপার। চলেন ইতিহাসের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক।

অ্যারিস্টার্কাস (৩১০ - ২৩০BC) প্রথম ধারনা দেন সূর্য নয় পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, কিন্তু অ্যারিস্টটলের দাপট এতো বেশি ছিলো যে অ্যারিস্টার্কাসের মডেল তখন গৃহীত হয়নি। এর প্রায় ১৩০০ বছর পর কোপার্নিকাস তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে ১৫৪৩ সালে প্রস্তাবনাটা নতুন করে আবারও উত্থাপন করেন এবং জিওরডানো ব্রুনো তাকে সমর্থন দিয়ে তার

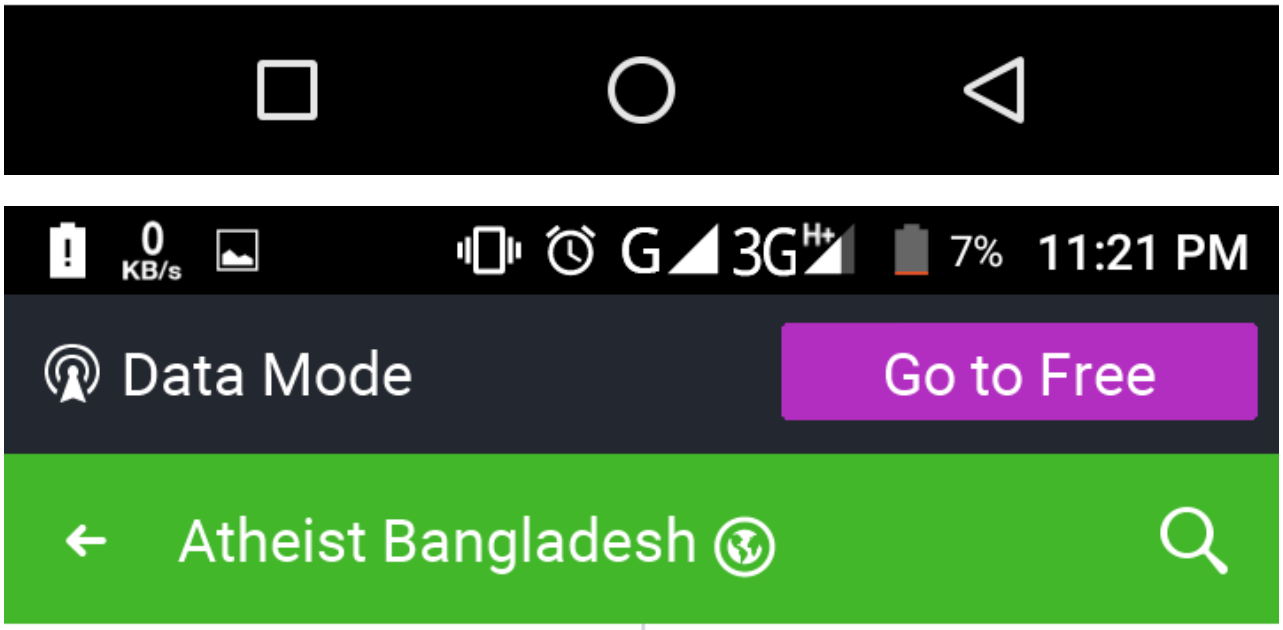

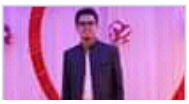
Meraz Chowdhury

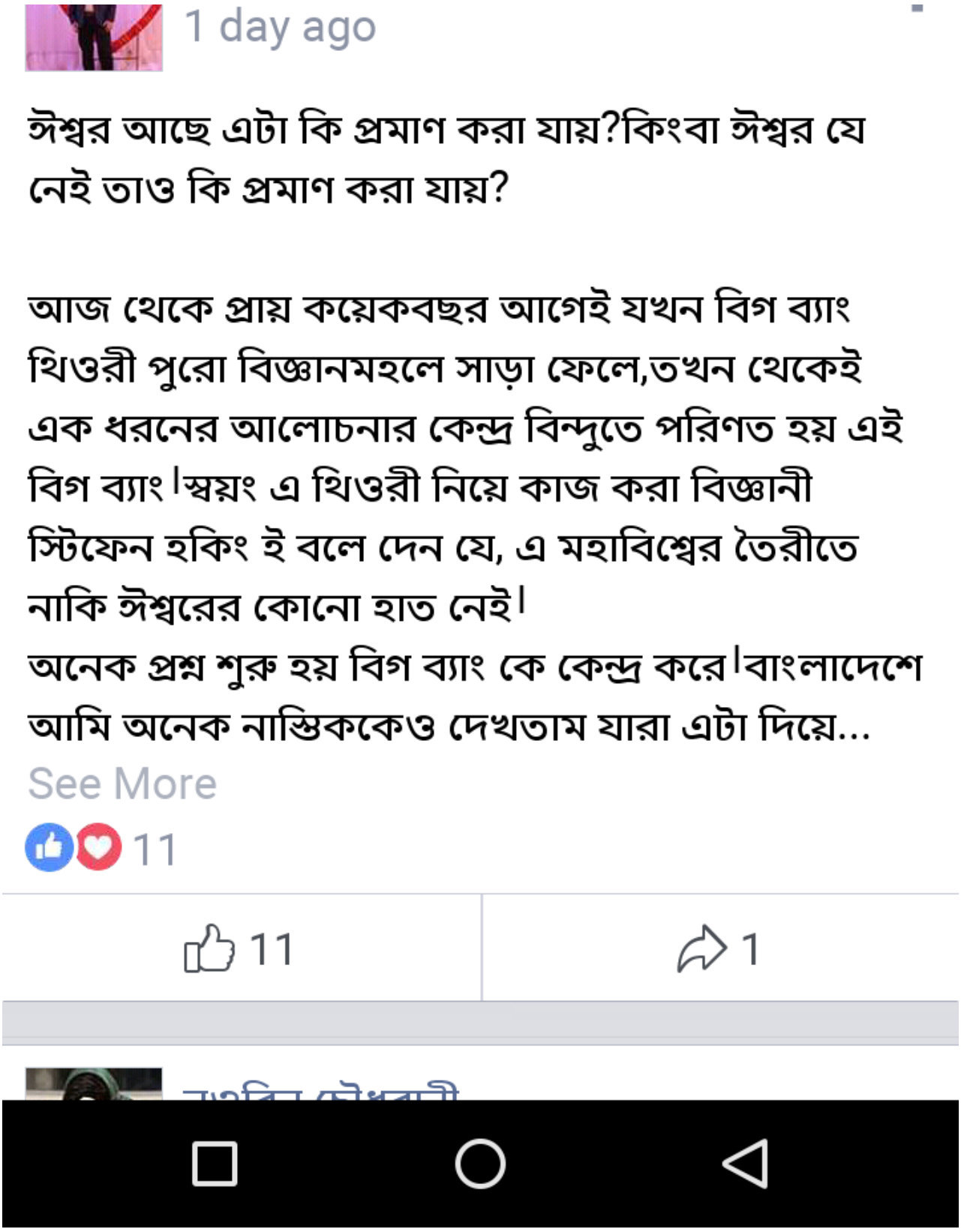

আজ এদের প্রতিরোধ করতে একদল তরুন দাঁড়িয়ে গেছে যারা এদের মুখ বন্ধ করতে এদেরই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত বিতর্ক করতে থাকে, সেই সাথে "প্যারাডক্সিকাল সাজিদ" নামে "সুডোসায়েন্টিফিক মিস্টিসিজম" এর ইসলামাইজড ভার্সন প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু এর ফলাফল অস্থায়ী।

Post

Mohammad Asif ▶ Atheist Bangladesh
1 day ago

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ বইয়ের কি যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে? থাকলে লিঙ্ক দিন।

41

41

Farhad Hossain Masum You mean, কুযুক্তি বা ফ্যালাসি খণ্ডন?

1 day ago • Like 17

আল্লাহুস সামাদ কেউ যদি ক্রিকেট খেলায়

Commenting has been turned off for this post.

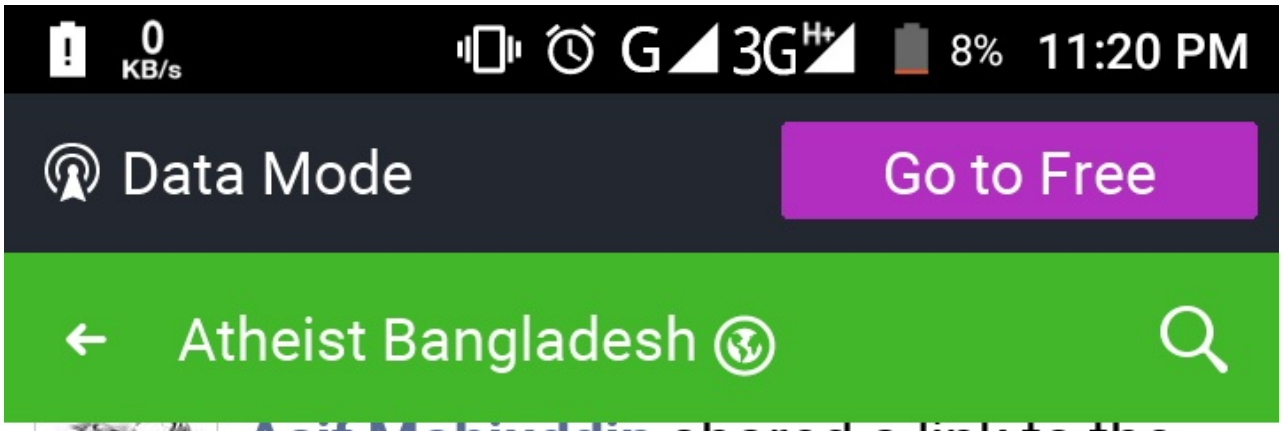

0 KB/s 8% 11:20 PM

Data Mode Go to Free

Atheist Bangladesh

Asif Mohiuddin shared a link to the group: **Atheist Bangladesh**.

4 hours ago

আগ্রহী পাঠকদের জন্যঃ

প্যারাডক্সিকাল সাজিদ ২: গল্পে জল্পে আরিফ আজাদের মূর্খতা - Nastikya.com

প্যারাডক্সিকাল সাজিদ ২: গল্পে জল্পে আরিফ আজাদের মূর্খতা

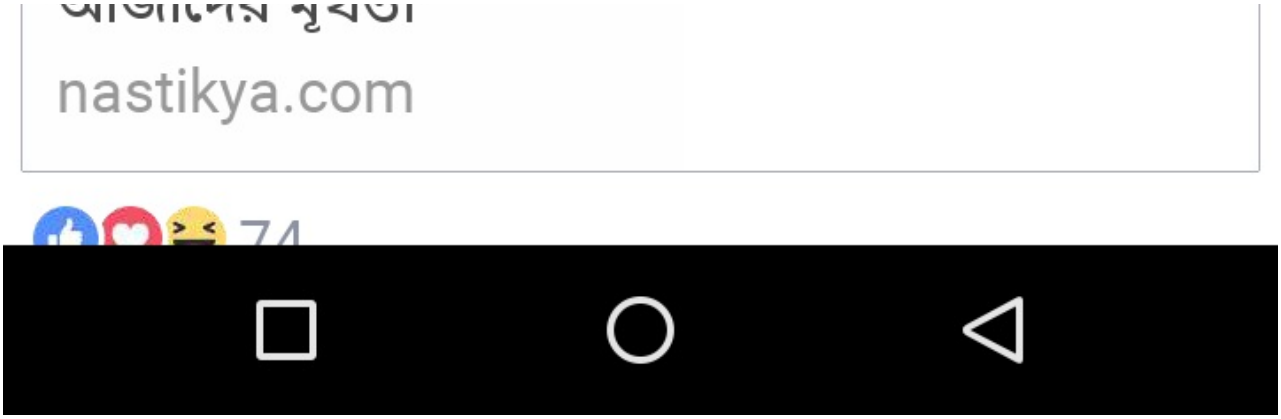

কিছুদিনের মধ্যেই নাস্তিক কমিউনিটি থেকে সেসব কিতাবের "খন্ডন" বের হয়। এভাবেই ফিতনা চলতে থাকে।
কাফিরদেরকে যুক্তি দিলেই তারা তা মান্য করবে না। তারা সেটাকে খন্ডন করতে চাইবে, প্রাচীন যুগগুলোয় কাফিররা অনেক অলৌকিক নিদর্শন চোখের সামনে দেখেও অস্বীকার করত। এরা মূলত জানলেও দ্বীন পালনের ব্যপারে কুফর করে যাবে। এরা এমন না যে দলিল প্রমান পেলেই মেনে নেবে। আর এই কুরআন যুক্তি প্রমান দেখে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতিও নাযিল হয়নি।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

.

"الم
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

.

আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।
তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম। নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।[সূরা বাকারাঃ১-১০]

যারা আল্লাহ ও তার রাসূল(স) কে কটাক্ষ করে, তাদের শাস্তি একটাই, মৃত্যু। নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দিষ্ট সংখ্যক জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য আজেবাজে যুক্তি দিয়ে শয়তানি অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজ করে মু'তাযিলাদের মত তর্ক করা বা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন নির্বুদ্ধিতা এবং প্রহসন বৈ আর কিছু নয়।

আমরা জানি, এমন কিছুর কথা আমরা বলছি, যা সত্যিই এ যুগে গ্রহন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমরাও অখন্ডনীয় দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত যার ব্যপারে বিরুদ্ধবাদীরা সত্যিই বিব্রত। আমরা দ্বীনের সাথে শয়তানি ন্যাচারাল ফিলোসফির সমন্বয় সাধনে বিশ্বাসী নই, বরং যতটুকু মেশানো হয়েছে ততটুকু বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি মনযোগী। এজন্য কারো তিরস্কার, কটাক্ষের ব্যপারে একেবারেই বেপরোয়া।

সমাপ্ত

বিগত পর্বগুলোঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

Ref:

১)
https://m.youtube.com/watch?v=omWRxonewL4
https://m.youtube.com/watch?v=eXIDFx74aSY
https://m.youtube.com/watch?v=beofFQ
২)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/হেলিওস
৩)
https://www.express.co.uk/news/science/960740/ancient-egypt-great-pyramid-giza-speed-of-light
৪)
https://m.youtube.com/watch?v=zFuIEjX1oeM